মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১৯তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা
জুলাই ২০১৬

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

১৯তম বর্ষ	১০ম সংখ্যা
রামাযান-শাওয়াল	১৪৩৭ হিঃ
আষাঢ়-শ্রাবণ	১৪২৩ বাং
জুলাই	২০১৬ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫।
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ১৬০/-)	৩০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০/-	১৪৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১১৫০/-	১৮০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৪৫০/-	২১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮০০/-	২৪৫০/-

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **প্রবন্ধ :**
  - ♦ জান্নাত লাভের কতিপয় উপায় *(২য় কিস্তি)* ০৩
    -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
  - ♦ ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি *(৬ষ্ঠ কিস্তি)* ১১
    -অনুবাদ : আব্দুল মালেক
  - ♦ আযান ও ইক্বামত : বিভ্রান্তি নিরসন ১৭
    -আহমাদুল্লাহ
  - ♦ নফল ছিয়াম সমূহ *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ২৫
  - ♦ রামাযান ও ছিয়াম সম্পর্কে কতিপয় যঈফ ও জাল বর্ণনা ২৮
    -আবু আব্দুল্লাহ
- **দিশারী :**
  - ♦ মাযহাবের পরিচয় *(৪র্থ কিস্তি)* ৩১
    -ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী
- **অমর বাণী :** ৩৬
  - ♦ শিক্ষকের প্রতি অছিয়ত
    -সংকলনে : বযলুর রশীদ
- **হাদীছের গল্প :** ৩৭
  - ♦ জান্নাত-জাহান্নামের সৃষ্টি ও জাহান্নামের কতিপয় শাস্তি
    -মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার
- **চিকিৎসা জগৎ :** ৩৮
  - (১) হৃৎপিণ্ড সুস্থ রাখার উপায়
  - (২) স্বাস্থ্য রক্ষায় ডাব
  - (৩) ডায়াবেটিসের রোগীরা কোন ফল খাবেন?
- **কবিতা :** ৪১
  - ♦ ঈদের খুশী ♦ ঈদুল ফিৎর ♦ আহ্বান
- **সোনামণিদের পাতা** ৪২
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৩
- **মুসলিম জাহান** ৪৫
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৫
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৬
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

Contents

সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে পরামর্শ

দেশে দেশে পরাশক্তিগুলির অব্যাহত যুলুম ও নির্যাতনে অতিষ্ঠ মানবতা যখন ইসলামের শান্তিময় আদর্শের দিকে ছুটে আসছে, তখন ইসলামকে সন্ত্রাসী ধর্ম হিসাবে প্রমাণ করার জন্য তারা তাদেরই লালিত একদল বুদ্ধিজীবীর মাধ্যমে কুরআন-হাদীছের অপব্যাখ্যা করে চরমপন্থী দর্শন প্রচার করছে। অন্যদিকে নতজানু মুসলিম সরকারগুলিকে দিয়ে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে উস্কানীমূলক কার্যকলাপ সমূহ চালাচ্ছে। অতঃপর জনগণের পুঞ্জীভূত ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে একদল তরুণকে অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সন্ত্রাসী তৎপরতায় লাগানো হচ্ছে। আর তাকেই জঙ্গীবাদ হিসাবে প্রচার চালিয়ে ইসলামকে সন্ত্রাসবাদী ধর্ম বলে বদনাম করা হচ্ছে। অতঃপর সন্ত্রাস দমনের নামে বিশ্বব্যাপী নিরীহ মুসলমানদের রক্ত ঝরানো হচ্ছে। বাংলাদেশে একই পলিসি কাজ করছে। এই প্রেক্ষিতে আমাদের পরামর্শগুলি নিম্নরূপ :

এক- এটি হ'তে পারে সংশ্লিষ্টদের চরমপন্থী আক্বীদা সংশোধনের মাধ্যমে। দুই- দেশে সুশাসন কায়েমের মাধ্যমে। তিন- গুম, খুন, অপহরণ ও নারী নির্যাতন সহ ইসলামের বিরুদ্ধে উস্কানীমূলক সকল কার্যক্রম বন্ধের কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে। নইলে সমাজের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ থেকে সন্ত্রাসবাদ জনগণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করবে। শেষের দু'টি সরকারের দায়িত্ব। প্রথমটি সমাজ সচেতন আলেম-ওলামা ও ইসলামী সংগঠনসমূহের দায়িত্ব। নিম্নে জিহাদ ও ক্বিতাল বিষয়ে চরমপন্থীদের বই-পত্রিকা ও ইন্টারনেট ভাষণ সমূহের জবাব দানের মাধ্যমে আমরা জনগণকে সতর্ক করতে চাই। যাতে তাদের মিথ্যা প্রচারে মানুষ পদস্খলিত না হয়। আমরা সকলের হেদায়াত কামনা করি। নিঃসন্দেহে হেদায়াতের মালিক আল্লাহ।

মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের ব্যাপারে শৈথিল্যবাদী ও চরমপন্থী দু'টি দল রয়েছে। যার কোনটাই ইসলামে কাম্য নয়। এদের বিপরীতে ইসলামের সঠিক আক্বীদা হ'ল মধ্যপন্থা। যা আল্লাহ পসন্দ করেন এবং **প্রকৃত আহলেহাদীছগণই যা লালন করে থাকেন**। চরমপন্থীরা পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত ও কয়েকটি হাদীছকে তাদের পক্ষে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। যে সবের মাধ্যমে তারা কবীরা গোনাহগার মুসলমানকে 'কাফের' বলে এবং তাদের রক্ত হালাল গণ্য করে। যেমন, **(১) সূরা মায়েদাহ ৪৪ :** যেখানে আল্লাহ বলেন, 'যারা আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার বা শাসন করেনা, তারা কাফের' *(মায়েদাহ ৫/৪৪)*। এর পরে ৪৫ আয়াতে রয়েছে 'তারা যালেম' এবং ৪৭ আয়াতে রয়েছে, 'তারা ফাসেক'। একই অপরাধের তিন রকম পরিণতি : কাফের, যালেম ও ফাসেক। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধানকে অস্বীকার করল সে কুফরী করল। আর যে ব্যক্তি তা স্বীকার করল, কিন্তু সে অনুযায়ী বিচার করল না সে যালেম ও ফাসেক। সে ইসলামের গণ্ডী থেকে বহির্ভূত নয়' *(তাফসীর ইবনু জারীর, কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। বিগত যুগে এই আয়াতের অপব্যাখ্যা করে চরমপন্থী ভ্রান্ত ফের্কা খারেজীরা চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ)-কে 'কাফের' আখ্যায়িত করে তাঁকে হত্যা করেছিল। আজও ঐ ভ্রান্ত আক্বীদার অনুসারীরা বিভিন্ন দেশের মুসলিম সরকার ও সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে সশস্ত্র তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। রাসূল (ছাঃ) খারেজীদেরকে 'জাহান্নামের কুকুর' বলেছেন *(ইবনু মাজাহ হা/১৭৩)*। মানাবী বলেন, এর কারণ হ'ল তারা ইবাদতে অগ্রগামী। কিন্তু অন্তরসমূহ বক্রতায় পূর্ণ। এরা মুসলমানদের কোন কবীরা গোনাহ করতে দেখলে তাকে 'কাফের' বলে ও তার রক্ত হালাল জ্ঞান করে। যেহেতু এরা আল্লাহ্র বান্দাদের প্রতি কুকুরের মত আগ্রাসী হয়, তাই তাদের কৃতকর্মের দরুণ জাহান্নামে প্রবেশকালে তারা কুকুরের মত আকৃতি লাভ করবে' *(ফায়যুল ক্বাদীর)*। **(২) তওবা ৫ :** 'অতঃপর নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিক্রান্ত হ'লে তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা কর, পাকড়াও কর, অবরোধ কর এবং ওদের সন্ধানে প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, ছালাত আদায় করে ও যাকাত দেয়, তাহ'লে ওদের রাস্তা ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(তওবা ৯/৫)*। আয়াতটি বিদায় হজ্জের আগের বছর নাযিল হয় এবং মুশরিকদের সাথে পূর্বেকার সকল চুক্তি বাতিল করা হয়, এর ফলে মুশরিকদের জন্য হজ্জ চিরতরে নিষিদ্ধ করা হয় এবং পরের বছর যাতে মুশরিকমুক্ত পরিবেশে রাসূল (ছাঃ) হজ্জ করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হয়। এটি বিশেষ অবস্থায় একটি বিশেষ নির্দেশ মাত্র। কিন্তু তারা এর ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছে, 'যেখানেই পাও' এটি সাধারণ নির্দেশ। অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের যেখানেই পাও না কেন তাদেরকে বধ কর, পাকড়াও কর হারাম শরীফ ব্যতীত' *(যুগে যুগে শয়তানের হামলা ৯২ পৃ.)*। **(৩) তওবা ২৯ :** 'তোমরা যুদ্ধ কর আহলে কিতাবদের মধ্যকার ঐসব লোকের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহ ও বিচার দিবসের উপর ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম করে না ও সত্য দ্বীন (ইসলাম) কবুল করে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা বিনীত হয়ে করজোড়ে জিযিয়া প্রদান করে' *(তওবা ৯/২৯)*। আয়াতটি ৯ম হিজরীতে রোমকদের বিরুদ্ধে তাবূক যুদ্ধে গমনের প্রাক্কালে নাযিল হয়। এটিও বিশেষ প্রেক্ষিতের নির্দেশনা। কিন্তু তারা এর ব্যাখ্যা করেছে, মদীনায় হিজরতের পরে আল্লাহ জিহাদের অনুমতি প্রদান করেন। পরে জিহাদ ও ক্বিতাল ফরয করে দেন। নবী ও ছাহাবীগণ আল্লাহ্র উক্ত ফরয আদায়ের লক্ষ্যে আমরণ জিহাদে লিপ্ত ছিলেন। এই জিহাদের মাধ্যমেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়' *(ঐ, ৯৪ পৃ.)*।

উক্ত আয়াতের পরেই তারা **(৪) একটি হাদীছ** এনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, আমি লোকদের সাথে লড়াই করতে আদিষ্ট হয়েছি, যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল। আর তারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে। যখন তারা এগুলি করবে, তখন আমার পক্ষ হ'তে তাদের জান ও মাল নিরাপদ থাকবে ইসলামের হক ব্যতীত এবং তাদের (অন্তর সম্পর্কে) বিচারের ভার আল্লাহ্র উপর রইল' *(বুঃমুঃ মিশকাত হা/১২)*। এ হাদীছের ব্যাখ্যায় তারা বলেছেন, আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, 'উক্বাতিলান্নাস' অর্থাৎ 'মানব সমাজের সাথে যুদ্ধ করার জন্য'। রাসূল (ছাঃ) যেহেতু শেষনবী, তাঁর পরে আর কোন নবী নেই, অতএব এই নির্দেশ কিয়ামত পর্যন্ত চলবে' *(ঐ, ৯৪ পৃ.)*।

অথচ উক্ত হাদীছে 'আন উক্বাতিলা' (যেন পরস্পরে লড়াই করি) বলা হয়েছে, 'আন আক্বতুলা' (যেন আমি হত্যা করি) বলা হয়নি। 'যুদ্ধ' দু'পক্ষে হয়। কিন্তু 'হত্যা' এক পক্ষ থেকে হয়। যেটা চোরাগুপ্তা হামলার মাধ্যমে ক্বিতালপন্থীরা করে থাকে। অত্র হাদীছে বুঝানো হয়েছে যে, কাফির-মুশরিকরা যুদ্ধ করতে এলে তোমরাও যুদ্ধ করবে। কিংবা তাদের মধ্যকার যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে। কিন্তু নিরস্ত্র, নিরপরাধ বা দুর্বলদের বিরুদ্ধে নয়। কাফির পেলেই তাকে হত্যা করবে সেটাও নয়। তাছাড়া উক্ত হাদীছে 'যারা কালেমার স্বীকৃতি দিবে, তাদের জান-মাল নিরাপদ থাকবে বলা হয়েছে, ইসলামের হক ব্যতীত এবং তাদের বিচারের ভার আল্লাহ্র উপর রইল' বলা হয়েছে। এতে স্পষ্ট যে, আমাদের দায়িত্ব মানুষের বাহ্যিক আমল দেখা। কারু অন্তর ফেড়ে দেখার দায়িত্ব আমাদের নয়। অতএব সরকার যদি বাহ্যিকভাবে মুসলিম হয় এবং ইসলামী দাওয়াতের বিরুদ্ধে অবস্থান না নেয়, তাহ'লে তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদের সুযোগ কোথায়?

[বাকী অংশ ৫৬ পৃঃ দ্রঃ]

জান্নাত লাভের কতিপয় উপায়

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

(২য় কিস্তি)

১২. মসজিদে গমন করা : মসজিদে গমন ছওয়াব লাভের অন্যতম মাধ্যম। মসজিদে গমনকারীর জন্য ফিরিশতারা আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ– 'যে সকাল-সন্ধ্যায় মসজিদে যাবে আল্লাহ তার জন্য তার প্রত্যেক বারের পরিবর্তে একটি করে মেহমানদারী-আপ্যায়ন প্রস্তুত করে রাখবেন'।[১] তিনি আরো বলেন,

صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِيْ بَيْتِهِ وَفِيْ سُوْقِهِ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ ضِعْفًا وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِيْ مُصَلاَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ وَفِيْ رِوَايَةٍ فِيْ دُعَاءِ الْمَلاَئِكَةِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَالَمْ يُؤْذِيْ فِيْهِ مَالَمْ يُحْدِثْ فِيْهِ–

'কোন ব্যক্তির মসজিদে জামা'আতে ছালাত আদায়ের নেকী তার ঘরে বা বাজারে ছালাত আদায় অপেক্ষা পঁচিশ গুণ বেশী। আর এই নেকী তখনই হয় যখন সে ব্যক্তি সুন্দর করে ওযূ করে আর একমাত্র ছালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে যায়। এমতাবস্থায় সে যত পদক্ষেপ রাখে প্রত্যেক পদক্ষেপের দরুণ তার একটা করে স্তর উন্নত করা হয় এবং একটা করে গুনাহ ক্ষমা করা হয়। অতঃপর যখন সে ছালাত আদায় করতে থাকে ফিরিশতাগণ তার জন্য দো'আ করতে থাকেন। তারা বলেন, اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ– 'হে আল্লাহ! তুমি তার প্রতি অনুগ্রহ কর, হে আল্লাহ! তুমি তার প্রতি দয়া কর, হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর, হে আল্লাহ! তুমি তার তওবা কবুল কর'। আর এভাবে তারা বলতে থাকে যে পর্যন্ত সে ছালাত আদায়ের স্থানে থাকে। যতক্ষণ সে কাউকে কষ্ট না দেয় এবং ওযূ ভঙ্গ না করে'।[২] তিনি আরো বলেন, بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ– 'যারা অন্ধকারে মসজিদে যায় তাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন তাদের পূর্ণ জ্যোতির সুসংবাদ দাও'।[৩]

১৩. মসজিদ নির্মাণ করা : মসজিদ নির্মাণ করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ– 'যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন'।[৪]

১৪. আযান দেওয়া : আযান দেওয়ার বিনিময় জাহান্নাম হ'তে মুক্তি ও জান্নাত লাভ। ক্বিয়ামতের দিন মুওয়াযযিন অতীব সম্মানিত হবে। মানুষ, জিন ও পৃথিবীর সকল বস্তু ক্বিয়ামতের দিন মুওয়াযযিনের জন্য কল্যাণের সাক্ষী দিবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ، وَلاَ إِنْسٌ، وَلاَ شَيْءٌ، إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ– 'যে কোন মানুষ ও জিন অথবা যে কোন বস্তু মুওয়াযযিনের কণ্ঠ শুনবে সে ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য সাক্ষ্য দিবে'।[৫]

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى وَشَاهِدُ الصَّلاَةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَّعِشْرُوْنَ صَلاَةً وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا– 'মুওয়াযযিনের কণ্ঠের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করা হবে এবং (ক্বিয়ামতের দিন) তার কল্যাণের জন্য প্রত্যেক সজীব ও নির্জীব বস্তু সাক্ষ্য দিবে এবং এই আযান শুনে যত লোক ছালাত আদায় করবে সবার সমপরিমাণ নেকী মুওয়াযযিনের হবে। আর যে ব্যক্তি ছালাত আদায়ের জন্য উপস্থিত হবে তার জন্য পঁচিশ ছালাতের নেকী লেখা হবে এবং তার দুই ছালাতের মদ্যকার গুনাহ ক্ষমা করা হবে'।[৬]

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَذَّنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِيْنِهِ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ سِتُّوْنَ حَسَنَةً وَبِإِقَامَتِهِ ثَلاَثُوْنَ حَسَنَةً– 'যে বার বছর আযান দেয় তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়ে যায় এবং তার প্রত্যেক আযানের বিনিময়ে ষাট নেকী এবং এক্বামতের বিনিময়ে ত্রিশ নেকী অতিরিক্ত লেখা হয়'।[৭] উল্লেখ্য, সাত বছর আযান দিলে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ।[৮]

১৫. আযানের উত্তর দেওয়া : আযানের উত্তর দেওয়া ও তৎপরবর্তী দো'আ করলে রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত অবধারিত হয়ে যায়। তেমনি পরকালে জান্নাত লাভ করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৯৮।
২. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০২।
৩. তিরমিযী, মিশকাত হা/৭২১, হাদীছ ছাহীহ।
৪. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৯৭।
৫. বুখারী, মিশকাত হা/৬৫৬।
৬. আবু দাঊদ হা/৫১৫, নাসাঈ হা/৬৬৭, সনদ ছহীহ।
৭. ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭২৭।
৮. তিরমিযী হা/২০৬; ইবনু মাজাহ হা/৭২৭; মিশকাত হা/৬৬৪; যঈফা হা/৮৫০।

Contents

بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لِي الْوَسِيْلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِيْ إِلاَّ لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللهِ تَعَالَى وَأَرْجُو أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ اللهَ لِي الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ– 'যখন তোমরা মুওয়াযযিনকে আযান দিতে শুনবে, তখন তার জওয়াবে বল মুওয়াযযিন যা বলে। অতঃপর আমার উপর দরূদ পড়। কেননা যে আমার উপর একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। তারপর আমার জন্য আল্লাহর নিকট 'ওয়াসীলা' চাও। আর তা হচ্ছে জান্নাতের একটি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন স্থান। যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে মাত্র একজন বান্দার জন্য উপযোগী। আমি আশা করি আমিই সেই বান্দা। যে ব্যক্তি আমার জন্য 'ওয়াসীলা' চাইবে তার জন্য আমার শাফা'আত যরূরী হয়ে যাবে'।[৯] তিনি আরো বলেন,

إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمْ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ–

'যখন মুওয়াযযিন বলে 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার' যদি তোমাদের কেউ বলে 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার', অতঃপর যখন মুওয়াযযিন বলে 'আশহাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' সেও বলে 'আশহাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ', মুওয়াযযিন বলে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' সেও বলে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ', এরপর মুওয়াযযিন বলে, 'হাইয়া আলাছ ছালাহ' সে বলে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ', পুনরায় যখন মুওয়াযযিন বলে 'হাইয়া আলাল ফালাহ' সে বলে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ', পরে যখন মুওয়াযযিন বলে 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার' সেও বলে 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার'। অতঃপর যখন মুওয়াযযিন বলে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' সেও বলে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'। আর এই বাক্যগুলি মনে-প্রাণে ভয়-ভীতি নিয়ে বলে তাহ'লে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[১০]

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, এক লোক বলল, إِنَّ الْمُؤَذِّنِيْنَ يَفْضُلُوْنَنَا بِأَذَانِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ كَمَا يَقُوْلُوْنَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَ– 'হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! মুওয়াযযিনগণ আমাদের চেয়ে অধিক মর্যাদা লাভ করছেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমিও বল যেরূপ তারা বলে এবং যখন আযানের জওয়াব দেয়া শেষ হবে তখন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর, তাহ'লে তোমাকেও প্রদান করা হবে'।[১১]

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, একদা আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম তখন বেলাল (রাঃ) দাঁড়িয়ে আযান দিতে লাগলেন। যখন বেলাল (রাঃ) আযান শেষ করলেন, তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, مَنْ قَالَ مِثْلَ هَذَا يَقِيْنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ– 'যে অন্তরে বিশ্বাস নিয়ে এর অনুরূপ বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[১২]

আবু ইয়া'লা আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন রাসূল (ছাঃ) এক রাত্রি যাপন করলেন। তখন বেলাল আযান দিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, مَنْ قَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ، وَشَهِدَ مِثْلَ شَهَادَتِهِ فَلَهُ الْجَنَّةُ. 'যে ব্যক্তি তার (বেলালের) কথার অনুরূপ বলবে এবং তার সাক্ষ্য দানের মত সাক্ষ্য দিবে তার জন্য জান্নাত'।[১৩]

১৬. দো'আ ও তাসবীহ-তাহলীল :

তাসবীহ-তাহলীল, যিকর-আযকার, পাপ মোচন, জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ ও জান্নাত লাভের অন্যতম মাধ্যম। তাই মুমিনকে ছহীহ হাদীছে বর্ণিত দো'আ, যিকর-আযকার ও তাসবীহ-তাহলীল পাঠ করতে হবে। নিম্নে কিছু দো'আ, তাসবীহ ফযীলত সহ উল্লেখ করা হ'ল।-

(ক) সকল গোনাহ মাফ হয় : রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ– 'যে ব্যক্তি দৈনিক একশত বার বলবে, 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর প্রশংসার সাথে, তার সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে, যদিও তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনার ন্যায় অধিক হয়'।[১৪] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ وقال تَمَامَ الْمِئَةِ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ– 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ছালাতের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আল-হামদুলিল্লাহ এবং ৩৩ বার আল্লাহু আকবার বলল, তা হচ্ছে মোট ৯৯ বার। অতঃপর একশত পূর্ণ করার জন্য বলল, لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، 'আল্লাহ

৯. *মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৭।*
১০. *মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৮।*
১১. *আবু দাঊদ, মিশকাত হা/৬৭৩, হাদীছ ছাহীহ।*
১২. *নাসাঈ, মিশকাত হা/৬৭৬, হাদীছ ছহীহ।*
১৩. *আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩৭৬, হাদীছ হাসান।*
১৪. *বুখারী হা/৬৪০৫, মুসলিম হা/৫৯৭; মিশকাত হা/২২৯৬।*

ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই প্রশংসা এবং তিনি হ'লেন সর্বশক্তিমান'। ঐ ব্যক্তির সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে, তার গুনাহের পরিমাণ সমুদ্রের ফেনার সমান হ'লেও।[১৫]

(খ) জান্নাতের ভাণ্ডার : আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, আমরা এক সফরে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলতে লাগল। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতি রহম কর এবং নীরবে তাকবীর পাঠ কর। তোমরা বধিরকে ডাকছ না এবং অনুপস্থিতকেও ডাকছ না, তোমরা ডাকছ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টাকে, তিনি তোমাদের সাথে আছেন। যাকে তোমরা ডাকছ তিনি তোমাদের বাহনের ঘাড় অপেক্ষাও তোমাদের অধিক নিকটে আছেন। আবু মূসা (রাঃ) বলেন, আমি তখন রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে চুপে চুপে বলছিলাম, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'। অর্থাৎ আমার কোন উপায় নেই, কোন শক্তি নেই আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ، أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِّنْ كُنُوْزِ الجَنَّةِ؟ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ. 'হে আব্দুল্লাহ ইবনু কায়েস! আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভাণ্ডার সমূহের একটি ভাণ্ডারের সন্ধান দিব না? আমি বললাম, নিশ্চয়ই হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, তা হচ্ছে- 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'।[১৬]

(গ) জান্নাতে বৃক্ষ রোপণ : জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ- 'যে ব্যক্তি বলবে 'সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহি' অর্থাৎ মহান আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর প্রশংসার সাথে তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ রোপণ করা হবে'।[১৭]

(ঘ) ছওয়াব লাভ, মর্যাদা বৃদ্ধি ও জান্নাতে গৃহ লাভ : আবদুর রহমান ইবনু গানাম (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَثْنِىَ رِجْلَهُ مِنْ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ، **لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ**، عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمُحِىَ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكَانَتْ حِرْزًا مِّنْ كُلِّ مَكْرُوْهٍ، وَحِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، وَلَمْ يَحِلَّ لِذَنْبٍ يُدْرِكُهُ إِلاَّ الشِّرْكَ، وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ إِلاَّ رَجُلاً يَقُوْلُ أَفْضَلَ مِمَّا قَالَ-

'যে ব্যক্তি মাগরিব ও ফজরের ছালাতের পর দশবার বলবে, لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, তারই রাজত্ব, তাঁরই সমস্ত প্রশংসা, তাঁর হাতেই সমস্ত কল্যাণ, তিনি সকলকে জীবিত করেন এবং মৃত্যু ঘটান, তিনি সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান'। এমন ব্যক্তির জন্য প্রত্যেক শব্দের পরিবর্তে দশটি নেকী লেখা হবে, তার দশটি গুনাহ মুছে দেয়া হবে, তার দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। এছাড়াও এ দো'আটি তার জন্য প্রত্যেক মন্দ কাজ হ'তে রক্ষক হবে এবং বিতাড়িত শয়তান হ'তেও রক্ষাকবয হবে। এর বদৌলতে কোন গুনাহ তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। (অর্থাৎ শিরক ব্যতীত) কোন কিছুই তাকে ধ্বংস করতে পারবে না। ঐ ব্যক্তি হবে সমস্ত মানুষ অপেক্ষা উত্তম আমলকারী। তবে যে এর চেয়েও উত্তম কথা বলবে সে অবশ্য এর চেয়ে উত্তম হবে'।[১৮]

অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ **لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ** كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ.

'যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে বলবে, لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ ... شَىْءٍ قَدِيرٌ (আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, সকল প্রশংসা তাঁর। তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন। তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই। তাঁর হাতেই সকল কল্যাণ। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী)। আল্লাহ তার জন্য দশ লক্ষ নেকী লিখবেন, দশ লক্ষ গোনাহ মোচন করবেন এবং তার দশ লক্ষ মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন'।[১৯] অন্যত্র তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি বাজারে গিয়ে বলবে, لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ (আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, সকল প্রশংসা তাঁর। তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন। তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই। তাঁর হাতেই সকল

১৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬৭।*
১৬. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩০৩।*
১৭. *তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩০৪ হাদীছ ছহীহ।*
১৮. *তিরমিযী, ছহীহ আত-তারগীব হা/৪৭৭; মিশকাত হা/৯৭৫।*
১৯. *তিরমিযী হা/৩৪২৮; সনদ ছহীহ।*

কল্যাণ। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী)। আল্লাহ তার জন্য দশ লক্ষ নেকী লিখবেন, দশ লক্ষ গোনাহ মোচন করবেন এবং জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করবেন'।[২০]

১৭. জিহাদ করা :

জিহাদের অশেষ গুরুত্ব ও ফযীলত রয়েছে। এর বিনিময় জান্নাত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ، تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ، يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ-

'হে ঈমানাদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের কথা বলে দিব না, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? তা এই যে, তোমরা ঈমান আনবে আল্লাহ্র প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি। আর তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের জীবন দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে। এর ফলে তিনি তোমাদের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যার নিম্নদেশ দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহিত এবং তা এমন মনোরম আবাসগৃহ যা অনন্তকাল বসবাসের জন্য, এটাই মহা সাফল্য' *(ছফ ৬১/১০-১২)*।

আল্লাহ আরো বলেন, وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ- 'যারা আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে মৃত ভেবো না। বরং তারা জীবিত। তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট হ'তে জীবিকাপ্রাপ্ত হয়' *(আলে ইমরান ৩/১৬৯)*। অন্যত্র তিনি আরো বলেন,

إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করে। অতঃপর তারা হত্যা করে অথবা নিহত হয়। এর বিনিময়ে তাদের জন্য (জান্নাত লাভের) সত্য ওয়াদা করা হয়েছে তওরাত, ইনজীল ও কুরআনে। আর আল্লাহ্র চাইতে নিজের অঙ্গীকার অধিক পূরণকারী আর কে আছে? অতএব তোমরা এই ক্রয়-বিক্রয়ের বিনিময়ে (জান্নাতের) সুসংবাদ গ্রহণ কর যা তোমরা তাঁর সাথে করেছ। আর এটাই হ'ল মহান সফলতা' *(তওবা ৯/১১১)*।

জিহাদের গুরুত্ব ও ফযীলত এবং মুজাহিদ ও শহীদের মর্যাদা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কতিপয় হাদীছ এখানে উল্লেখ করা হ'ল।-

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَبِرَسُوْلِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ جَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْ جَلَسَ فِيْ أَرْضِهِ الَّتِيْ وُلِدَ فِيْهَا فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَلَا نُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনল, ছালাত আদায় করল ও রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করল, সে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করুক কিংবা স্বীয় জন্মস্থানে বসে থাকুক তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহ্র দায়িত্ব হয়ে যায়। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা কি লোকদের এ সুসংবাদ পৌঁছে দিব না? তিনি বললেন, আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে ১০০টি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত রেখেছেন। দু'টি স্তরের ব্যবধান আসমান ও যমীনের দূরত্বের সমান। তোমরা আল্লাহ্র নিকট চাইলে জান্নাতুল ফিরদাউস চাইবে। কেননা এটাই হ'ল সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। এর উপরিভাগে করুণাময় আল্লাহ্র আরশ। সে স্থান হ'তে জান্নাতের নদী সমূহ প্রবাহিত হচ্ছে'।[২১] তিনি আরো বলেন,

مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَإِنَّ لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ الشَّهِيْدُ فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ-

'কোন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করার পর পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবে না, যদিও পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ তাকে প্রদান করা হয়, একমাত্র শহীদ ব্যতীত। শহীদগণ শাহাদত বরণের মর্যাদা দেখে আবার দুনিয়াতে ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করবে, যাতে সে আরো দশ বার শহীদ হ'তে পারে'।[২২]

---

২০. তিরমিযী হা/৩৪২৯; ইবনু মাজাহ হা/২২৩৫; মিশকাত হা/২৪৩১, সনদ ছহীহ।

২১. বুখারী হা/২৭৯০; মিশকাত হা/৩৭৮৭।
২২. বুখারী হা/২৮১৭; মুসলিম হা/১৮৭৭।

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, বারার কন্যা রুবাইয়্যা যিনি হারেছা ইবনু সুরাকার মাতা হিসাবে পরিচিত (আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)-এর ফুফু) তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমতে এসে বললেন,

يَا نَبِيَّ اللهِ أَلاَ تُحَدِّثُنِيْ عَنْ حَارِثَةَ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ قَالَ يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى-

'হে আল্লাহ্র নবী! আপনি হারেছা সম্পর্কে কিছু বলুন। হারেছা বদর যুদ্ধে শহীদ হয়েছে। এক অদৃশ্য তীর এসে তার শরীরে বিঁধেছিল। সুতরাং সে যদি জান্নাতবাসী হয়ে থাকে তাহ'লে আমি ধৈর্যধারণ করব। অন্যথা তার জন্য অঝোরে কাঁদতে থাকব। উত্তরে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হে হারেছার মা! জান্নাতে অসংখ্য বাগান আছে। তোমার পুত্র সেখানে সর্বোচ্চ জান্নাতুল ফিরদাউস লাভ করেছে'।[২৩]

শহীদদের মর্যাদা সম্পর্কে বহু বর্ণনা এসেছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللهِ ستُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِيْ أَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَيُوْضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوْتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ زَوْجَةً مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَيُشَفَّعُ فِيْ سَبْعِيْنَ مِنْ أَقَارِبِهِ-

'আল্লাহ্র নিকট শহীদের জন্য ছয়টি বিশেষ পুরস্কার রয়েছে। (১) শরীরের রক্তের প্রথম ফোঁটা ঝরতেই তাকে মাফ করে দেওয়া হবে এবং প্রাণ বের হওয়ার প্রাক্কালে জান্নাতের মধ্যে তার অবস্থানের জায়গাটি চাক্ষুষ দেখানো হবে। (২) কবরের আযাব হ'তে তাকে নিরাপদে রাখা হবে। (৩) ক্বিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা হ'তে তাকে নিরাপদে রাখা হবে। (৪) তার মাথায় সম্মান ও মর্যাদার মুকুট পরানো হবে। তার একটি ইয়াকূত দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সমস্ত কিছু হ'তে উত্তম। (৫) জান্নাতের বাহাত্তর জন হূরের সাথে তার বিবাহ দেওয়া হবে। (৬) তার নিকটাত্মীয়দের মধ্য হ'তে ৭০ জনের জন্য তার সুফারিশ কবুল করা হবে'।[২৪] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন,

لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ قَطْرَةُ دُمُوْعٍ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهْرَاقُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ. وَأَمَّا الأَثَرَانِ فَأَثَرٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَى، وَأَثَرٌ فِيْ فَرِيْضَةٍ مِّنْ فَرَائِضِ اللهِ تَعَالَى-

'আল্লাহ্র নিকট দু'টি ফোঁটা ও দু'টি চিহ্নের চাইতে কোন জিনিস এত প্রিয়তম নেই। দু'টি ফোঁটার একটি হ'ল আল্লাহ্র (আযাবের) ভয়ে চক্ষু হ'তে নির্গত অশ্রুর ফোঁটা। আর দ্বিতীয়টি হ'ল আল্লাহ্র পথে প্রবাহিত রক্তের ফোঁটা। আর চিহ্ন দু'টির একটি হ'ল আল্লাহ্র রাস্তায় শরীরে আঘাত বা ক্ষতের চিহ্ন এবং দ্বিতীয়টি হ'ল আল্লাহ্র ফরয সমূহের কোন একটি ফরয আদায় করার চিহ্ন'।[২৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবু মূসা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ، فَقَالَ يَا أَبَا مُوْسَى أَأَنْتَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ يَقُوْلُ هَذَا؟ قَالَ نَعَمْ، فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلاَمَ، ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ، ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوِّ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ-

'জান্নাতের দরজা সমূহ মুজাহিদের তলোয়ারের ছায়াতলে রয়েছে। এ কথা শুনে একজন জীর্ণশীর্ণ প্রকৃতির লোক দাঁড়িয়ে বলল, হে আবু মূসা! আপনি কি রাসূল (ছাঃ)-কে এ কথা বলতে শুনেছেন? আবু মূসা উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর লোকটি তার সাথীদের নিকট এসে বলল, আমি তোমাদেরকে শেষ সালাম জানাচ্ছি। এ কথা বলে সে তলোয়ারের খাপ ভেঙ্গে ফেলল এবং তলোয়ার নিয়ে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হ'ল। তা দ্বারা অনেক শত্রুকে হত্যা করল এবং শেষে নিজেও শত্রুদের আঘাতে শহীদ হ'ল'।[২৬]

১৮. আল্লাহ্র রাস্তায় পাহারা দেওয়া :

আল্লাহ্র রাস্তায় পাহারা দেওয়ার অত্যধিক গুরুত্ব ও ফযীলত রয়েছে। এর জন্য অশেষ ছওয়াব রয়েছে এবং এর সর্বোচ্চ বিনিময় হ'ল জান্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, رِبَاطُ يَوْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا- 'আল্লাহ্র রাস্তায় একদিন পাহারা দেওয়া সমস্ত দুনিয়া ও তার উপরের সমস্ত সম্পদ হ'তে উত্তম'।[২৭] তিনি আরো বলেন, لَغَدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا- 'আল্লাহ্র পথে একটা সকাল কিংবা একটা সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া ও তার মধ্যকার সমস্ত কিছু হ'তে উত্তম'।[২৮]

আল্লাহ্র রাস্তার প্রহরীর আমল মৃত্যুর পরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلاَّ الَّذِيْ مَاتَ مُرَابِطًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ

২৩. *বুখারী হা/২৮০৯; তিরমিযী হা/৩১৭৪; মিশকাত হা/৩৮০৯।*
২৪. *তিরমিযী হা/১৬৬৩; ইবনু মাজাহ হা/২৭৯৯; মিশকাত হা/৩৮৩৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩২১৩।*
২৫. *তিরমিযী হা/১৬৬৯; মিশকাত হা/৩৮৩৭, সনদ ছহীহ।*
২৬. *মুসলিম হা/১৯০২; মিশকাত হা/৩৮৫২।*
২৭. *বুখারী হা/২৮৯২; মুসলিম হা/১৯১৩; মিশকাত হা/৩৭৯১।*
২৮. *বুখারী হা/২৭৯২; মুসলিম হা/১৮৮০; মিশকাত হা/৩৭৯২।*

الْقِيَامَةِ وَيُأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ– ‘মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেক ব্যক্তির আমলের সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় পাহারারত অর্থাৎ দ্বীন হিফাযতের দায়িত্বে নিয়োজিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত তার আমল বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং কবরের ফিৎনা হ’তেও সে নিরাপদে থাকবে’।[২৯]

কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় প্রহরারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে, সে জাহান্নামে যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ما اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ– ‘যে ব্যক্তির পদদ্বয় আল্লাহ্র পথে ধূলিমলিন হয়, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না’।[৩০] তিনি আরো বলেন,

لاَ يَلِجُ النَّارَ مَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَلا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ، وَفِي أُخْرَى فِي مَنْخِرَيْ مُسْلِمٍ أَبَدًا وَفِي أُخْرَى فِيْ جَوْفِ عَبْدٍ أَبَدًا وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيْمَانُ فِيْ قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا–

‘আল্লাহ্র (আযাবের) ভয়ে ক্রন্দনকারী জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ দোহনকৃত দুধ পুনরায় পালানে ঢুকে না যায়। অর্থাৎ দোহনকৃত দুধ যেমন তার পালানে ঢুকানো অসম্ভব তেমনি আল্লাহ্র (আযাবের) ভয়ে ক্রন্দনকারীর জাহান্নামে যাওয়া অসম্ভব। আল্লাহ্র রাস্তার ধূলাবালি এবং জাহান্নামের ধোঁয়া একত্রিত হ’তে পারে না। অর্থাৎ মুজাহিদ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না’।[৩১] অন্য বর্ণনায় আছে যে, ‘আল্লাহ্র রাস্তার ধূলাবালি ও জাহান্নামের ধোঁয়া কোন মুসলমানের নাকের ছিদ্রের মধ্যে কখনো একত্র হবে না’। অপর এক বর্ণনায় আছে, ‘ঐ দু’টি জিনিস কোন মুসলিমের পেটের মধ্যে একত্র হ’তে পারে না। অনুরূপভাবে কৃপণতা ও ঈমান কখনো কোন বান্দার অন্তরের মধ্যে একত্র হ’তে পারে না’।[৩২]

১৯. ছবর বা ধৈর্যধারণ করা :

রোগ-ব্যাধি, বিপদাপদ, দুঃখ-শোক প্রভৃতি ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করা অশেষ ছওয়াব ও জান্নাত লাভের মাধ্যম। তবে বিপদের প্রথম পর্যায়ে ধৈর্যধারণ করতে হবে। নিম্নে ছবরের কয়েকটি ক্ষেত্র ফযীলত সহ উল্লেখ করা হ’লো।-

(ক) সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ : কোন মুসলিম ব্যক্তির শিশু সন্তান-সন্ততি মারা গেলে সে যদি ধৈর্যধারণ করে তাহ’লে ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَمُوْتُ لِمُسْلِمٍ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَيَلِجُ النَّارَ– ‘যে কোন মুসলমানের তিনটি সন্তান মারা যাবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না’।[৩৩] অপর এক হাদীছে এসেছে, একদিন রাসূল (ছাঃ) কতক আনছারী মহিলাকে বললেন, لَا يَمُوْتُ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَوْ اثْنَيْنِ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ أَوْ اثْنَيْنِ– ‘তোমাদের মধ্যে যার তিনটি সন্তান মারা যাবে আর সে ধৈর্যধারণ করবে এবং নেকীর আশা রাখবে নিশ্চয়ই সে জান্নাতে যাবে। এসময় তাদের মধ্যেকার একজন মহিলা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি দুইজন মারা যায়? রাসূল (ছাঃ) বললেন, দু’জন মারা গেলেও সে জান্নাতে যাবে’।[৩৪]

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি তাকে বলল, আমার একটি পুত্র সন্তান মারা গেছে। তার জন্য আমি অত্যন্ত শোকার্ত হয়ে পড়েছি। আপনি কি আপনার দোস্ত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নিকট এমন কিছু শুনেছেন, যা আমাদের মৃতব্যক্তিদের সম্পর্কে আমাদের সান্ত্বনা হ’তে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, صِغَارُهُمْ دَعَامِيْصُ الْجَنَّةِ يَلْقَى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ فَيَأْخُذُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ فَلاَ يُفَارِقُهُ حَتَّى يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ– ‘মুসলমানদের ছোট সন্তানরা জান্নাতের প্রজাপতি হবে। তাদের কেউ যখন তার পিতাকে পাবে, তখন তার কাপড়ের পাশ ধরে টানতে থাকবে এবং তাকে জান্নাতে নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সে পৃথক হবে না’।[৩৫]

অন্য এক হাদীছে এসেছে, একদা জনৈক মহিলা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! পুরুষরা আপনার নিকট থেকে হাদীছ শুনার সুযোগ লাভ করেছে। আমাদের জন্যও আপনার পক্ষ হ’তে একটি দিন নির্ধারিত করে দিন, যেদিন আমরা আপনার নিকট আসতে পারি এবং যা আল্লাহ আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন তা আমাদেরকে শিক্ষা দিতে পারেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা অমুক দিন অমুক স্থানে সমবেত হও। সুতরাং তারা সমবেত হ’লেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাদের নিকট উপস্থিত হ’লেন এবং তাদেরকে শিক্ষা দিলেন, যা তাকে আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন। অতঃপর বললেন,

مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةً إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِّنَ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِّنْهُنَّ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوْ اثْنَيْنِ قَالَ فَأَعَادَتْهَا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ–

‘তোমাদের মধ্যকার যে মহিলা তার সন্তানদের মধ্য হ’তে তিনটি সন্তান আল্লাহ্র নিকট পাঠিয়েছে, তারা তার জন্য জাহান্নামে প্রবেশে প্রতিবন্ধক হবে’ (অর্থাৎ তারা তাকে জাহান্নামে যেতে দিবে না)। এ সময় একজন মহিলা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কেউ যদি দু’জন সন্তান পাঠায়?

---

২৯. তিরমিযী হা/১৬২১; ছহীহুল জামে‘ হা/৪৫৬২; মিশকাত হা/৩৮২৩।
৩০. বুখারী হা/২৮১১; মিশকাত হা/৩৭৯৪।
৩১. নাসাঈ হা/৩১১০; মিশকাত হা/৩৮২৮, সনদ ছহীহ।
৩২. নাসাঈ হা/৩১১০-১২; মিশকাত হা/৩৮২৮, সনদ ছহীহ।
৩৩. বুখারী হা/১২৫১; মুসলিম হা/২৬৩২; মিশকাত হা/১৭২৯।
৩৪. মুসলিম হা/২৬৩২; মিশকাত হা/১৭৩০।
৩৫. মুসলিম হা/২৬৩৫; মিশকাত হা/১৭৫২।

সে বাক্যটি দু'বার বলল, তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, দু'জন পাঠালেও, দু'জন পাঠালেও দু'জন পাঠালেও।[৩৬]

অন্য হাদীছে এসেছে, কুররা আল-মুযানী হ'তে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসত এবং তার সাথে তার একটি ছেলেও থাকত। একদিন নবী করীম (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তাকে (ছেলেকে) ভালবাস? সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র পর আপনাকে ভালবাসার মতই আমি তাকে ভালবাসি। অতঃপর একদিন নবী করীম (ছাঃ) ছেলেটিকে দেখতে পেলেন না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, অমুকের ছেলেটি কোথায় গেল? ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সে মারা গেছে। তখন তার পিতাকে রাসূল (ছাঃ) বললেন, أَمَا تُحِبُّ أَنْ لاَّ تَأْتِيَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلاَّ وَجَدْتَهُ يَنْتَظِرُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَهُ خَاصَّةً أَمْ لِكُلِّنَا قَالَ بَلْ لِكُلِّكُمْ– 'ওহে তুমি কি এটা ভালবাস না যে, তুমি জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে যাও না কেন, সেখানে তাকে (ছেলেকে) তোমার জন্য অপেক্ষা করতে দেখবে? এসময় এক ব্যক্তি বলল, এই সুযোগ শুধু তার জন্য, না আমাদের সকলের জন্য? রাসূল (ছাঃ) বললেন, বরং তোমাদের সকলের জন্য'।[৩৭] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِيْ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ مَاذَا قَالَ عَبْدِيْ فَيَقُوْلُوْنَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُوْلُ اللهُ ابْنُوْا لِعَبْدِيْ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ–

'যখন কোন বান্দার সন্তান মারা যায়, আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফিরিশতাদের বলেন, তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানকে উঠিয়ে নিলে? তারা বলেন, হ্যাঁ। আল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি তার অন্তরের ধনকে কেড়ে নিলে? তারা বলেন, হ্যাঁ। আল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করেন, তখন তারা কি বলল? ফিরিশতারা বলেন, তখন তারা বলল, الْحَمْدُ لِلّٰهِ এবং إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ কর এবং তার নাম রাখ বায়তুল হাম্দ'।[৩৮]

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেছেন, مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوْتُ لَهُمَا ثَلاَثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُمَا الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ– 'কোন মুসলমানের সন্তান যুবক হওয়ার পূর্বে মারা গেলে আল্লাহ তার বিশেষ রহমতের মাধ্যমে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন'।[৩৯]

(খ) বিপদে ধৈর্যধারণ :

বিপদে ছবর করা অত্যন্ত কঠিন। অথচ বিপদে ধৈর্যধারণ করাই প্রকৃত ধৈর্য। এর পুরস্কারও অগণিত। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

عَجَبٌ لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ حَمِدَ اللهَ وَشَكَرَ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيْبَةٌ حَمِدَ اللهَ وَصَبَرَ، فَالْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِيْ كُلِّ أَمْرِهِ حَتَّى يُؤْجَرَ فِيْ اللُّقْمَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى فِيْ امْرَأَتِهِ–

'মুমিনদের বিষয় আশ্চর্যজনক, যদি তার প্রতি কোন কল্যাণ বর্তায় সে আল্লাহ্র প্রশংসা করে ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করে। আর যদি কোন বিপদ আপতিত হয়, তবুও সে আল্লাহ্র প্রশংসা করে এবং ধৈর্যধারণ করে। সুতরাং মুমিন তার প্রত্যেক কাজেই নেকী অর্জন করে। এমনকি স্ত্রীর মুখে খাদ্যের লোকমা তুলে দিলেও নেকী পায়'।[৪০]

(গ) রোগ-ব্যাধিতে ধৈর্যধারণ :

অসুখ-বিসুখে ধৈর্যধারণ করলে অশেষ ছওয়াব লাভ করা যায় এবং গোনাহসমূহ আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। উম্মুল 'আলা (রাঃ) বলেন, আমি একদা অসুস্থ হ'লে নবী করীম (ছাঃ) আমাকে দেখার জন্য আসলেন এবং বললেন, أَبْشِرِيْ يَا أُمَّ الْعَلَاءِ فَإِنَّ مَرَضَ الْمُسْلِمِ يُذْهِبُ اللهُ بِهِ خَطَايَاهُ كَمَا تُذْهِبُ النَّارُ خَبَثَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ– 'হে উম্মুল 'আলা! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। কেননা কোন মুসলিম অসুস্থ হ'লে আল্লাহ তার দ্বারা তার গুনাহ দূর করে দেন যেমন আগুন সোনা-রূপার মরিচা দূর করে দেয়'।[৪১]

অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উম্মু সায়েব অথবা উম্মুল মুসাইয়েতের নিকটে প্রবেশ করে বললেন, হে সায়েব বা মুসাইয়েবের মা! তোমার কি হয়েছে, কাঁপছ কেন? তিনি বললেন, জ্বর হয়েছে, আল্লাহ তার ভাল না করুন। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, لاَ تَسُبِّي الْحُمَّى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِيْ آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ– 'জ্বরকে গালি দিও না। কারণ সে আদম সন্তানের গোনাহ সমূহকে দূর করে দেয়, যেমন হাপর লোহার মরিচা দূর করে'।[৪২]

বান্দাকে অসুখ দিয়ে আল্লাহ তার গোনাহ মাফের ব্যবস্থা করেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, انَّ اللهَ لَيَبْتَلِيَ عَبْدَهُ بِالسَّقْمِ حَتَّى يُكَفِّرَ عَنْهُ ذَلِكَ كُلَّ ذَنْبٍ– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাকে অসুখ দিয়ে পরীক্ষা করেন। এভাবে আল্লাহ তার সমস্ত গুনাহ

৩৬. *বুখারী হা/৭৩১০; মুসলিম হা/২৬৩৩; মিশকাত হা/১৭৫৩।*
৩৭. *আহমাদ, মিশকাত হা/১৭৫৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৪১৬।*
৩৮. *তিরমিযী হা/১০২১, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪০৮।*
৩৯. *বুখারী হা/১০২; মুসলিম হা/২৬৩৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩০৬।*
৪০. *বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১৭৩৩; ছহীহুল জামে' হা/৩৯৮৬।*
৪১. *আবু দাউদ হা/৩০৯২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩২১৪/৭১৪।*
৪২. *মুসলিম হা/২৫৭৫।*

মুছে দেন'।[৪৩]

বিপদগ্রস্ত কোন মুমিন ভাইকে সান্ত্বনা দিলে অশেষ ছওয়াব অর্জিত হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّيْ أَخَاهُ بِمُصِيْبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ– 'কোন মুমিন যদি কোন বিপদগ্রস্ত মুমিনকে সান্ত্বনা দেয়, তাহ'লে আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন সম্মানিত পোশাক পরাবেন'।[৪৪]

উল্লেখ্য যে, বিপদের প্রথম অবস্থাতেই ধৈর্যধারণ করতে হবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, ابْنَ آدَمَ إِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُوْلَى لَمْ أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةِ– 'হে আদম সন্তান! যদি তুমি বিপদের প্রথমেই ধৈর্যধারণ কর এবং নেকীর আশা রাখ, তাহ'লে আমি তোমার জন্য জান্নাত ব্যতীত কোন নেকীতে সন্তুষ্ট হব না'।[৪৫]

(ঘ) চোখ হারিয়ে ধৈর্যধারণ :

মানুষের শরীরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ চোখ। এ চোখ বিনষ্ট হ'লে কিংবা এতে দৃষ্টি শক্তি না থাকলে মানুষ দুনিয়ার কোন কিছুই দেখতে পায় না। পার্থক্য করতে পারে না ভাল-মন্দ। কাজেই এ চোখ মানুষের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত এক অনুপম নে'মত। এ চোখ কারো বিনষ্ট হ'লে এবং সে ধৈর্যধারণ করলে আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, قَالَ اللهُ تَعَالَى إِذَا قَبَضْتُ مِنْ عَبْدِيْ كَرِيْمَتَهُ وَهُوَ بِهَا ضَنِيْنٌ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةِ– 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আমার বান্দা থেকে তার সম্মানিত বস্তু তথা চোখ কেড়ে নিলে যদি সে তাতে ধৈর্যধারণ করে, তাহ'লে আমি তাকে একমাত্র জান্নাত দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু প্রদানে সন্তুষ্ট নই'।[৪৬]

২০. আল্লাহ্র নাম মুখস্থ করা :

নবী করীম জান্নাত লাভের জন্য আল্লাহ্র নামসমূহ মুখস্থ করার কথা বলেছেন। তিনি বলেন, لِلّٰهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ اسْمًا مِائَةً إِلاَّ وَاحِدَةً لاَ يَحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ– 'আল্লাহ্র নিরানব্বইটি এক কম একশতটি নাম রয়েছে। যে তা মুখস্থ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[৪৭]

২১. উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া :

চরিত্রবান লোক সকলের নিকটে সম্মানিত ও সমাদৃত। তিনিই সর্বোত্তম ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ مِنْ أَخْيَرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا 'তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম, যার স্বভাব-চরিত্র উত্তম'।[৪৮] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا 'পূর্ণ মুমিন সে, যার চরিত্র উত্তম'।[৪৯] তিনি আরো বলেন, إِنَّ أَثْقَلَ شَيْئٍ يُوْضَعُ فِيْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ. 'ক্বিয়ামতের দিন মুমিনের দাঁড়িপাল্লায় যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশী ভারি হবে তা হচ্ছে উত্তম চরিত্র'।[৫০]

উত্তম চরিত্রের অধিকারী লোকই অধিক হারে জান্নাতে প্রবেশ করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَتَدْرُوْنَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ فَقَالَ تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ، أَتَدْرُوْنَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ– 'তোমরা কি জান কোন জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশী জান্নাতে প্রবেশ করায়? তা হচ্ছে আল্লাহ্র ভয় বা তাক্বওয়া ও উত্তম চরিত্র। তোমরা কি জান মানুষকে সবচেয়ে বেশী জাহান্নামে প্রবেশ করায় কোন জিনিস? একটি হচ্ছে মুখ ও অপরটি লজ্জাস্থান'।[৫১]

[ক্রমশঃ]

---

৪৩. মুস্তাদরাক হাকেম হা/১২৮৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৯৩।
৪৪. ইবনু মাজাহ হা/১৬০১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩০৫/১৯৫; ইরওয়া হা/৭৬৪।
৪৫. ইবনু মাজাহ হা/১৫৯৭; মিশকাত হা/১৭৫৮; ছহীহুল জামে' হা/৮১৪৩।
৪৬. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২৯২০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০১০।
৪৭. বুখারী হা/৬৪১০; মুসলিম হা/২৬৭৭; মিশকাত হা/২২৮৭।
৪৮. বুখারী হা/৩৫৫৯।
৪৯. আবুদাঊদ হা/৪৬৮২; তিরমিযী হা/১১৬২;মিশকাত হা/৫১০১; সনদ হাসান ছহীহ।
৫০. তিরমিযী হা/২০০২; মিশকাত হা/৫০৮১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৭৬; সনদ হাসান।
৫১. তিরমিযী হা/২০০৪; ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৬; মিশকাত হা/৪৬২১, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৭৭।

ছাদাক্বায়ে জারিয়ায় অংশগ্রহণ করুন

আসন্ন হজ্জ মওসুমে ঢাকাস্থ হজ্জ ক্যাম্পে হজ্জ যাত্রী ভাই-বোনদের মাঝে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** রচিত 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' ও 'হজ্জ ও ওমরাহ' বই ফ্রী বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত মহতী উদ্যোগে অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহী ভাই-বোনদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো যাচ্ছে। প্রতি সেট বই ১০০ টাকা এবং একশ' সেট ১০,০০০ টাকা হিসাবে যত সেট দিতে ইচ্ছুক নিম্নোক্ত একাউন্টে প্রেরণ করে নিম্নোক্ত নম্বরে অবহিত করুন। এছাড়া সরাসরি বা বিকাশের মাধ্যমেও টাকা প্রেরণ করতে পারেন।

যোগাযোগ : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৯১৫-০১২৩০৭, ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০।

ব্যাংক একাউন্ট নম্বর : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় বিভাগ, হিসাব নং- ০০৭১০২০০১০৪৭৩, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।

বিকাশ নম্বর : ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০।

প্রচারে : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি

*মূল : মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ**

*অনুবাদ : আব্দুল মালেক***

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

(১৪) সরাসরি ভুলকারীর নাম না বলে আমভাবে বলা :

আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُوْنَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِيْ صَلاَتِهِمْ. فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِيْ ذَلِكَ حَتَّى قَالَ : لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ– 'লোকদের কি হ'ল যে তারা তাদের ছালাতে আকাশ পানে চোখ তুলে তাকায়। এ ক্ষেত্রে তাঁর কথা এতটা চড়া হয়ে দাঁড়ায় যে, তিনি বলেন, হয় তারা এরূপ করা থেকে বিরত হবে, নয় তাদের চোখ উপড়ে ফেলা হবে'।[১]

আয়েশা (রাঃ) যখন বারীরা নামক দাসীকে কেনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন তখন তার মালিক পক্ষ মৃত্যুর পর বারীরার সম্পত্তি তারা পাবে- এতদশর্ত জুড়ে দিয়ে বেচতে রাযী হয়েছিল। নবী করীম (ছাঃ) এ কথা জানতে পেরে জনতার মধ্যে ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে যান। তিনি প্রথমে আল্লাহ্র গুণাবলী ও প্রশংসা বর্ণনা করেন। তারপর বলেন, কিছু লোকের কি হ'ল যে, তারা এমন সব শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহ্র কিতাবে নেই? যে শর্ত আল্লাহ্র কিতাবে নেই তা সর্বতোভাবে বাতিল, চাই তার সংখ্যা একশ' পর্যন্ত হোক না কেন। আল্লাহ্র ফায়ছালাই চূড়ান্তভাবে ন্যায্য এবং আল্লাহ্র শর্তই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। দাসের মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি সেই পাবে যে তাকে মুক্ত করে দিয়েছে।[২]

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

صَنَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيْهِ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُوْنَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ، فَوَاللهِ إِنِّيْ لأَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً–

'নবী করীম (ছাঃ) একটা কিছু বানালেন এবং অন্যদেরও তা করার অবকাশ দিলেন। কিন্তু কিছু লোক তা করা থেকে দূরে থাকল। নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এ খবর যখন পৌঁছল তখন তিনি ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি আল্লাহ্র প্রশংসার পর বললেন, কিছু লোকের হ'ল কি? তারা এমন জিনিস থেকে বিরত থাকে, যা আমি করেছি। আল্লাহ্র কসম! আমি আল্লাহকে তাদের থেকে বেশী জানি এবং তাদের থেকে অনেক বেশী তাকে ভয় করি'।[৩]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِيْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِيْ وَجْهِهِ فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا. وَوَصَفَ الْقَاسِمُ فَتَفَلَ فِيْ ثَوْبِهِ ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ–

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে কিবলার দিকে কফ জড়িয়ে থাকতে দেখতে পেলেন। তিনি লোকদের সামনে মুখোমুখি হয়ে বললেন, তোমাদের কোন একজনের কি হ'ল যে, সে তার মালিককে সামনে করে দাঁড়ায় এবং তার সামনে কফ ফেলে। তোমাদের কাউকে সামনে দাঁড় করিয়ে তার মুখে কফ ফেললে সে কি তা ভাল মনে করবে? তোমরা কেউ যখন কফ ফেলবে তখন যেন সে তার বাম দিকে অথবা তার পায়ের তলায় ফেলে। আর যদি তা সম্ভব না হয় তাহ'লে এমনটা করবে। বর্ণনাকারী কাসেম হাতে-কলমে তা দেখিয়ে দিয়ে বলেন, তিনি তার কাপড়ে থুথু ফেললেন। তারপর কাপড়ের একাংশ দ্বারা অন্য অংশ মর্দন করলেন'।[৪]

নাসাঈ তার সুনানে নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন,

أَنَّهُ صَلَّى صَلاَةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ الرُّوْمَ فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُصَلُّوْنَ مَعَنَا لاَ يُحْسِنُوْنَ الطُّهُوْرَ فَإِنَّمَا يَلْبِسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ أُوْلَئِكَ–

'একদিন তিনি ফজর ছালাত আদায় করছিলেন। ছালাতে সূরা রূম পড়তে গিয়ে পড়া এলোমেলো হয়ে যায়। ছালাত শেষ করে তিনি বলেন, লোকদের কি হ'ল যে, তারা আমাদের সাথে ছালাতে শরীক হয় অথচ ভাল করে পবিত্রতা অর্জন (ওযূ-গোসল) করে না। ফলে তার কারণে কুরআন পড়তে আমাদের গোলমাল হয়ে যায়'।[৫]

এ হাদীছের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তবে আব্দুল মালেক বিন উমায়ের সম্পর্কে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেছেন, তিনি নির্ভরযোগ্য বিদ্বান নন। তার স্মৃতি বিকৃতি ঘটেছিল, কখনো কখনো তিনি তাদলীস করতেন। (স্বীয় শিক্ষকের নাম গোপন করে অন্যের নাম বলতেন)। এ হাদীছ ইমাম আহমাদ আবু রাওহ আল-কিলাঈ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ছালাতে

** সঊদী আরবের প্রখ্যাত আলেম ও দাঈ।*

*** সিনিয়র শিক্ষক, হরিণাকুণ্ড সরকারী বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।*

১. *বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৭৫০।*

২. *ইমাম বুখারী তাঁর ছহীহের একাধিক স্থানে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। ফাৎহ হা/৫৬৩৬।*

৩. *বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৬১০১।*

৪. *মুসলিম হা/৫৫০।*

৫. *নাসাঈ হা/৯৪৭; মিশকাত হা/২৯৫, সনদ যঈফ।*

আমাদের ইমামতি করেন। তাতে তিনি সূরা রূম পড়েন। কিন্তু কিছু জায়গায় তাঁর পড়া এলোমেলো বা বাধাগ্রস্ত হয়। (ছালাত শেষে) তিনি বলেন, শয়তানই আমাদের কিরা'আত পাঠে বাধা সৃষ্টি করেছে। এর কারণ- কিছু লোক ভালমত ওযূ না করে ছালাতে আসে। সুতরাং তোমরা যখন ছালাতে আসবে তখন ভালভাবে ওযূ করে আসবে।

অনুরূপভাবে তিনি শু'বার বরাতে আব্দুল মালেক বিন উমায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আবু রাওহ শাবীবকে বলতে শুনেছি, তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর জনৈক ছাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ফজর ছালাত আদায় করছিলেন, তাতে তিনি সূরা রূম পড়েন। কিন্তু সূরা পড়তে তাঁর উলটপালট হয়ে যায়।

এছাড়াও ইমাম আহমাদ (রহঃ) যায়েদা ও সুফিয়ানের সনদে আব্দুল মালেক থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।[৬]

এরূপ উদাহরণ আরো অনেক আছে। এখানে ভুলের শিকার লোকদের অপমান না করার উদ্দেশ্যে এভাবে বলা হয়েছে। আসলে ভুলকারীর নাম সরাসরি না বলে পরোক্ষভাবে বলায় কিছু উপকারিতা রয়েছে। যেমন-

(ক) ভুলকারীকে নাম ধরে নিষেধ করলে তার মনে ব্যক্তিগত প্রতিশোধের ইচ্ছা জেগে ওঠে, কিন্তু নাম না নেওয়ায় তা হয় না। ভুলকারী নেতিবাচক কাজের পুনরাবৃত্তি থেকে দূরে থাকবে।

(খ) এভাবে বলায় মানব মনে গাঢ় প্রভাব পড়ে এবং সে কথা মেনে নিতে বেশী তৎপর হয়।

(গ) লোক সমাজে ভুলকারীর নাম গোপন থাকে।

(ঘ) প্রশিক্ষণদাতার মর্যাদা বেড়ে যায় এবং ভুলকারীর সঙ্গে হিতাকাঙ্ক্ষী প্রশিক্ষকের মুহাব্বত গভীর হয়।

নামোল্লেখ না করে পরোক্ষভাবে বলার ক্ষেত্রে একটা সতর্কতার ব্যাপারও রয়েছে। ভুলকারীকে নামোল্লেখের মাধ্যমে অপমান-অপদস্থ না করে পরোক্ষভাবে শারঈ হুকুম তখনই কার্যকরী হবে, যখন তার ভুলের বিষয়টি অধিকাংশ মানুষের কাছে গোপন থাকবে। কিন্তু যখন তার ভুল বা অপরাধ সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষ জ্ঞাত এবং সেও তা জানে সেক্ষেত্রে জনগণের সামনে পরোক্ষভাবে বললেও তা তার জন্য আরও বেশী লজ্জাকর ও ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়াবে। এমনকি তার জীবনের গণ্ডিও সংকীর্ণ হয়ে পড়তে পারে। এমতাবস্থায় এমন কামনাও হ'তে পারে যে, তাকে পরোক্ষভাবে না বলে যদি সামনাসামনি একান্তে বলা হ'ত তাহ'লে তা কতই না ভাল হ'ত। আসলে প্রভাবক সমূহের মাঝে তারতম্য থাকে। যেমন- (১) কে কথা বলছে? (২) কাদের সামনে কথা বলা হচ্ছে? (৩) কথাগুলো কি জোশ ও ভীতির সুরে বলা হচ্ছে, না উপদেশের সুরে বলা হচ্ছে?

অতএব পরোক্ষ পদ্ধতি ভুলকারী ও অন্যদের জন্য তখনই উপকারী হবে, যখন তা কৌশল ও প্রজ্ঞার সাথে প্রয়োগ করা হবে।

(১৫) জনসাধারণকে ভুলকারীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা :

এ পদক্ষেপ কেবলই নির্দিষ্ট অবস্থা ও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। খুব সূক্ষ্মভাবে মেপেজোখে এরূপ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, যাতে কোন রকম বিরূপ প্রতিক্রিয়া না দেখা দেয়। নিচে এ পন্থা সংক্রান্ত নবী করীম (ছাঃ)-এর উদাহরণ তুলে ধরা হ'ল।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَشْكُو جَارَهُ فَقَالَ اذْهَبْ فَاصْبِرْ. فَأَتَاهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا فَقَالَ : اذْهَبْ فَاطْرَحْ مَتَاعَكَ فِى الطَّرِيْقِ. فَطَرَحَ مَتَاعَهُ فِى الطَّرِيْقِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَهُ فَيُخْبِرُهُمْ خَبَرَهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْعَنُوْنَهُ فَعَلَ اللهُ به وَفَعَلَ وَفَعَلَ فَجَاءَ إِلَيْهِ جَارُهُ فَقَالَ لَهُ ارْجِعْ لاَ تَرَى مِنِّى شَيْئًا تَكْرَهُهُ–

'এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দিল। তিনি তাকে বললেন, যাও, ছবর কর। এভাবে সে দু'বার কিংবা তিনবার এল। পরের বার তিনি বললেন, তোমার মাল রাস্তার উপর ফেলে রাখ। ফলে সে তার মালপত্র রাস্তার উপর ফেলে রাখল। লোকেরা এ দেখে তাকে জিজ্ঞেস করতে লাগল। তখন সে তাদেরকে তার দূরবস্থার কথা জানিয়ে দিল। ফলে লোকেরা ঐ প্রতিবেশীকে অভিশাপ দিতে লাগল- আল্লাহ তার এ করুক, তা করুক ইত্যাদি। তখন তার প্রতিবেশী তার কাছে এসে বলল, তুমি ফিরে যাও, এখন থেকে তুমি আমার থেকে অশোভন কোন আচরণ দেখতে পাবে না'।[৭]

(১৬) ভুলকারীর বিরুদ্ধে শয়তানকে সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকা :

ওমর বিনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللهِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ جَلَدَهُ فِى الشَّرَابِ، فَأُتِىَ به يَوْمًا فَأَمَرَ به فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى به. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لاَ تَلْعَنُوهُ، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ–

৬. *মুসনাদে আহমাদ ৩/৪৭৩।*

৭. *আবুদাঊদ, হা/৫১৫৩; 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'প্রতিবেশীর অধিকার' অনুচ্ছেদ, ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪২৯২।*

Contents

'নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগে আব্দুল্লাহ নামে এক লোক ছিল। তার উপাধি ছিল হিমার বা গাধা। সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হাসাত। মদ পানের অভিযোগে রাসূল (ছাঃ) তাকে চাবুক মেরেছিলেন। (মদ পানের জন্য) একদিন তাকে তাঁর নিকটে ধরে আনা হয়। তিনি তাকে শাস্তি দানের নির্দেশ দেন। তাকে চাবুক মারা হ'ল। অতঃপর উপস্থিত একজন বলল, হে আল্লাহ! তার পক্ষে যতটা সম্ভব তার থেকেও বেশী অভিশাপ তুমি তার উপর বর্ষণ কর। নবী করীম (ছাঃ) তখন বললেন, তোমরা তাকে অভিশাপ দিও না। আল্লাহ্র কসম! আমার জানা মতে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে'।[৮]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أُتِىَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِسَكْرَانَ، فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ، فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِيَدِهِ، وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِنَعْلِهِ، وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ مَالَهُ أَخْزَاهُ اللهُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ تَكُوْنُوْا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيْكُمْ-

'নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট একজন নেশাগ্রস্তকে হাযির করা হ'ল। তিনি তাকে আঘাত করতে নির্দেশ দিলেন। তখন আমাদের কেউ তাকে হাত দিয়ে মারল, কেউ চটি দিয়ে মারল, কেউবা তার কাপড় দিয়ে মারল। মার খেয়ে লোকটা যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন একজন লোক বলে উঠল, তার কি হয়েছে? আল্লাহ তাকে অপদস্থ করুন। তার কথায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের বিরুদ্ধে শয়তানের সহযোগী হয়ো না'।[৯] আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে আরও বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

أُتِىَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ قَالَ : اضْرِبُوْهُ. قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَخْزَاكَ اللهُ. قَالَ : لاَ تَقُوْلُوْا هَكَذَا لاَ تُعِيْنُوْا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ-

'নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তিকে হাযির করা হ'ল। সে মদ পান করেছিল। তিনি বললেন, তোমরা তাকে মারো। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, তখন আমাদের কেউ তার হাত দিয়ে তাকে মারল, কেউ তার চটি দিয়ে মারল, কেউবা তার কাপড় দিয়ে মারল। মার খেয়ে লোকটা যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন উপস্থিত জনতার একজন বলল, আল্লাহ তোমাকে অপদস্থ করুন। তার কথায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা এমনভাবে বল না। তার বিরুদ্ধে তোমরা শয়তানকে সাহায্য করো না'।[১০]

অন্য বর্ণনায় আছে,

ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ بَكِّتُوْهُ. فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ يَقُوْلُوْنَ مَا اتَّقَيْتَ اللهَ مَا خَشِيتَ اللهَ وَمَا اسْتَحْيَيْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَرْسَلُوْهُ وَقَالَ فِى آخِرِهِ وَلَكِنْ قُوْلُوا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. وَبَعْضُهُمْ يَزِيْدُ الْكَلِمَةَ وَنَحْوَهَا-

'তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর ছাহাবীদের বললেন, তোমরা তাকে তিরস্কার করো। তখন ছাহাবীগণ তাকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, 'তুমি আল্লাহকে ভয় করনি', 'তোমার আল্লাহ্র ভয় নেই' 'আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি তোমার শরম নেই'। তারপর তারা তাকে ছেড়ে দিল। বর্ণনার শেষে তিনি বলছিলেন, তোমরা বরং বল 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা করো, তুমি তার উপর দয়া করো। বর্ণনাকারীদের কেউ কেউ এমনতর কিছু শব্দ বেশীও বলেছেন'।[১১]

অন্য বর্ণনায় আছে, فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَخْزَاكَ اللهُ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ تَقُوْلُوْا هَكَذَا لاَ تُعِيْنُوْا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ وَلَكِنْ قُوْلُوْا رَحِمَكَ اللهُ 'লোকটা যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন একজন লোক বলে উঠল, আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করুন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এভাবে বলো না! তার বিরুদ্ধে শয়তানকে সহযোগিতা করো না; বরং তোমরা বলবে, আল্লাহ তোমার উপর দয়া করুন'।[১২]

উক্ত বর্ণনাগুলোর সমষ্টিগত অর্থ থেকে বুঝা যায়, মুসলমান যতই পাপ করুক তার মধ্যে ইসলামের শিকড় থেকে যায় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসার শিকড়ও থেকে যায়। সুতরাং তাকে ইসলাম থেকে খারিজ বলা যাবে না, তার বিরুদ্ধে এমন কোন দো'আ করা যাবে না যাতে শয়তানের সহযোগিতা করা হয়। বরং তার জন্য হেদায়াত, মাগফিরাত ও রহমতের দো'আ করতে হবে।

(১৭) ভুল কাজ বন্ধ করতে বলা :

ভুলকারী যাতে বারবার ভুল কাজ না করতে থাকে, সেজন্য তাকে ভুল কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাতে মন্দের পরিসর যেমন বাড়বে না, তেমনি কালবিলম্ব না করে মন্দের নিষেধ করাও হবে।

ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি শপথ করতে গিয়ে বলেন, لاَ وَأَبِى فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَهْ إِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِشَىْءٍ دُوْنَ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ- 'আমার পিতার কসম!

৮. *বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৬৭৮০।*
৯. *বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৬৭৮১।*
১০. *বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৬৭৭৭।*
১১. *আবুদাঊদ, হা/৪৪৭৮, 'দণ্ডবিধি' অধ্যায়, 'মদ পানের দণ্ড' অনুচ্ছেদ; আলবানী এটিকে ছহীহ বলেছেন, ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৭৫৯।*
১২. *আহমাদ হা/৭৯৭৩, আহমাদ শাকের বলেছেন, হাদীছটির সনদ ছহীহ।*

এটা হবার নয়। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, (ওমর) থামো। যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নামে শপথ করে, সে নিশ্চিত শিরক করে'।[১৩] আবুদাঊদ তাঁর সুনান গ্রন্থে আব্দুল্লাহ বিন বুসর (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ– 'জুম'আর দিনে এক লোক (মসজিদের মধ্যে) মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে পা ফেলতে ফেলতে এগিয়ে আসছিল। নবী করীম (ছাঃ) তখন খুৎবা দিচ্ছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি বসে পড়। কেননা তুমি ইতিমধ্যে লোকদের কষ্ট দিয়ে ফেলেছ'।[১৪]

ইমাম তিরমিযী ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, تَجَشَّأَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ كُفَّ عَنَّا جُشَاءَكَ فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ شِبَعًا فِى الدُّنْيَا أَطْوَلُهُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ– 'এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর সন্নিকটে (খেয়ে-দেয়ে) ঢেকুর তুলছিল। তখন তিনি তাকে বললেন, আমাদের থেকে তোমার ঢেকুর তোলা থামাও। কেননা দুনিয়াতে যারা যত বেশী পেট পুরে খাবে ক্বিয়ামতের দিন তাদের তত বেশী ক্ষুধার্ত থাকতে হবে'।[১৫] এই হাদীছগুলোতে ভুলকারীকে তার ভুল কাজ থেকে বিরত থাকতে সরাসরি বলা হয়েছে।

(১৮) ভুলকারীকে তার ভুল সংশোধন করতে বলার নির্দেশ দেওয়া :

নবী করীম (ছাঃ) নানাভাবে এ কাজ করেছেন। যেমন-

(ক) ভুলকারীর দৃষ্টি তার ভুলের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া, যাতে সে নিজেই তার ভুল শুধরে নিতে পারে। এর উদাহরণ আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ। একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলেন,

فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرَأَى رَجُلاً جَالِساً وَسَطَ الْمَسْجِدِ مُشَبِّكاً بَيْنَ أَصَابِعِهِ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَفْطِنْ قَالَ : فَالْتَفَتَ إِلَى أَبِىْ سَعِيدٍ فَقَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّ التَّشْبِيكَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَزَالُ فِىْ صَلاَةٍ مَا دَامَ فِى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ–

'এমন সময় নবী করীম (ছাঃ) মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন, এক ব্যক্তি মসজিদের মাঝ বরাবর বসে আছে। সে তার দু'হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পরের মধ্যে ঢুকিয়ে আপন মনে কথা বলছে। নবী করীম (ছাঃ) তার এ কাজের প্রতি ইশারা করলেন। কিন্তু সে বুঝতে পারল না। তখন তিনি আবু সাঈদের দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে বললেন, তোমাদের কেউ যখন ছালাত আদায় করবে তখন যেন সে তার আঙ্গুলগুলোর মধ্যে কখনই আঙ্গুল না ঢুকায়। কেননা আঙ্গুলের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকানো শয়তানের কাজ। অবশ্যই তোমাদের যে কোন লোক যতক্ষণ মসজিদে থাকবে ততক্ষণ সে ছালাতে রত বলে গণ্য হবে, যে পর্যন্ত না সে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাবে'।[১৬]

(খ) সম্ভব হ'লে কাজটিকে পুনরায় সঠিক পদ্ধতিতে করতে বলা : আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদের এক কোণে বসা ছিলেন। এমন সময় এক লোক মসজিদে ঢুকে ছালাত আদায় করল। তারপর সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সালাম দিল। তিনি বললেন, তুমি (তোমার জায়গায়) ফিরে গিয়ে পুনরায় ছালাত আদায় কর। কেননা তোমার ছালাত আদায় হয়নি। সে ফিরে গিয়ে ছালাত আদায় করল। আবার এসে সে সালাম দিল। তিনি বললেন, তোমার উপরও সালাম, তুমি ফিরে গিয়ে ছালাত আদায় কর। কেননা তোমার ছালাত হয়নি। সে দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয়বারে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন, যখন তুমি ছালাতে দাঁড়াবে তখন (তার আগে) ভালমত ওযূ করবে। তারপর কিবলামুখী হয়ে তাকবীর বলবে, তারপর তোমার পক্ষে কুরআন থেকে যতটুকু সহজ হয় ততটুকু পড়বে, তারপর রুকূ করবে, রুকূতে ধীরস্থির ও প্রশান্ত অবস্থায় থাকবে। তারপর মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে; তারপর সিজদা করবে এবং ধীরস্থির ও প্রশান্ত অবস্থায় থাকবে। অতঃপর মাথা তুলে স্থির হয়ে বসবে, পরে স্থির হয়ে আরেকটি সিজদা করবে, তারপর মাথা তুলে স্থির হয়ে বসবে। তোমার সমস্ত ছালাতে তুমি এভাবে করবে'।[১৭]

লক্ষ্যণীয় :

নবী করীম (ছাঃ) তাঁর আশপাশের লোকদের কার্যাবলী ভালভাবে লক্ষ্য করতেন। তাদেরকে শিক্ষা দান ও ভুল শুধরে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি এসব করতেন। এ সম্পর্কে নাসাঈর বর্ণনায় এসেছে, أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْمُقُهُ وَنَحْنُ لاَ نَشْعُرُ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ– 'এক ব্যক্তি মসজিদে ঢুকে ছালাত আদায় শুরু করল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে লক্ষ্য করছিলেন, কিন্তু আমরা তা বুঝতে পারিনি। লোকটার যখন ছালাত শেষ হ'ল তখন সে এগিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সালাম দিল। তিনি তাকে বললেন, তুমি ফিরে গিয়ে ছালাত আদায় কর। কেননা তোমার ছালাত আদায় হয়নি'...।[১৮]

১৩. *আহমাদ হা/৩২৯, আহমাদ শাকের বলেন, হাদীছটির সনদ ছহীহ।*
১৪. *আবুদাঊদ হা/১১১৮, সনদ ছহীহ।*
১৫. *তিরমিযী হা/২৪৭৮, সনদ হাসান; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৪৩।*
১৬. *আহমাদ হা/১১৫৩০, সনদ যঈফ।*
১৭. *বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৬২৫১।*
১৮. *নাসাঈ হা/১৩১৩, হাসান ছহীহ।*

Contents

আসলে সঙ্গী-সাথীদের কাজের তদারকি বা দেখভাল করা অভিভাবকের অন্যতম গুণ।

ভুলকারীর কাজ পুনরায় করতে বলা শিক্ষাদানের একটি কৌশল। হয়তো সে তার ভুল ধরতে পেরে নিজ থেকে ভুল শুধরে নিবে। বিশেষ করে যখন ভুলটা হবে স্পষ্ট- যা বলার অপেক্ষা রাখে না। অবশ্য অনেক সময় স্মৃতি থেকে হারিয়ে যেতে পারে, ফলে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হ'তে পারে।

ভুলকারী যখন নিজের ভুল না ধরতে পারে তখন বিস্তারিত বর্ণনার মাধ্যমে সঠিক পদ্ধতি তুলে ধরা আবশ্যিক।

যখন কোন ব্যক্তি জানার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে আবেদন জানায় এবং গভীরভাবে মনোনিবেশ করে, তখন তাকে শিক্ষাদান প্রথম থেকে কোন আগ্রহ প্রকাশ ও আবেদন জানানো ছাড়াই শিক্ষাদানের তুলনায় তার মস্তিষ্কে অনেক বেশী ক্রিয়া করে এবং দীর্ঘ দিন তা মনে থাকে।

শিক্ষাদান পদ্ধতি আসলে অনেক রকম। স্থান-কাল-পাত্র বুঝে শিক্ষক তা প্রয়োগ করবেন।

ভুল কাজকে সঠিক পন্থায় পুনরায় করতে বলার আরেকটি উদাহরণ ছহীহ মুসলিমে জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীছ। তিনি বলেন, أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلاً تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِه فَأَبْصَرَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوْءَكَ. فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى- 'ওমর বিনুল খাত্ত্বাব আমাকে জানিয়েছেন যে, এক লোক ওযূ করতে গিয়ে তার এক পায়ে নখ পরিমাণ জায়গা ধোয়া বাদ রেখে দেয়। নবী করীম (ছাঃ)-এর নযরে তা ধরা পড়ে। তিনি তা দেখে বললেন, তুমি পুনরায় ভাল করে ওযূ কর। লোকটা পুনরায় ওযূ করে এসে ছালাত আদায় করল'।[১৯]

উল্লিখিত ধারার তৃতীয় উদাহরণ তিরমিযী কর্তৃক তাঁর সুনানে বর্ণিত হাদীছ। কালদা বিন হাম্বল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَهُ بِلَبَنٍ وَلِبَإٍ وَضَغَابِيسَ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِأَعْلَى الْوَادِى قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أُسَلِّمْ وَلَمْ أَسْتَأْذِنْ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم ارْجِعْ فَقُلِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ-

'ছাফওয়ান বিন উমাইয়া তাকে দিয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট দুধ, পাইয়োসি (উর্দু يـوس) ও শশা পাঠান। নবী করীম (ছাঃ) তখন মক্কার উঁচু অঞ্চলে অবস্থান করছিলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁকে সালাম না দিয়ে এবং অনুমতি না নিয়ে ঢুকে পড়লাম। ফলে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, ফিরে যাও এবং বল, আস-সালামু আলাইকুম আ-আদখুল। (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি কি ভিতরে ঢুকতে পারি)'।[২০]

কাজের অনিয়মতান্ত্রিক ধারাকে যথাসম্ভব নিয়মতান্ত্রিক করতে বলা :

ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর ছহীহ গ্রন্থে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বরাতে নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ امْرَأَتِى خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاكْتُتِبْتُ فِى غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ : ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ- 'কোন পুরুষ যেন কোন মহিলার সাথে মাহরাম (বিবাহ হারাম এমন পুরুষদের সাথে রাখা) ব্যতীত নির্জনে দেখা-সাক্ষাৎ না করে। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো অমুক অমুক যুদ্ধের জন্য আমার নাম লিখিয়েছি, অথচ এ দিকে আমার স্ত্রী হজ্জের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছে। তিনি বললেন, তুমি ফিরে যাও এবং তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ কর'।[২১]

ভুলের প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার সংশোধন :

নাসাঈ তার সুনানে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّى جِئْتُ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَقَدْ تَرَكْتُ أَبَوَىَّ يَبْكِيَانِ. قَالَ : ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا- 'এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার কাছে হিজরতের শর্তে বায়'আত করতে এসেছি। কিন্তু আমি যখন আমার মাতা-পিতাকে ছেড়ে আসি তখন তারা কাঁদছিলেন। তিনি বললেন, তুমি তাদের কাছে ফিরে যাও এবং যেভাবে তাদের কাঁদিয়েছিলে সেভাবে তাদের হাসাও'।[২২]

ভুলের কাফফারা প্রদান :

যখন ভুল সংশোধনের উল্লিখিত বা অন্য কোন উপায় পাওয়া না যায়, তখন তা থেকে উদ্ধারের জন্য শরী'আতে কাফফারার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যার মাধ্যমে পাপের চিহ্ন মুছে যায়। যেমন শপথের কাফফারা, যিহারের কাফফারা, ভুলক্রমে হত্যার কাফফারা, রামাযানে দিবসে স্ত্রী সহবাসের কাফফারা ইত্যাদি।

(১৯) কেবল ভুলের স্থান/ক্ষেত্রটুকু বর্জন এবং বাকীটুকু গ্রহণ :

কখনো কখনো পুরো কথা কিংবা কাজ ভুল হয় না। তখন পুরো কাজ কিংবা কথাকে ভুল গণ্য না করে শুধুমাত্র ভুলটুকু নিষেধ করা হবে বুদ্ধিদীপ্ত। এর দৃষ্টান্ত ইমাম বুখারী তার

১৯. *মুসলিম হা/২৪৩।*

২০. *তিরমিযী হা/২৭১০; ছহীহ সুনান তিরমিযী হা/২১৮০।*

২১. *বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৫২৩৩।*

২২. *নাসাঈ হা/৪১৬৩, ছহীহ।*

ছহীহ গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। রুবাই বিনতু মুয়াওবিয (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ حِيْنَ بُنِىَ عَلَىَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِى كَمَجْلِسِكَ مِنِّى، فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِى يَوْمَ بَدْرٍ، إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِى غَدٍ. فَقَالَ : دَعِى هَذِهِ، وَقُولِى بِالَّذِى كُنْتِ تَقُولِينَ-

‘আমার স্বামী গৃহে যাত্রাকালে নবী করীম (ছাঃ) আমাদের ঘরে আসেন। তুমি এখন যেমন আমার কাছে বসে আছ তেমনি তিনি এসে আমার বিছানার উপর বসেন। তখন কিছু ছোট ছোট কিশোরী দফ বাজাতে থাকে এবং বদর যুদ্ধে আমাদের পূর্বপুরুষদের স্মরণে রচিত শোক গাথা গাইতে থাকে। তাদেরই মধ্যে একজন হঠাৎ করে বলে ওঠে, ‘মোদের মাঝে একজন নবী আছেন, যিনি কাল কি হবে তা জানেন’। তখন তিনি বললেন, তুমি এ কথা বলা বাদ দাও; আগে যা বলছিলে তাই বল’।[২৩]

তিরমিযীর বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, اسْكُتِى عَنْ هَذِهِ وَقُولِى الَّذِىْ كُنْتِ تَقُوْلِيْنَ قَبْلَهَا ‘এটা বলা থেকে চুপ থাক; আগে যা বলছিলে তা বল’। আবু ঈসা বলেন, এটি হাসান ছহীহ হাদীছ।[২৪]

ইবনু মাজার বর্ণনায় আছে, তিনি বললেন, أَمَّا هَذَا فَلاَ تَقُوْلُوْهُ مَا يَعْلَمُ مَا فِىْ غَـــدٍ إِلاَّ اللهُ ‘এই যে কথা বললে তোমরা তা আর বল না। আগামী দিন কি হবে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না’।[২৫]

সন্দেহ নেই যে, এমন ধারার নিষেধ ভুলকারীকে ন্যায় ও ইনছাফের সাথে বিষয়টি বিবেচনা করতে অনুপ্রাণিত করে। তাকে শুধরানোও এভাবে সহজ হয় এবং তার জন্য নিষেধকারীর নিষেধ মেনে নিতে প্রস্তুত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে অনেক নিষেধকারী ভুলকারীর উপর চরম রেগে যায়, ফলে সে ভুল-নির্ভুল, হক-বাতিল সবটাই ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তাতে ভুলকারী তার কথা যেমন মেনে নিতে চায় না তেমনি সে নিজকে শুধরাতে ও আগ্রহী হয় না।

কিছু ভুলকারী আছে যাদের উচ্চারিত মূল কথাটি সঠিক; কিন্তু যে উপলক্ষে তারা কথাটি বলছে তা সঠিক নয়। যেমন সূরা ফাতিহা পাঠ এমনিতে সঠিক। কিন্তু একজনের মৃত্যু উপলক্ষে কেউ সূরা ফাতিহা পড়তে বলল, আর অমনি উপস্থিত জনতা তা পড়তে শুরু করল। তারা দলীল হিসাবে বলে, তারা তো কুরআন পড়ছে কোন কুফরী কালাম পড়ছে না। এক্ষেত্রে তাদের নিকট বলা আবশ্যক যে, তাদের ভুল এতটুকুই যে, তারা মৃত ব্যক্তিকে উপলক্ষ করে ইবাদত মনে করে সূরা ফাতিহা পড়ার রেওয়াজ চালু করেছে। অথচ এ উপলক্ষে সূরা ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে কোনই দলীল নেই। এভাবে দলীল ছাড়া ইবাদত বানানোই সরাসরি বিদ‘আত। এতদর্থেই ইবনে ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তির মনোযোগ ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ঐ ব্যক্তি তার পাশে হাঁচি দিয়ে বলেছিল, আলহামদুলিল্লাহ ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ (সকল প্রশংসা আল্লাহ্র এবং সালাম আল্লাহ্র রাসূলের উপর) তার উত্তরে ইবনু ওমর বলেন, আমিও বলছি ‘আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালামু ‘আলা রাসূলিল্লাহ’। কিন্তু আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের এমনভাবে বলতে শিখাননি। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন, ‘আল হামদুলিল্লাহি আলা-কুল্লি হাল’ (সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র সকল প্রশংসা)।[২৬]

[চলবে]

২৩. *বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৫১৪৭।*
২৪. *সুনান তিরমিযী প্রকাশক শাকের হা/১০৯০।*
২৫. *প্রকাশক আব্দুল বাকী, নং ১৮৭৯; আলবানী এটিকে ছহীহ সুনান ইবনু মাজাহতে ছহীহ বলেছেন, হা/১৫৩৯)। (ইবনু মাজাহ হা/১৮৯৭, ছহীহ।*
২৬. *সুনানু তিরমিযী হা/২৭৩৮।*

আসুন! শিরক ও বিদ‘আত মুক্ত ইসলামী জীবন যাপন করি।
-আহলেহাদীছ আন্দোলন

সোনামণি প্রতিভা
(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর’১২ হ’তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **‘সোনামণি’** -এর মুখপত্র **‘সোনামণি প্রতিভা’**।

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন ‘সোনামণি প্রতিভা’

➔ **নিয়মিত বিভাগ সমূহ :** বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, খেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ও প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি।

➔ **লেখা আহ্বান :** মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **‘সোনামণি প্রতিভা’**র জন্য উপরোক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা
সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া
পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল: ০১৭১৫-৭১৫১১৪৩; ০১৭২৬-৩২৫০২৯; ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭

Contents

আযান ও ইক্বামত : বিভ্রান্তি নিরসন

*আহমাদুল্লাহ**

আযান :

আযান অর্থ আহ্বান করা, ঘোষণা করা। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে শরী'আত সম্মত উপায়ে উচ্চৈঃস্বরে ছালাতের ঘোষণা প্রদানকে আযান বলা হয়। মুওয়াযযিনের বহু ফযীলত রয়েছে। যেমন মুওয়াযযিনের আযানের আওয়ায যত দূর যাবে তত দূর পর্যন্ত সকল মানুষ, জিন এবং সমুদয় বস্তু তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দিবে।[১] মুওয়াযযিনদের গর্দান ক্বিয়ামতের দিনে সর্বাধিক দীর্ঘ হবে।[২] আযান সম্পর্কিত কতিপয় মাস'আলা নিম্নে আলোচনা করা হ'ল।-

মাসআলা-১ : মুহাম্মাদ বিন সীরীন (রহঃ) বলেছেন, إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ 'যখন মুওয়াযযিন আযান দিবে তখন কিবলামুখী হবে'।[৩] এটি ফরয বা ওয়াজিব নয়, তবে উত্তম।

মাসআলা-২ : মহিলাদেরকেও এক্বামত দিয়ে ছালাত আদায় করতে হবে। আয়েশা (রাঃ) আযান দিতেন, এক্বামত দিতেন এবং নারীদের ইমামতি করতেন। তিনি কাতারের মাঝে দাঁড়াতেন।[৪] উল্লেখ্য যে, নারীদের আযান, এক্বামত লাগবে না মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ।[৫] এক্বামত হচ্ছে একটি বড় ধরনের যিকির। তারা এক্বামত না দিলে এ যিকিরের নেকী হ'তে বঞ্চিত হবে।

মাসআলা-৩ : আশহাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ এবং আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ দু'বারের পরিবর্তে চারবার করে বলাকে তারজী' আযান বলা হয়। এই আযান দেয়া জায়েয। তবে হানাফীগণ তারজী' আযানকে গ্রহণ করেন না। অপরদিকে একক আযানে আশহাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু এবং আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ দু'দু'বার করে বলা হয়।[৬]

মাসআলা-৪ : ফজরে দু'টি আযান রয়েছে। একটি ফজর উদয়ের পরে দেওয়া হয়। অপরটি শেষ রাতে দেওয়া হয়। একে 'রাতের আযান' বলা হয়। এই আযান মূলতঃ তাহাজ্জুদের জন্য দেয়া হয়। যেমন নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ بِلاَلًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ 'বেলাল রাতে আযান দেয়। অতএব তোমরা খাও, পান কর যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতূম আযান দেয়'।[৭] রাতের আযানে 'আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান নাউম' বাক্যটি বলা প্রমাণিত নেই।[৮]

মাসআলা-৫ : খত্বীব মিম্বারে বসার পর মুওয়াযযিন আযান দিবে।[৯] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), আবূ বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর যুগে এবং ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতের প্রথমার্ধে এই নিয়ম চালু ছিল। অতঃপর মুসলমানের সংখ্যা ও নগরীর ব্যস্ত তা বেড়ে গেলে ওছমান (রাঃ) জুম'আর পূর্বে মসজিদে নববী থেকে দূরে 'যাওরা বাজারে' একটি বাড়ীর ছাদে দাঁড়িয়ে লোকদের আগাম হুঁশিয়ার করার জন্য পৃথক একটি আযানের নির্দেশ দেন।[১০] যা এদেশে ডাক আযান হিসাবে চালু আছে। যদিও খলীফার এই নির্দেশ ছিল স্থানীয় প্রয়োজনে একটি সাময়িক নির্দেশ মাত্র। সেকারণ মক্কা, কূফা ও বছরা সহ ইসলামী খেলাফতের বহু গুরুত্বপূর্ণ শহরে এ আযান চালু হয়নি। ওছমান (রাঃ) এটাকে সর্বত্র চালু করার প্রয়োজন মনে করেননি বা উম্মতকে বাধ্য করেননি।[১১]

মাসআলা-৬ : আযান চলাকালীন 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' শ্রবণ করার পর জবাবে স্রেফ 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বলতে হবে। 'ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' বলা যাবে না। আযান শেষ হবার পরে দরূদ পাঠ করতে হবে।[১২]

মাসআলা-৭ : মুওয়াযযিন ইক্বামত দিবেন। যদি অন্য কোন ব্যক্তি ইক্বামত প্রদান করেন তবে কোন অসুবিধা নেই।

মাসআলা-৮ : আযান ব্যতীত ছালাত আদায় করা জায়েয। চাই জামা'আতে ছালাত হোক বা একাকী ছালাত হোক।

মাসআলা-৯ : আযান দেওয়ার পূর্বে 'আছ-ছালাতু ওয়াস সালামু আলায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলা বিদ'আত। এর পক্ষে কোন দলীল নেই। এমনকি ইমাম চতুষ্টয় থেকেও এমন কোন আমল প্রমাণিত নেই।

মাসআলা-১০ : আযানের শব্দগুলিতে কোন সংযোজন, বিয়োজন করা জায়েয নয়। এটি আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে প্রাপ্ত বিধান। যা পরিবর্তন বা বিকৃত করার অধিকার কারো নেই।

মাসআলা-১১ : আযান চলাকালীন মুওয়াযযিন যদি বেহুঁশ হয়ে পড়েন বা অসুস্থ হয়ে যান বা মারা যান তবে অন্য ব্যক্তি উক্ত আযানের বাকি অংশটুকু পুরা করবেন। পুনরায় আযান দিলেও কোন অসুবিধা নেই।[১৩]

মাসআলা-১২ : আযান একটি ইবাদত। আর ইবাদত সঠিকভাবে সম্পাদন করতে যদি দুনিয়াবী কোন হালাল বস্তুর

---

* *সৈয়দপুর, নীলফামারী।*

১. *বুখারী হা/৬০৯; মিশকাত হা/৬৫৬।*
২. *মুসলিম হা/৩৮৭; মিশকাত হা/৬৫৪।*
৩. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২১৭৭; বিস্তারিত দ্রঃ শায়খ যুবায়ের আলী যাঈ, ফাতাওয়া ইলমিইয়া ১/২৪৪।*
৪. *বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ১৫৩।*
৫. *তামামুল মিন্নাহ পৃঃ ১৫৩।*
৬. *মুসলিম হা/৩৭৯; ফাতাওয়া ইলমিইয়া ১/২৪৬।*
৭. *বুখারী হা/৬২২।*
৮. *দেখুন : ফাতাওয়া ইলমিইয়া ১/২৪৮।*
৯. *বুখারী হা/৯১২।*
১০. *বুখারী হা/৯১৬; মিশকাত হা/১৪০৪।*
১১. *দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১৯৪।*
১২. *ফাতাওয়া ইলমিইয়া ১/২৫০।*
১৩. *ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৬/৬৭, ফৎওয়া-৬৯১৪।*

সহযোগিতা গ্রহণ করতে হয় তবে তা জায়েয। যেমন মাইকের দ্বারা এর শব্দকে প্রসারিত করা ইত্যাদি। মাইককে বিদ'আত বলা ভুল হবে। কারণ এটি ইবাদতের মধ্যে সংযোজিত কোন বিষয় নয়। বরং ইবাদতকে প্রসারের জন্য এর সহযোগিতা নেয়া হয় মাত্র।

মাসআলা-১৩ : প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য পৃথকভাবে আযান দিতে হবে। ক্যাসেট বা সিডিতে আযান সংরক্ষণ করে সেটি প্রতি ওয়াক্তে শ্রবণ করানোর দ্বারা আযান প্রদান করা হ'লে তা বাতিল হবে। কেননা আযান দেওয়া ইবাদত। যা মুওয়াযযিনের উপর আদায় করা ধার্য করা হয়েছে। এর কোন বিকল্প গ্রহণ করা হারাম।[১৪]

মাসআলা-১৪ : ইমামের অনুমতি নিয়ে মুওয়াযযিনকে আযান দিতে হবে- এ কথা ঠিক নয়। কেননা আযান দেওয়ার দায়িত্ব মুওয়াযযিনের, ইমামের নয়। বহিরাগত কেউ যদি আযান দিতে চান তবে তাকে ইমাম বা মুওয়াযযিনের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। আর যদি ওয়াক্ত পেরিয়ে যাবার আশংকা থাকে এবং ইমাম বা মুওয়াযযিন কেউ না থাকে, তবে সেক্ষেত্রে যে কোন যোগ্য ব্যক্তি আযান দিতে পারবেন।

মাসআলা-১৫ : একটি মসজিদে যদি আযান দেওয়া হয় এবং অন্য মসিজদে যদি অত্র আযান শ্রবণের পরে জামা'আত করা হয়, তবে ছালাত হয়ে যাবে। যদিও প্রতিটি মসজিদে আলাদাভাবে আযান দেয়া সুন্নাত।[১৫]

মাসআলা-১৬ : إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ، 'যখন তোমরা আযান শুনবে, তখন আযানের জবাবে তাই বলবে যা মুওয়াযযিন বলে থাকেন। অতঃপর আমার উপর দরূদ পাঠ করতে হবে'।[১৬] এরপর দো'আ পাঠ করতে হবে। দো'আটি হ'ল- اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيْلَةَ وَالفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ القِيَامَةِ 'হে আল্লাহ! (তাওহীদের) এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত ছালাতের তুমি প্রভু। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে তুমি দান কর 'অসীলা' নামক (জান্নাতের সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান) ও মর্যাদা এবং তাকে পৌঁছে দাও প্রশংসিত স্থান মাক্বামে মাহমূদে যার ওয়াদা তুমি তাকে দিয়েছ'।[১৭] নবী করীম (ছাঃ) উচ্চৈঃস্বরে আযান দিতে বলেছেন। দো'আ উচ্চৈঃস্বরে বলতে বলেননি। তাই জোরে দো'আ পাঠ করা তথা মাইকে পাঠ করা বিদ'আত। এ দো'আ জোরে পাঠ করার কোন ভিত্তি নেই। এছাড়া আরো দো'আ আছে। যেমন- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, কোন ইলাহ নেই আল্লাহ ব্যতীত। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহ্র প্রতি রব রূপে এবং মুহাম্মাদের প্রতি রাসূল হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে সন্তুষ্ট হ'লাম'।[১৮]

মাসআলা-১৭ : 'হাইয়া আলাছ ছালাহ' (ছালাতের দিকে আস) এবং 'হাইয়া আলাল ফালাহ' (কল্যাণের দিকে আস) বলার ক্ষেত্রে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' (কোন ক্ষমতা নেই, কোন শক্তি নেই আল্লাহ ব্যতীত) বলতে হবে।[১৯]

মাসআলা-১৮ : 'আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান নাউম' বলার পরে 'ছাদাক্বতা ওয়া বারারতা' বলার কোন ভিত্তি নেই।[২০] ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ বলেছেন, مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ أُمَامَةَ أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ فَلَمَّا بَلَغَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا" وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالزِّيَادَةُ فِيهِ لَا أَصْلَ لَهَا وَكَذَا لَا أَصْلَ لِمَا ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ 'আবু উমামা কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে রয়েছে যে, বেলাল (রাঃ) আযান দিতে লাগলেন। যখন তিনি 'ক্বাদক্বা-মাতিছ ছালাহ' পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন নবী করীম (ছাঃ) 'আক্বামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা' বললেন মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ। এতে বর্ধিত অংশটুকুর কোন ভিত্তি নেই। তেমনিভাবে 'আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান নাউম'-এর (জবাবে) যা বর্ণিত তারও কোন ভিত্তি নেই'।[২১]

মাসআলা-১৯ : ফজরের আযানের আগে বা পরে বিশেষভাবে জুম'আর দিনে ফজরের আযানের পূর্বে এবং মাইকে 'আছ-ছালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা...' ইত্যাদি পাঠ করা বিদ'আত। অনেকে দরূদে আল্লাহ্র প্রতি সালাম পেশ করেন। অথচ আল্লাহ স্বয়ং 'সালাম'। তিনি সালাম তথা শান্তি বর্ষণ করেন। তার উপর সালাম পাঠানো নিষেধ। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ[২২] গজল গাওয়া, লোকদেরকে মাইকে ডাকাডাকি করা সবই নতুন সৃষ্টি।

মাসআলা-২০ : আযানে 'তাকাল্লুফ' বা ভান করা যাবে না। যেমন- আযানের দো'আটি বাংলাদেশ বেতারের কথক এমন ভঙ্গিতে পড়েন, যাতে প্রার্থনার আকুতি থাকে না। যা অবশ্যই

১৪. *ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৬/৬৯, ফৎওয়া-১০১৮৯।*
১৫. *ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৬/৭৫।*
১৬. *মুসলিম হা/৩৮৪।*
১৭. *বুখারী হা/৬১৪; মিশকাত হা/৬৫৯।*
১৮. *মিশকাত হা/৬৬১।*
১৯. *মুসলিম হা/৩৮৫।*
২০. *ইরওয়াউল গালীল হা/২৪১।*
২১. *আত-তালখীছুল হাবীর হা/৩১০।*
২২. *মিশকাত হা/৯০৯।*

পরিত্যাজ্য। কারণ নিজস্ব স্বাভাবিক সুরের বাইরে যাবতীয় তাকাল্লুফ বা ভান করা ইসলামে দারুণভাবে অপসন্দনীয়।[২৩]

মাসআলা-২১ : আযানের সময় 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' শুনে বিশেষ দো'আ সহ আঙ্গুলে চুমু দিয়ে চোখ রগড়ানো, আযান শেষে দুই হাত তুলে আযানের দো'আ পাঠ করা বা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করার কোন ভিত্তি নেই।[২৪]

মাসআলা-২২ : বালা-মুছীবতের সময় আযান দেয়ারও কোন দলীল নেই। কেননা আযান কেবল ছালাতের জন্য হয়ে থাকে।[২৫]

মাসআলা-২৩ : আযানের উদ্দেশ্য হবে স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা। এজন্য চুক্তিস্বরূপ কোন মজুরী নেওয়া যাবে না। তবে বিনা চাওয়ায় সম্মানী গ্রহণ করা যাবে। কেননা নিয়মিত ইমাম ও মুওয়াযযিনের বা খিলাফতের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তির সম্মানজনক জীবিকার দায়িত্ব গ্রহণ করা সমাজ ও সরকারের উপরে অপরিহার্য কর্তব্য।[২৬]

মাসআলা-২৪ : ইবরাহীম নাখাঈ (রহঃ) বলেছেন, অযূ বিহীন অবস্থায় আযান দেওয়ায় কোন অসুবিধা নেই।[২৭] তবে অযূ সহকারে আযান দেওয়া উত্তম।

ইক্বামত :

জোড়া জোড়া শব্দে ইক্বামত প্রদানে কতিপয় হাদীছ পেশ করা হয়। যেগুলির দ্বারা প্রমাণ করতে চেষ্টা করা হয়েছে যে, বেজোড় শব্দে নয় বরং জোড়া জোড়া শব্দে ইক্বামত দিতে হবে। এসম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে পেশ করা হ'ল।

দলীল-১ :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلًا قَامَ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ عَلَى جِذْمَةِ حَائِطٍ، فَأَذَّنَ مَثْنَى، وَأَقَامَ مَثْنَى، وَقَعَدَ قَعْدَةً، قَالَ: فَسَمِعَ ذَلِكَ بِلَالٌ، فَقَامَ، فَأَذَّنَ مَثْنَى، وَأَقَامَ مَثْنَى، وَقَعَدَ قَعْدَةً

আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লা হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, নিশ্চয়ই আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ আনছারী (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে আসলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি স্বপ্নে দেখলাম, এক ব্যক্তি যার পরিধানে ছিল সবুজ রঙের চাদর ও লুঙ্গি, যেন দেয়ালের এক পাশে দাঁড়ালেন। তিনি জোড়া জোড়া শব্দে আযান এবং জোড়া জোড়া শব্দে ইক্বামত দিলেন। আর কিছুক্ষণ বসে থাকলেন। তিনি বললেন, পরে বিলাল (রাঃ) তা শুনলেন এবং তিনি দাঁড়ালেন। এরপর তিনি জোড়া জোড়া শব্দে আযান দিলেন ও জোড়া জোড়া শব্দে ইক্বামত দিলেন এবং কিছুক্ষণ বসে থাকলেন'।[২৮]

জবাব : এর সনদে আ'মাশ নামক রাবী আছেন। যিনি আস্থাভাজন হ'লেও মুদাল্লিস রাবী। তার সম্পর্কে মুহাদ্দিছগণের অভিমত তুলে ধরা হ'ল-

হাফেয ইবনে আব্দুল বার্র লিখেছেন, وَقَالُوا لَا يُقْبَلُ تَدْلِيْسُ الْأَعْمَشِ 'তারা (মুহাদ্দিছগণ) বলেছেন, আ'মাশের তাদলীস গ্রহণ করা যাবে না'।[২৯] ইমাম দারাকুৎনী লিখেছেন, وَلَعَلَّ الْأَعْمَشَ دَلَّسَهُ عَنْ حَبِيْبٍ 'সম্ভবত আ'মাশ হাবীব হ'তে তাদলীস করেছেন'।[৩০] ইমাম আবূ হাতেম বলেছেন, الأعمشُ رُبَّمَا دَلَّس 'আমাশ কদাচিৎ তাদলীস করতেন'।[৩১] হাফেয যাহাবী লিখেছেন, وهو يدلس، وربما دلس عن ضعيف، ولا يدرى به 'তিনি তাদলীস করতেন এবং কখনো কখনো যঈফ রাবী হ'তে তাদলীস করতেন। অথচ এ বিষয়ে তিনি অবগত থাকতেন না'।[৩২] হাফেয আলাঈ বলেছেন, وهذا الأعمش من التابعين وتراه دلس عن الحسن بن عمارة وهو يعرف ضعفه 'এই আ'মাশ তাবেঈনদের অন্তর্ভুক্ত। আর তুমি তাকে হাসান বিন উমারাহ হ'তে তাদলীস করতে দেখবে। অথচ তার যঈফ হওয়ার বিষয় তিনি জানতেন'।[৩৩] ইবনুল ইরাক্বী বলেছেন,سليمان الأعمش مشهور بالتدليس أيضاً 'সুলায়মান আ'মাশও তাদলীসের কারণে প্রসিদ্ধ'।[৩৪] ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) লিখেছেন, وكان يدلس وصفه بذلك الكرابيسي والنسائي والدارقطني وغيرهم 'তিনি তাদলীস করতেন। কারাবীসী, নাসাঈ এবং দারাকুৎনী প্রমুখ বিদ্বানগণ তাকে মুদাল্লিসরূপে তুলে ধরেছেন।[৩৫] হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ তাঁকে 'প্রসিদ্ধ মুদাল্লিস' বলেছেন।[৩৬] হাফেয জালালুদ্দীন

২৩. *ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৮০।*
২৪. *ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৮০।*
২৫. *ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৮০।*
২৬. *বুখারী হা/৭১৬৩; আবূ দাঊদ হা/১৬৪৭, ২৯৪৪; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৩৭০।*
২৭. *বুখারী হা/৬৩৪-এর পূর্বে, পর্ব-১০, অনুচ্ছেদ-১৯ দ্রঃ।*
২৮. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২১১৮; দলিলসহ নামাযের মাসায়েল, পৃঃ ৬০।*
২৯. *আত-তামহীদ ১/৩০।*
৩০. *আল-ইলালুল ওয়ারিদাহ, মাসআলা-১৮৮৮।*
৩১. *ইবনে আবী হাতেম, ইলালুল হাদীছ হা/৯।*
৩২. *মীযানুল ই'তিদাল, জীবনী নং ৩৫১৭।*
৩৩. *জামে'উত তাহছীল ১/১০১।*
৩৪. *আল-মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ২৫, হারফুস সীন।*
৩৫. *ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ৫৫।*
৩৬. *ফাতাওয়া ইলমিইয়া /১৪৯; বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : তাহক্বীক্বী মাক্বালাত ১/২৬৭-২৭২।*

Contents

সুয়ূত্বী (রহঃ) বলেছেন, سليمان الأعمش مشهور به بالتدليس 'সুলায়মান আল-আ'মাশ তাদলীসের কারণে প্রসিদ্ধ।[৩৭]

মোদ্দাকথা আ'মাশ একজন ছিক্বাহ এবং মুদাল্লিস রাবী। আর মুদাল্লিস রাবীর আনআনাহ সাধারণত যঈফ হয়ে থাকে। যদি সনদ স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়, তবে তা যঈফ নয়।

দলীল-২ :

كَانَ أَذَانُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفْعًا شَفْعًا فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আযান এবং ইক্বামত ছিল জোড়া জোড়া শব্দে'।[৩৮]

জবাব : এই হাদীছটি বর্ণনা করার পর ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেছেন, وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ 'আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লা আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ থেকে শ্রবণ করেননি।[৩৯]

ইমাম আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বলেছেন, سَأَلته عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى فَقَالَ مُضْطَرب الحَدِيث 'আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা সম্পর্কে। তিনি বললেন, তিনি মুযত্বারিবুল হাদীছ।[৪০]

ইমাম নাসাঈ বলেছেন, مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى قَاضِي الْكُوفَة أحد الْفُقَهَاء لَيْسَ بِالْقَوِيّ فِي الحَدِيث 'মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা কূফার বিচারক ও অন্যতম ফক্বীহ। হাদীছের ক্ষেত্রে শক্তিশালী ছিলেন না'।[৪১]

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (রহঃ) বলেছেন,

ضعفه النَّسَائِيّ وَغَيره وَقَالَ أَحْمد كَانَ سيء الْحِفْظ مُضْطَرب الحَدِيث وَقَالَ الْعجلِيّ كَانَ فَقِيها صَاحب سنة صَدُوقًا جَائِز الحَدِيث–

'নাসাঈ ও অন্যরা তাকে যঈফ বলেছেন এবং আহমাদ বলেছেন, তিনি বাজে হিফযের অধিকারী, মুযত্বারিবুল হাদীছ। তিনি ফক্বীহ, সুন্নাতধারী, সত্যবাদী, জায়েযুল হাদীছ ছিলেন'।[৪২] শায়খ যুবায়ের আলী যাঈ বলেছেন, এর সনদ যঈফ।[৪৩] শায়খ আলবানী যঈফুল ইসনাদ বলেছেন।[৪৪]

ইমাম শাওকানী বলেছেন كَانَ أَذَانُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفْعًا شَفْعًا فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ كَمَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ. 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আযান ও ইক্বামত জোড়া জোড়া শব্দে ছিল। এর উত্তর এই যে, এটি মুনক্বাত্বি' যেমনটি তিরমিযী বলেছেন।[৪৫] হাফেয মিযযী বলেছেন,وابن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد 'ইবনু আবী লায়লা আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ হ'তে শ্রবণ করেননি'।[৪৬] হাফেয যায়লাঈ হানাফী বলেছেন, ثُمَّ قَالَ: وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، 'ইবনু আবী লায়লা আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ হ'তে শ্রবণ করেননি'।[৪৭] ইমাম দারাকুৎনী বলেছেন, ابْنُ أَبِي لَيْلَى ... ضَعِيفُ الْحَدِيْث سيءُ الْحِفْظ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يُثْبِتُ سَمَاعُهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ 'ইবনু আবী লায়লা যঈফুল হাদীছ। বাজে স্মৃতির অধিকারী এবং ইবনে আবী লায়লার আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ হ'তে শ্রবণ করা প্রমাণিত নয়'।[৪৮]

দলীল-৩ :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ، مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْفَعُ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ

আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লা হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর মুওয়াযযিন আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ আনছারী (রাঃ) আযান এবং ইক্বামত জোড়া জোড়া শব্দে দিতেন'।[৪৯]

জবাব : ইবনে আবী লায়লা যঈফ। তার সম্পর্কে উপরে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে।

দলীল-৪ :

عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَمَّا رَجَعْتُ الْبَارِحَةَ وَرَأَيْتُ مِنِ اهْتِمَامِكَ، رَأَيْتُ كَأَنَّ رَجُلًا قَائِمًا عَلَى الْمَسْجِد

৩৭. *আসমাউল মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ২১।*
৩৮. *তিরমিযী হা/১৯৪।*
৩৯. *ঐ।*
৪০. *আল-ইলাল ওয়া মা'রিফাতির রিজাল, রাবী নং ৮৬২।*
৪১. *আয-যু'আফাউল মাতরূকীন, জীবনী নং ৫২৫।*
৪২. *ত্বাবাক্বাতুল হুফফায, জীবনী নং ১৫৮।*
৪৩. *আনওয়ারুছ ছহীহফা, যঈফ তিরমিযী হা/১৯৪।*
৪৪. *যঈফ তিরমিযী হা/১৯৪।*
৪৫. *নায়লুল আওত্বার ২/৪৯।*
৪৬. *তুহফাতুল আশরাফ হা/৫৩১১।*
৪৭. *নাছবুর রায়াহ ১/২৬৭।*
৪৮. *সুনানে দারাকুৎনী হা/৯৩৬।*
৪৯. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২১৩৯; দলিলসহ নামাযের মাসায়েল পৃঃ ৬০।*

عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ، فَأَذَّنَ، ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً، ثُمَّ قَامَ، فَقَالَ مِثْلَهَا، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ–

'ইবনে আবী লায়লা হ'তে বর্ণিত, আমাদের ছাহাবীগণ আমাদের নিকটে বর্ণনা করেছেন যে, আনছার গোত্রের জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গতকাল আমি যখন ফিরে গেলাম এবং আপনার পেরেশানী দেখলাম, তখন আমি স্বপ্নে দেখলাম একজন লোক যেন মসজিদে দাঁড়িয়ে আছে। তার পরিধানে ছিল সবুজ রঙের দু'টি কাপড়। তিনি আযান দিলেন। অতঃপর কিছুক্ষণ বসলেন। অতঃপর আবার দাঁড়ালেন এবং আগের মতই বললেন। শুধু ব্যতিক্রম করে বললেন, ক্বাদ ক্বামাতিছ ছালাহ'।[৫০]

জবাব : এর সনদ যঈফ। শায়খ যুবায়ের আলী যাঈ (রহঃ) বলেছেন, 'আমাদের সাথীগণ' কারা তা আমি চিনতে পারিনি। হাদীছটির কিছু যঈফ সমার্থক বর্ণনা আছে।[৫১] আব্দুল মতীন ছাহেব আমাদের উস্তাদগণ দ্বারা ছাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করেছেন।[৫২] অথচ আমাদের সাথী দ্বারা ছাহাবী উদ্দেশ্য মর্মে বর্ণিত রেওয়ায়াতটি আ'মাশের তাদলীসের[৫৩] কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। তাই আব্দুল মতীন ছাহেবের অনুবাদে বন্ধনীর মধ্যে (ছাহাবীগণ) লেখার বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ।

দলীল-৫ :

عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَالإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً،

আবূ মাহযূরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নিশ্চয়ই নবী (ছাঃ) তাকে ১৯টি বাক্যে আযান এবং ১৭টি বাক্যে ইক্বামত শিক্ষা দিয়েছেন।[৫৪]

জবাব : ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীছটি হাসান ছহীহ। এই হাদীছটি ছহীহ।

দলীল-৬ :

عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ هَذَا الْأَذَانَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، ثُمَّ يَعُوْدُ فَيَقُوْلُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ زَادَ إِسْحَاقُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ–

আবূ মাহযূরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে আযানের কালিমা শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার; আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা ইল্লাহা ইল্লাল্লাহ; আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ; হাইয়া আলাছ ছালাহ, হাইয়া আলাছ ছালাহ; হাইয়া আলাল ফালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ; আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার; লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।[৫৫]

জবাব : এই হাদীছ দ্বারা তারজী' আযান প্রমাণিত হয় যা হানাফী ভাইগণ মানেন না। একই হাদীছ দ্বারা দু'বার ইক্বামতের দলীল গ্রহণ করা এবং ভুল ব্যাখ্যা করে তারজী' আযানকে বাতিল করা দুঃখজনক।

দলীল-৭ :

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ: أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُثَنِّي الْأَذَانَ، وَيُثَنِّي الْإِقَامَةَ، وَأَنَّهُ كَانَ يَبْدَأُ بِالتَّكْبِيْرِ، وَيَخْتِمُ بِالتَّكْبِيْرِ–

'নিশ্চয়ই বেলাল দু'বার করে আযান এবং দু'বার করে ইক্বামত দিতেন এবং তিনি তাকবীর দ্বারা (ছালাত) শুরু করতেন এবং তাকবীর দ্বারা শেষ করতেন'।[৫৬]

জবাব : এটি যঈফ। কারণ ইমাম আবূ দাঊদ বলেছেন, سَمِعت أَحْمدَ يَقُول وَلَكِن حَمَّاد بن سَلمَة عِنْده عَنهُ تَخْلِيط يَعْنِي عَن حَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان 'আমি আহমাদকে বলতে শুনেছি, বলেছেন, কিন্তু হাম্মাদ বিন সালামহ-এর তাখলীত্ব হয়েছিল।[৫৭] উক্বায়লী বলেছেন,

إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ حَدِيثُهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَيَحْكِيهِ عَنْ مَجْهُولٍ،

'ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমানের হাদীছ অসংরক্ষিত। তিনি মাজহূল হ'তে বর্ণনা করতেন'।[৫৮] শায়খ আলবানী বলেছেন, وهو ثقة، ولكنه حماد بن أبي سليمان، اختلط। 'হাম্মাদ বিন আবী সুলায়মান আস্থাভাজন। কিন্তু তিনি ইখলিাত্বে পতিত হয়েছিলেন'।[৫৯] হাফেয হায়ছামী বলেছেন,وَقَد اخْتُلِفَ فِي الاحْتِجَاجِ بِهِ 'তার দ্বারা দলীল গ্রহণে মতানৈক্য করা হয়েছে'।[৬০] তিনি অন্যত্র বলেছেন, وَلَمْ

৫০. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২১২৪; আবূ দাঊদ হা/৫০৬।*
৫১. *যঈফ আবূ দাঊদ হা/৫০৬; আনওয়ারুছ ছহীফা, পৃঃ ৩২।*
৫২. *দলিলসহ নামাযের মাসায়েল, পৃঃ ৬১।*
৫৩. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/১৯৭৫।*
৫৪. *তিরমিযী হা/১৯২।*
৫৫. *আবূ দাঊদ হা/৫০২, ছহীহ হাদীছ।*
৫৬. *মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক্ব হা/১৭৯০; দারাকুৎনী হা/৯৪০।*
৫৭. *সুওয়ালাতু আবী দাঊদ, জীবনী নং ৩৩৮।*
৫৮. *আয-যুআফাউল কাবীর, জীবনী নং ৮৮।*
৫৯. *আছলু ছিফাতি ছালাতিন নাবী ২/৬৬২।*
৬০. *মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১২৮২।*

يَقْبَلْ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادٍ إِلَّا مَا رَوَاهُ عَنْهُ الْقُدَمَاءُ: شُعْبَةُ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالدَّسْتَوَائِيُّ، وَمَنْ عَدَا هَؤُلَاءِ رَوَوْا عَنْهُ بَعْدَ الاخْتِلَاط. 'হাম্মাদের হাদীছ কবুল করা হয়নি। তবে স্রেফ ঐগুলি যেগুলি তার পুরাতন ছাত্ররা যেমন শু'বা, সুফিয়ান ছাওরী, দাসতাওয়াঈ বর্ণনা করেছেন। তারা ব্যতীত বাকিরা তার ইখতিলাতের শিকার হওয়ার পরে বর্ণনা করেছেন।[৬১] সুতরাং হাম্মাদ বিন সালামাহ ছিক্বাহ হ'লেও তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটার কারণে তার রেওয়ায়াত গ্রহণ করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তাছাড়া তিনি মুদাল্লিসও ছিলেন।

অপর রাবী ইবরাহীম নাখাঈ (রহঃ) একজন প্রসিদ্ধ তাবেঈ এবং মুদাল্লিস রাবী। 'আল-মুদাল্লিসীন' গ্রন্থে আছে, وصفه بالتدليس الدارقطني والحاكم 'দারাকুৎনী এবং হাকেম তাকে তাদলীসের সাথে উল্লেখ করেছেন'।[৬২] হাফেয আলাঈ লিখেছেন, كان يدلس وهو أيضا مكثر من الإرسال 'তিনি তাদলীস করতেন। এছাড়াও তিনি অত্যধিক মুরসালকারী'।[৬৩]

দলীল-৯ :

أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى وَيُقِيمُ مَثْنَى مَثْنَى 'নিশ্চয়ই বেলাল (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর জন্য আযান দিতেন জোড়া জোড়া শব্দে এবং ইক্বামত দিতেন জোড়া জোড়া শব্দে'।[৬৪]

জবাব : এটি যঈফ। এর সনদে যিয়াদ বিন আব্দুল্লাহ নামক বিতর্কিত রাবী আছেন। 'দলিলসহ নামাযের মাসায়েল' গ্রন্থেও তার বিতর্কিত হওয়ার বিষয়টি আরবীতে তুলে ধরা হয়েছে। তবে অনুবাদ করা হয়নি।[৬৫]

দলীল-১০ :

أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَقُولُ: الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ مَثْنَى، وَأَتَى عَلَى مُؤَذِّنٍ يُقِيمُ مَرَّةً مَرَّةً، فَقَالَ: أَلَا جَعَلْتَهَا مَثْنَى لَا أُمَّ لِلْآخَرِ 'আলী (রাঃ) বলতেন, আযান এবং ইক্বামতের বাক্যগুলি দু'বার দু'বার করে হবে। তিনি একজন মুওয়াযযিনকে একবার একবার করে ইক্বামত দিতে শুনলেন। অতঃপর তিনি তাকে বললেন, দু'বার করে ইক্বামত দিলে না কেন? হতভাগ্যের মা না থাক![৬৬]

জবাব : এটি যঈফ। ইবনে ক্বায়স একজন মাজহূল রাবী। আরেকজন রাবী হুশায়ম মুদাল্লিস ছিলেন। ইবনে সা'দ বলেন, يدلس كثيرًا 'তিনি অত্যধিক তাদলীস করতেন' *(ত্বাবাক্বাতে কুবরা, জীবনী নং ৩৪২২)*। ইমাম ইজলী (রহঃ)ও অনুরূপ বলেছেন।[৬৭]

দলীল-১১ :

أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ، كَانَ يُثَنِّي الْإِقَامَةَ 'সালামা ইবনুল আকওয়া' (রাঃ) ইক্বামতের শব্দগুলি দু'বার করে বলতেন'।[৬৮]

জবাব : এ হাদীছটি যঈফ। শায়খ আলবানী বলেছেন, وإبراهيم ضعيف عند أهل العلم بالحديث 'ইবরাহীম হাদীছ বিশারদগণের নিকটে যঈফ'।[৬৯] হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী তাকে মুহাদ্দিছদের উদ্ধৃতিতে যঈফ বলেছেন।[৭০] ইবনে আব্দুল হাদী তাকে যঈফ বলেছেন।[৭১] হাফেয যায়লাঈ বলেছেন, وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَارِيَةَ ضَعَّفُوهُ 'ইবরাহীম বিন ইসমাঈল বিন জারিয়াকে তারা (মুহাদ্দিছগণ) যঈফ বলেছেন'।[৭২] হাফেয হায়ছামী তাকে যঈফ বলেছেন।[৭৩] ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, وهو كثير الوهم، 'তিনি অত্যধিক ভুলকারী'।[৭৪] ইমাম নাসাঈ তাকে যঈফ বলেছেন।[৭৫]

দলীল-১২ :

كَانَ أَصْحَابُ عَلِيٍّ، وَأَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَشْفَعُونَ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ 'আলী ও আব্দুল্লাহর সাথীগণ আযান এবং ইক্বামতের বাক্যগুলি দু'বার দু'বার করে বলতেন'।[৭৬]

জবাব : এটি যঈফ। ইবনে হাজার আসক্বালানী বলেছেন, القاضي أحد الفقهاء صدوق كثير الخطأ والتدليس 'হাজ্জাজ বিন আরত্বাত সত্যবাদী, অত্যধিক ভুল এবং তাদলীসকারী'।[৭৭] তার উস্তাদ আমর বিন আব্দুল্লাহ আবূ ইসহাক্ব সম্পর্কে ইবনে হাজার বলেন, ثقة مكثر عابد من الثالثة اختلط بأخرة 'তিনি আস্থাভাজন, অত্যধিক ইবাদতগুযার, তৃতীয় স্তরের রাবী। শেষ জীবনে ইখতিলাত্বের শিকার হয়েছিলেন।[৭৮] আর হাজ্জাজ এই রেওয়ায়াতটি তার

৬১. *ঐ হা/৪৭২।*
৬২. *জীবনী নং ১৩।*
৬৩. *জামেউত তাহছীল, জীবনী নং ১৩।*
৬৪. *দারাকুৎনী হা/৯৩৯।*
৬৫. *ঐ, পৃঃ ৬৩।*
৬৬. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২১৩৭।*
৬৭. *আছ-ছিক্বাত, জীবনী নং ১৯১২।*
৬৮. *ত্বাহাবী, মুশকিলুল আছার হা/৮৩৬।*
৬৯. *সিলসিলাহ যঈফা হা/৩৬৫৬।*
৭০. *ফাৎহুল বারী ১/৪৫৬, আল-ফাছলুত তাসি' ফী সিয়াক্বি আসমা মান তুয়িনা।*
৭১. *তানক্বীহুত তাহক্বীক্ব হা/২৫৮৬।*
৭২. *নাছবুর রায়াহ ৪/১২৫।*
৭৩. *মাজমাউয যাওয়াদে হা/৪৩৬৫।*
৭৪. *আত-তারীখুছ ছগীর, জীবনী নং ১।*
৭৫. *আয-যুআফাউল মাতরূকীন, জীবনী নং ১।*
৭৬. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২১৪২।*
৭৭. *তাক্বরীবুত তাহযীব, জীবনী নং ১১১৯।*
৭৮. *আত-তাক্বরীব, জীবনী নং ৫০৬৫।*

উস্তাদের মস্তিষ্ক বিকৃতির পূর্বে গ্রহণ করেছেন মর্মে কোন প্রমাণ আমরা অবগত নই।

দলীল-১৩ :

عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا تَدَعُ أَنْ تُثَنِّيَ الْإِقَامَةَ 'ইবরাহীম নাখাঈ বলেছেন, দু'বার দু'বার করে ইক্বামত দেওয়া বর্জন করবে না'।[৭৯]

জবাব : এটি যঈফ। এটি একজন তাবেঈর বক্তব্য মাত্র। যা আমাদের জন্য দলীল নয়। ইবনে হাজার অত্র রেওয়ায়াতের রাবী ইবনে আবী লায়লা সম্পর্কে বলেছেন, صدوق سيء الحفظ جدا 'তিনি সত্যবাদী। অত্যন্ত মন্দ স্মৃতির অধিকারী'।[৮০] এই মর্মের আরো কিছু যঈফ রেওয়ায়াত বিদ্যমান।

ইক্বামতের শব্দাবলী :

দলীল-১ : আনাস (রাঃ) বলেছেন, فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ 'অতঃপর বেলালকে দু'বার দু'বার করে আযান এবং একবার একবার করে ইক্বামাত দিতে আদেশ দেয়া হয়েছিল'।[৮১]

দলীল-২ : ইবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন, إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ، مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً، مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ، يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে আযান ছিল দু'বার দু'বার করে এবং ইক্বামত ছিল একবার একবার। তবে এ ব্যতীত তিনি বলতেন, ক্বাদ ক্বামাতিছ ছালাহ (দু'বার দু'বার বলতেন)।[৮২] অত্র দলীল প্রমাণ করে যে, ইক্বামত একবার একবার করে দেওয়াই সুন্নাত। দ্বিতীয় দলীলটির সনদ হাসান।

ইক্বামত সংক্রান্ত ফৎওয়াসমূহ :

(১) শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেছেন, وأفيدك: أن الأمر في الأذان والإقامة واسع على ضوء ما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأفضل: هو تثنية ألفاظ التكبير في أول الإقامة وآخرها، وفي (قد قامت الصلاة) وإفراد ألفاظ ما سوى ذلك؛ لأن ذلك هو الذي كان يفعله بلال رضي الله عنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفى الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام 'নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত ছহীহ হাদীছসমূহে যা এসেছে তার আলোকে (বলা যায়), নিশ্চয়ই আযান এবং ইক্বামত-এর বিষয়টি বিস্তৃত। কিন্তু উত্তম হ'ল, ইক্বামতের প্রথম এবং শেষে তাকবীরগুলি দু'বার দু'বার করে বলা এবং 'ক্বাদ ক্বামাতিছ ছালাহ' ব্যতীত অবশিষ্টগুলি একবার একবার করে বলা। কেননা এটিই সেই কাজ যা বিলাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সম্মুখে করতেন তার (রাসূলের) মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত'।[৮৩]

(২) শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) বলেছেন, অতঃপর সঠিক হ'ল আহলেহাদীছদের মাযহাব এবং তাদের সাথে যারা একমত হয়েছেন।[৮৪] অর্থাৎ আহলেহাদীছদের অভিমত হ'ল, ইক্বামত জোড়া জোড়া শব্দেও জায়েয আবার একবার একবার শব্দেও জায়েয। সুতরাং একবার একবার করে ইক্বামত প্রদানকে মানসূখ বা রহিত দাবী করা ভুল এবং দলীলবিহীন। 'নবীজীর নামায' বইয়ে একবার একবার করে ইক্বামত প্রদানকে মানসূখ বলা হয়েছে, যা বিভ্রান্তিমূলক।[৮৫]

(৩) শায়খ যুবায়ের আলী যাঈ (রহঃ) বলেছেন, সাইয়েদুনা বিলাল (রাঃ)-এর ইক্বামত একবার একবার করে এবং সাইয়েদুনা আবূ মাহযূরা (রাঃ)-এর আযানের মধ্যে ইক্বামত জোড়া জোড়া শব্দে আছে। আযান এবং ইক্বামতের এই দু'টি পদ্ধতিই ছহীহ। কতিপয় লোক আযান তো বিলাল (রাঃ)-এর হাদীছ হ'তে গ্রহণ করেন। কিন্তু ইক্বামতের পদ্ধতিটি আবূ মাহযূরা (রাঃ)-এর হাদীছ থেকে গ্রহণ করেন। একইভাবে তারা বেলাল (রাঃ)-এর আযানের দ্বিতীয় অংশ এবং আবূ মাহযূরা (রাঃ)-এর আযানের প্রথম অংশ (তারজী' বিশিষ্ট আযান) প্রত্যাখ্যান করেন।[৮৬]

(৪) 'ক্বাদ ক্বামাতিছ ছালাহ' ব্যতীত ইক্বামতের শব্দগুলি একবার একবার করে বলা মর্মে ইমাম বুখারী একটি অনুচ্ছেদ বেঁধেছেন।[৮৭]

(৫) মুফতী মুহাম্মাদ ওবায়দুল্লাহ খান আফীফ বলেছেন, যদিও দু'বার দু'বার করে ইক্বামত প্রদান করা জায়েয এবং এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই, তবুও একবার একবার করে দেওয়াই বিশুদ্ধতম ও উত্তম।[৮৮]

ইক্বামত সংক্রান্ত কতিপয় মাসআলা

মাসআলা-১ : আযানদাতার ইক্বামত দেওয়া উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিলাল (রাঃ)-কে আযান এবং ইক্বামত

৭৯. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২১৪১।*
৮০. *আত-তাক্বরীব, জীবনী নং ৬০৮১।*
৮১. *বুখারী হা/৬০৩, ৬০৫-৬-৭; মুসলিম হা/৩৭৮।*
৮২. *আবূ দাঊদ হা/ ৫১০; আলবানী হাসান বলেছেন।*
৮৩. *মাজমূ ফাতাওয়া ১০/৩৩৭।*
৮৪. *মাজমূআ ফাতাওয়া ২২/৬৬, ৬৭।*
৮৫. *নবীজীর নামায পৃঃ ১৩৯।*
৮৬. *ফাতাওয়া ইলমিইয়া ২/১৪৯।*
৮৭. *বুখারী হা/৬০৭-এর পূর্বে, ১/২৯৫, (তাওহীদ পাবলিকেশন্স), পর্ব-১০, অনুচ্ছেদ-৩।*
৮৮. *ফাতাওয়া মুহাম্মাদিয়া ১/৩২০।*

উভয়টির জন্য আদেশ করতেন।[৮৯] তবে অন্য কেউ ইক্বামত দিতে পারে।

মাসআলা-২ : ইক্বামতের জবাবে 'আক্বামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা' বলার কোন ছহীহ বা হাসান হাদীছ নেই। এ মর্মে বর্ণিত আবূ দাঊদের (হা/৫২৮) হাদীছটির সনদ অত্যন্ত যঈফ।[৯০] এখানে তিনটি ত্রুটি বিদ্যমান।-

(ক) এর রাবী মুহাম্মাদ বিন ছাবেত যঈফ রাবী।[৯১]

(খ) 'রজুলুম মিন আহলিশ শাম' (সিরিয়ার অধিবাসীদের মধ্য হ'তে কোন একজন ব্যক্তি)-মাজহূল তথা অজ্ঞাত। অর্থাৎ এখানে মুহাম্মাদ বিন ছাবেত তার উস্তাদের নাম বলেননি। ফলে তার উস্তাদ অজ্ঞাত।

(গ) শাহর বিন হাওশাব একজন বিতর্কিত রাবী।[৯২] তার মন্দ হিফযের কারণে আলবানী তাকে যঈফ বলেছেন।[৯৩] উল্লেখ্য, 'নবীজীর নামায' বইয়ে অত্র যঈফ হাদীছটি পেশ করা হয়েছে।[৯৪]

মাসআলা-৩ : নবজাতকের কানে ইক্বামত প্রদান করার হাদীছটি যঈফ।[৯৫]

মাসআলা-৪ : আযান এবং ইক্বামতের মাঝে অন্তত পক্ষে দু'রাক'আত ছালাত পড়ার সমপরিমাণ সময় থাকতে হবে।[৯৬]

মাসআলা-৫ : ইক্বামত না দিলে ছালাত বাতিল হবে না। তবে ইচ্ছাকৃত ইক্বামত পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

মাসআলা-৬ : একই ছালাতের জন্য একাধিকবার ইক্বামত দেওয়া যায়।[৯৭] তবে আযান ও ইক্বামত পুনরায় না দিলেও অসুবিধা নেই।[৯৮]

মাসআলা-৭ : ইক্বামত ও ছালাত শুরুর মধ্যবর্তী সময়ে প্রয়োজনে কথা বলায় অসুবিধা নেই।[৯৯]

মাসআলা-৮ : ইক্বামত হয়ে গেলে ফরয ছালাত ব্যতীত আর কোন ছালাত নেই।[১০০]

৮৯. *বুখারী হা/৬০৬।*
৯০. *আল-ইরওয়া হা/২৪১।*
৯১. *বুখারী, আয-যু'আফাউছ ছাগীর, জীবনী নং ৩১২; ইবনে আবী হাতেম, আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল, জীবনী নং ১২০১; ইরওয়া হা/২৪১; যঈফ আবূ দাঊদ হা/৮৪।*
৯২. *মুফতী মুবাশ্বির আহমাদ রাব্বানী, আহকাম ওয়া মাসায়েল পৃঃ ১৪৩।*
৯৩. *যঈফ আবূ দাঊদ হা/৮৪।*
৯৪. *ড. মুহাম্মাদ ইলিয়াস ফয়ছাল, নবীজীর নামায, পৃঃ ১৪১, সম্পাদনা : মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক।*
৯৫. *যুবায়ের আলী যাঈ, আনওয়ারুছ ছহীফা, যঈফ আবূ দাঊদ হা/৫১০৫; যঈফ তিরমিযী হা/১৫১৪।*
৯৬. *বুখারী হা/৬২৪।*
৯৭. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২২৯৮; বুখারী, পর্ব-১০, অনুচ্ছেদ-৩০, (তাওহীদ পাবলিকেশন্স), যুবায়ের যাঈ এই হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন, ফাতাওয়া ইলমিইয়া ১/২৫৩।*
৯৮. *মুসলিম হা/৫৩৪।*
৯৯. *বুখারী হা/৬৪২।*
১০০. *বুখারী হা/৬৬৩।*

মাসআলা-৯ : মহিলারা ঘরে ছালাত পড়ার সময় ইক্বামত দিতে পারবেন না বলে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। তারা নিম্নস্বরে বা অনুচ্চস্বরে ইক্বামত দিবেন।

আযান ও ইক্বামত সম্পর্কে কতিপয় ভ্রান্ত ধারণা :

(১) মূর্খ ব্যক্তি আযান দিলে সে মাসআলা-মাসায়েল জানা মুওয়াযযিনের সমান ছওয়াব পাবে না।[১০১] (২) অবোধ বালকের আযান ও ইক্বামত দেয়া মাকরূহ। অবোধ বালক আযান দিলে তা পুনরায় দিতে হবে। তবে ইক্বামত দিলে তা পুনরায় দিতে হবে না।[১০২] (৩) বসে বসে আযান দিলে তা বাতিল হবে। বিধায় পুনরায় আযান দিতে হবে।[১০৩] (৪) ইক্বামত তাড়াতাড়ি দিতে হবে। (৫) বড় নাপাকীসহ আযান দেয়া মাকরূহে তাহরীমী এবং উক্ত আযান পুনরায় দেওয়া মুস্তাহাব।[১০৪] (৬) যদি কেউ আযান ও ইক্বামতের মাঝখানে কথা বলে তবে আযান পুনরায় দিতে হবে, কিন্তু ইক্বামত নয়।[১০৫] এ জাতীয় যত কথা প্রচলিত আছে সেগুলি গ্রহণযোগ্য নয়।

উপসংহার : পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক আযান এবং ইক্বামত প্রদান করা যরূরী। গোঁড়ামি ত্যাগ করে কুরআন ও ছহীহ সুন্নার আলোকে জীবন গড়াই হ'ল জান্নাত লাভের উপায়। আল্লাহ আমাদেরকে হক্ব পথে অটল থাকার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

১০১. *বেহেশতী জেওর ১/৯৭।*
১০২. *ঐ।*
১০৩. *ঐ।*
১০৪. *ঐ।*
১০৫. *ঐ।*

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।

আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।

সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি

AL-BARAKA JEWELLERS-2

আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু

এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

নফল ছিয়াম সমূহ

-আত-তাহরীক ডেস্ক

নফল ইবাদতের মধ্যে নফল ছিয়াম অতিগুরুত্বপূর্ণ। বছরের বিভিন্ন সময়ে নফল ছিয়াম রাখা যায়। বিভিন্ন সময়ের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে একেকটির ফযীলতও একেক ধরনের। নিম্নে নফল ছিয়াম সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।

ছিয়ামের ফযীলত :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ يَوْمًا فِى سَبِيلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে একটি ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুন হ'তে ৭০ বছরের পথ দূরে রাখবেন'।[১] অন্য বর্ণনায় ১০০ বছরের পথ দূরে রাখবেন বলা হয়েছে।[২]

১. শা'বান মাসের ছিয়াম :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযানের ফরয ছিয়ামের পর শা'বান মাসেই একটানা নফল ছিয়াম পালন করতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلاَّ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِىْ شَعْبَانَ– 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রামাযান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে পুরো মাস ছিয়াম রাখতে দেখিনি। আর শা'বান মাসের চেয়ে অন্য কোন মাসে এত অধিক ছিয়াম রাখতে দেখিনি'।[৩]

তিনি আরো বলেন, لَمْ يَكُنِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَصُوْمُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শা'বান মাসের চেয়ে অধিক ছিয়াম কোন মাসে পালন করতেন না। তিনি পুরো শা'বান মাসই ছিয়াম পালন করতেন'।[৪]

উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, مَارَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَصُوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلاَّ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ– 'নবী করীম (ছাঃ)-কে শা'বান ও রামাযান ব্যতীত একাধারে দুই মাস ছিয়াম পালন করতে দেখিনি'।[৫]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, مَارَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فِىْ شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِىْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُوْمُهُ إِلاَّ قَلِيْلاً بَلْ كَانَ يَصُوْمُهُ كُلَّهُ– 'শা'বান মাসের মত আর কোন মাসে এত অধিক নফল ছিয়াম রাখতে আমি রাসূল (ছাঃ)-কে দেখিনি। এ মাসের কিছু ব্যতীত বরং পুরো মাসই তিনি ছিয়াম রাখতেন'।[৬]

শা'বান মাসের কয়েকদিন ব্যতীত ছিয়াম পালন করা রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য খাছ ছিল। উম্মতের জন্য তিনি প্রথম অর্ধাংশ পসন্দ করেছেন। তিনি বলেন, إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلاَصَوْمَ حَتَّى يَجِئَ رَمَضَانُ. 'শা'বান মাসের অর্ধেক অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে রামাযান না আসা পর্যন্ত আর কোন ছিয়াম নেই'।[৭] তবে কেউ ছিয়াম রাখতে অভ্যস্ত হ'লে সে রাখতে পারে।

২. শাওয়াল মাসের ছিয়াম :

শাওয়াল মাসে ৬টি ছিয়াম রাখা অতি গুরুত্বপূর্ণ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ– 'যে রামাযানের ছিয়াম রেখেছে এবং পরে শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম রেখেছে, সে যেন সারা বছর ছিয়াম রাখল'।[৮]

৩. যিলহজ্জ ও আরাফার ছিয়াম :

নফল ছিয়ামের মধ্যে যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশক ও আরাফার দিনের ছিয়ামের মর্যাদা সবচেয়ে বেশী। যিলহজ্জের প্রথম দশকের ছিয়ামের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِىْ الْعَشْرَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ قَالَ وَلاَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَالِكَ بِشَيْءٍ–

'আল্লাহ্র নিকট যিলহজ্জ মাসের দশ দিনের নেক আমলের চেয়ে অধিক পসন্দনীয় নেক আমল আর নেই। ছাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদও নয়? তিনি বললেন, না, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদও নয়। তবে যে ব্যক্তি তার জান, মাল নিয়ে বের হয়ে ফিরে আসেনি (তার সৎকাজ এর চেয়েও বেশী মর্যাদাপূর্ণ)'।[৯] আরাফার দিনের ছিয়াম প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّىْ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِىْ بَعْدَهُ. 'আরাফার দিনের ছিয়াম সম্পর্কে আমি আল্লাহ্র নিকট

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৫৫, ৪/২৫৩।*
২. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৬৭, ২৫৬৫।*
৩. *বুখারী, হা/১৯৬৯; নাসাঈ হা/২৩৫১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৩৮।*
৪. *বুখারী, হা/১৯৭০।*
৫. *তিরমিযী হা/৬৩৬, সনদ ছহীহ।*
৬. *তিরমিযী হা/৬৩৭, সনদ হাসান ছহীহ।*
৭. *ইবনু মাজাহ, হা/১৬৫১, সনদ ছহীহ; তিরমিযী হা/৭৩৮।*
৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৪৯; তিরমিযী হা/৭৫৯, ইবনু মাজাহ হা/১৭১৫।*
৯. *ইবনু মাজাহ, হা/১৭২৭; তিরমিযী হা/৭৫৭, সনদ ছহীহ।*

আশা করি যে, তিনি এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী এক বছর ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিবেন'।[১০]

আরাফার দিনে আরাফায় অবস্থানকারী হাজীগণ ছিয়াম পালন করবেন না। এছাড়া অন্যান্য সকল মুসলমান নফল ছিয়ামের মধ্যে সর্বাধিক নেকী সম্পন্ন এই ছিয়াম পালন করে অশেষ নেকী অর্জনে সচেষ্ট হবেন।

৪. আশূরার ছিয়াম :

আশূরার ছিয়াম তথা মুহাররমের ১০ তারিখের ছিয়ামও অধিক ফযীলতপূর্ণ। ইহুদীরাও এইদিন ছিয়াম পালন করত। ফেরাঊনের কবল থেকে মূসা (আঃ)-এর নাজাতের শুকরিয়া স্বরূপ এ ছিয়াম রাখা হয়। কারবালার প্রান্তরে হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদতকে কেন্দ্র করে এ ছিয়াম পালন করলে শুধু কষ্ট করাই সার হবে। কারণ তার অর্ধ শতাব্দী পূর্বেই ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় এসে ইহুদীদেরকে আশূরার ছিয়াম পালন করতে দেখে এর কারণ জানতে চাইলে তারা বলল, هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوْسَى– 'এই দিন উত্তম দিন। এই দিনে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে তাদের শত্রুদের কবল থেকে মুক্তি দান করেছিলেন, ফলে মূসা (আঃ) এই দিনে ছিয়াম পালন করেছেন'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوْسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ 'আমি তোমাদের চেয়ে মূসা (আঃ)-এর (আদর্শের) অধিক হক্বদার। অতঃপর তিনি এ দিনে ছিয়াম পালন করেন ও ছিয়াম পালনের নির্দেশ দেন'।[১১]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,

مَارَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلاَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِى شَهْرَ رَمَضَانَ–

'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আশূরার ছিয়ামের ন্যায় অন্য কোন ছিয়ামকে এবং এই মাস অর্থাৎ রামাযান মাসের ন্যায় অন্য কোন মাসকে প্রাধান্য দিতে দেখিনি'।[১২]

২য় হিজরী সনে রামাযান মাসের ছিয়াম ফরয করা হ'লে রাসূল (ছাঃ) এই নির্দেশ শিথিল করে দেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) প্রথমে আশূরার ছিয়াম পালনের নির্দেশ দেন। পরে যখন রামাযান মাসের ছিয়াম ফরয করা হয় তখন আশূরার ছিয়াম ছেড়ে দেয়া হ'ল। যার ইচ্ছা সে পালন করত, যার ইচ্ছা সে ছেড়ে দিত।[১৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, صُوْمُوْا يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَخَالِفُوا الْيَهُوْدَ وَصُوْمُوْا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا– 'তোমরা আশূরার ছিয়াম রাখ এবং ইহুদীদের বিপরীত কর। তোমরা আশূরার সাথে তার পূর্বে একদিন অথবা পরে একদিন ছিয়াম পালন কর'।[১৪] সুতরাং আশূরার ছিয়াম মুহাররমের ৯, ১০ অথবা ১০, ১১ তারিখে রাখা যায়। তবে ৯, ১০ তারিখে রাখাই সর্বোত্তম।[১৫]

এ ছিয়ামের ফযীলত প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ اَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ– 'আশূরার ছিয়াম সম্পর্কে আমি আল্লাহ্র নিকটে আশা রাখি যে, উহা বিগত এক বছরের পাপ মোচন করে দিবে'।[১৬]

৫. প্রতি মাসে তিন দিন ছিয়াম :

প্রতি মাসে তিনদিন ছিয়াম রাখা রাসূল (ছাঃ)-এর নিয়মিত ও পসন্দনীয় আমল। তিনদিন ছিয়াম রাখার বিনিময়ে পুরো মাস ছিয়াম রাখার সমান নেকী পাওয়া যায়। আবূ যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَذَالِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيْقَ ذَالِكَ فِىْ كِتَابِهِ: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا اَلْيَوْمُ بِعَشْرَةِ أَيَّامٍ–

'যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন ছিয়াম রাখে তা যেন সারা বছর ছিয়াম রাখার সমান। এর সমর্থনে আল্লাহ তাঁর কিতাবে নাযিল করেন, 'যদি কেউ একটি ভাল কাজ করে তার প্রতিদান হ'ল এর দশগুণ' *(আন'আম ৬/১৬০)*। সুতরাং এক দিন দশদিনের সমান।[১৭]

চাঁদের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে এই ছিয়াম রাখা সুন্নাত। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবূ যার (রাঃ)-কে বলেন, হে আবূ যার! তুমি প্রতি মাসে তিন দিন ছিয়াম রাখতে চাইলে তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখে রাখ'।[১৮]

৬. সোমবার ও বৃহস্পতিবারের ছিয়াম :

সোমবার ও বৃহস্পতিবারের ছিয়ামের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম রাখতেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে

১০. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৪৬; তিরমিযী হা/৭৪৯, সনদ ছহীহ; ইবনু মাজাহ হা/১৭৩০।*
১১. *বুখারী হা/২০০৪।*
১২. *বুখারী হা/২০০৬।*
১৩. *বুখারী হা/২০০২, ২/৩৭৬ পৃঃ।*
১৪. *বায়হাক্বী ৪/২৮৭ পৃঃ।*
১৫. *আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয় (হা.ফা.বা.), পৃঃ ৩, টীকা-৮ দ্রঃ।*
১৬. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৪৬, ৪/২৫১।*
১৭. *তিরমিযী হা/৭৬২, ইবনু মাজাহ, হা/১৭০৮, সনদ ছহীহ।*
১৮. *তিরমিযী হা/৭৬১, সনদ হাসান ছহীহ।*

আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম রাখেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ والْخَمِيْسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِيْ وَأَنَا صَائِمٌ-

'প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার আমলনামা সমূহ আল্লাহ্র নিকটে পেশ করা হয়। আমি পসন্দ করি যে, ছিয়াম অবস্থায় আমার আমলনামা আল্লাহ্র নিকটে পেশ করা হোক'।[১৯]

৭. দাঊদ (আঃ)-এর ছিয়াম :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাঊদ (আঃ)-এর ছিয়ামকে সর্বোত্তম বলেছেন। তিনি বলেন, لَاصَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَطْرَ الدَّهْرِ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا- 'দাঊদ (আঃ)-এর ছিয়াম সর্বোত্তম। তা হচ্ছে অর্ধেক বছর। (সুতরাং) একদিন ছিয়াম পালন কর ও একদিন ছেড়ে দাও'।[২০]

নিষিদ্ধ ছিয়াম :

কিছু কিছু দিনে ছিয়াম পালনে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। নিম্নে সেগুলো তুলে ধরা হ'ল-

(১) ছওমে বিছাল (বিরতিহীন ছিয়াম) : ছাওমে বিছাল হচ্ছে ইফতার ও সাহারী গ্রহণ ব্যতীত দিনের পর দিন ছিয়াম পালন করা। এটি নিষিদ্ধ।[২১]

(২) সারা বছরের ছিয়াম : সারা বছর ছিয়াম পালন নিষিদ্ধ। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) সারা বছর ছিয়াম পালন করতে চাইলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাঊদ (আঃ)-এর ছিয়ামের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'এর চেয়ে উত্তম ছিয়াম আর নেই'।[২২] অন্যত্র এসেছে مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَاصَامَ 'যে ব্যক্তি সারা বছর ছিয়াম রাখে, সে মূলতঃ ছিয়াম রাখে না'।[২৩]

(৩) শনিবারের ছিয়াম : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমাদের উপর ফরযকৃত ছিয়াম ব্যতীত কেউ যেন শনিবারে ছিয়াম না রাখে। আঙ্গুরের লতার বাকল বা গাছের ডাল ছাড়া অন্য কিছু যদি না পায় তবে সে যেন (ভঙ্গ করার জন্য) তাই চিবিয়ে নেয়।[২৪]

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, ومعنى كَرَاهَتِه فِيْ هَذَا أَنْ يَّخُصَّ الرَّجُلُ يَوْمَ السَّبْتِ بِصِيَامٍ، لِأَنَّ اليَهُوْدَ تُعَظِّمُ يَوْمَ السَّبْتِ- 'এই ছিয়াম মাকরূহ হওয়ার কারণ হচ্ছে, কেবল শনিবারকে (নফল) ছিয়ামের জন্য নির্দিষ্ট করা। কারণ ইহুদীরা শনিবারকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে থাকে'।[২৫]

(৪) শুক্রবারের ছিয়াম : জুয়াইরিয়া (রাঃ) বলেন, তিনি ছিয়ামরত অবস্থায় রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট প্রবেশ করেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি গতকাল ছিয়াম পালন করেছিলে? তিনি বললেন, না। আবার জিজ্ঞেস করলেন, আগামী দিন কি ছিয়াম পালনের ইচ্ছা রাখ? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাহ'লে ছিয়াম ভেঙ্গে ফেল'।[২৬]

বৃহস্পতিবার অথবা শনিবার ছিয়াম রাখার নিয়ত না থাকলে শুধু শুক্রবার ছিয়াম রাখতে রাসূল (ছাঃ) অত্র হাদীছে নিষেধ করেছেন।

(৫) দুই ঈদের দিনের ছিয়াম : ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) এই দুই দিন ছিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন। (ঈদুল ফিতরের দিন) যেদিন তোমরা ছিয়াম ছাড়। আরেকদিন, যেদিন তোমরা কুরবানীর গোশত খাও। অর্থাৎ ঈদুল আযহার দিন।[২৭]

(৬) আইয়ামে তাশরীক-এর ছিয়াম : যিলহজ্জ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখকে আইয়্যামে তাশরীক বলা হয়। ঈদুল আযহার দিনের পরের এই দিনগুলোতে আরবরা গোশত শুকাত বলে এই দিনগুলোকে আইয়্যামে তাশরীক বলা হয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আইয়ামে তাশরীক হ'ল পানাহার ও আল্লাহ্র যিকরের দিন'।[২৮]

নফল ছিয়ামের নিয়ত, নফল ছিয়াম ভাঙ্গা ও তার ক্বাযা :

'নিয়ত' অর্থ সংকল্প। যা মুখে উচ্চারণ করতে হয় না। মনে মনে সংকল্প করাই যথেষ্ট। নফল ছিয়ামের নিয়ত সাহারীর পূর্বে করা শর্ত নয়। পরেও নিয়ত করা যায়। কোন ওযর ব্যতীত নফল ছিয়াম ভাঙ্গা যায়। পরে তার কোন কাযা করারও আবশ্যকতা নেই।[২৯]

পরিশেষে নফল ইবাদত আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের মাধ্যম। তাই বেশী বেশী নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা আমাদের জন্য যরূরী। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিকভাবে নফল ইবাদত করার তাওফীক দান করুন- আমীন!!

১৯. *তিরমিযী হা/৭৪৭, সনদ ছহীহ।*
২০. *বুখারী হা/১৯৮০।*
২১. *বুখারী হা/১৯৬৫।*
২২. *বুখারী হা/১৯৭৬।*
২৩. *নাসাঈ হা/২৩৭৩।*
২৪. *তিরমিযী হা/৭৪৪, সনদ ছহীহ।*
২৫. *ঐ, পৃঃ ১৮৪।*
২৬. *বুখারী, হা/১৯৮৬।*
২৭. *বুখারী, হা/১৯৯০, ১৯৯১, ১৯৯৩, ১৯৯৫।*
২৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫২।*
২৯. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৭৬।*

প্রচলিত অর্থে আহলেহাদীছ কোন মাযহাবের নাম নয়; ইহা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম

রামাযান ও ছিয়াম সম্পর্কে কতিপয় যঈফ ও জাল বর্ণনা

*আবু আব্দুল্লাহ**

মাহে রামাযান আল্লাহ্র এক অনন্য নে'মত। বান্দাদের পরকালীন মুক্তি ও জান্নাত লাভের সুযোগ করে দিতে এ মাস আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক বিশেষ অনুদান, অতি বড় ইহসান ও অনুগ্রহ। ছহীহ হাদীছে রামাযান ও ছিয়ামের অশেষ গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। তারপরেও এ মাসের ফযীলত বর্ণনায় বিভিন্ন যঈফ-জাল বর্ণনা সমাজে প্রচলিত আছে। এগুলি আমলযোগ্য নয়। তদুপরি এক শ্রেণীর আলেম এসব প্রচার করে থাকেন। এ থেকে সাধারণ মানুষকে সতর্ক ও সাবধান করতে কিছু জাল-যঈফ বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

١. وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالْمَدِينَةِ كَصِيَامِ أَلْفِ شَهْرٍ فِيمَا سِوَاهُ، وفي لفظ : خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ رَمَضَانَ فِيمَا سِوَاهَا مِنَ الْبُلْدَانِ-

'মদীনায় এক রামাযান ছাওম পালন করা অন্যান্য শহরে হাযার মাসের ছাওমের সমান'। অন্য শব্দে আছে, 'দুনিয়ার অন্যান্য শহরে হাযার রামাযানের তুলনায় উত্তম'।[১] হাদীছটি মওযূ'।[২]

٢. سَيِّدُ الشُّهُورِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةً ذُو الْحِجَّةِ-

'মাস সমূহের সরদার হচ্ছে রামাযান মাস। আর সবচেয়ে বেশী সম্মানিত হচ্ছে যিলহজ্জ'।[৩] হাদীছটি যঈফ।[৪]

٣. إِنَّ فِي السَّمَاءِ مَلاَئِكَةٌ لاَ يَعْلَمُ عَدَدَهُمْ إِلاَّ اللهُ، فَإِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ اسْتَأْذَنُوْا رَبَّهُمْ أَنْ يَحْضُرُوْا مَعَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم-

'আসমানে বহু ফেরেশতা রয়েছে, যাদের সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। যখন রামাযান মাস আগমন করে, তখন তারা উম্মতে মুহাম্মদীর সাথে (তারাবীতে) অংশগ্রহণ করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে'।[৫] হাদীছটি যঈফ।[৬]

٤. شَهْرُ رَمَضَانَ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ-

'রামাযান মাসের প্রথম অংশ রহমত, মধ্যম অংশ মাগফেরাত ও শেষ অংশ জাহান্নাম থেকে মুক্তির'।[৭] হাদীছটি মুনকার।[৮]

٥. صُوْمُوْا تَصِحُّوْا-

'ছাওম পালন কর, সুস্থ থাক'।[৯] হাদীছটি যঈফ।[১০]

٦. لَوْ يَعْلَمُ الْعِبَادُ مَا فِي رَمَضَانَ لَتَمَنَّتْ أُمَّتِي أَنْ يَكُونَ رَمَضَانُ سَنَةً كُلَّهَا، إِنَّ الْجَنَّةَ تُزَيَّنُ لِرَمَضَانَ مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ إِلَى الْحَوْلِ،

'বান্দারা যদি জানত যে, রামাযানে কি রয়েছে, তাহ'লে তারা আশা করত পুরো বছর যেন রামাযান হয়। নিশ্চয়ই জান্নাতকে বছরের শুরু থেকে অন্য বছরের শুরু পর্যন্ত রামাযানের জন্য সুসজ্জিত করা হয়...'।[১১] হাদীছটি দুর্বল।[১২]

٧. إِنَّ الْجَنَّةَ لَتَزَّخْرَفُ وَتُنَجَّدُ مِنَ الْحَوْلِ إِلَى الْحَوْلِ لِدُخُولِ رَمَضَانَ، فَتَقُوْلُ الْحُوْرُ: يَا رَبِّ اجْعَلْ لَنَا فِي هَذَا الشَّهْرِ مِنْ عِبَادِكَ أَزْوَاجًا،

'নিশ্চয়ই জান্নাত এক বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রামাযান আগমনের জন্য সজ্জিত ও পরিপাটি করা হয়। তখন জান্নাতী হূররা বলে, হে আল্লাহ! এ মাসে তোমার বান্দাদের থেকে আমাদের জন্য স্বামী নির্বাচন কর'।[১৩] হাদীছটি মুনকার।[১৪]

٨. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الإِفْطَارِ اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ-

'নবী করীম (ছাঃ) প্রত্যেক ইফতারের সময় বলতেন, হে আল্লাহ! আপনার জন্য ছাওম পালন করছি এবং আপনার রিযকের দ্বারাই ইফতার করছি'।[১৫] হাদীছটি দুর্বল।[১৬]

---

* নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

১. ত্বাবারাণী, কাবীর; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৪৮০০; আল-ইলালুল মুতানাহিয়াহ হা/৯৪৭।
২. সিলসিলা যঈফাহ হা/১০৬৭; যঈফুল জামে' হা/৩৫২২।
৩. বাযযার, দায়লামী; কাশফুল খাফা, হা/১৫০৪; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৪৭৭৫।
৪. যঈফাহ হা/৩৭২৭; যঈফুল জামে' হা/৩৫২১।
৫. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান ৩/৩৩৭; সুয়ূতী, দুররুল মানছূর ৮/৫৮২; কানযুল উম্মাল ৮/৪১০।
৬. যঈফাহ হা/৪১৪২।
৭. উকায়লী, কিতাবুয যু'আফা ২/১৬২; ইবনু আদী, আল-কামেল ফী যু'আফায়ির রিজাল ১/১৬৫; ইবনু আবী হাতেম, কিতাবু ইলালিল হাদীছ ১/২৪৯।
৮. যঈফাহ ২/২৬২, ৪/৭০।
৯. আল-ইরাকী, তাখরীজুল ইহইয়া ৩/৭৫; আল-কামেল ফী যু'আফায়ির রিজাল ২/৩৫৭; শাওকানী, আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ'আহ ফিল আহাদিছিল মাওযূ'আহ ১/২৫৯; আস-সাখাবী, মাকাছীদুল হাসানাহ ১/৫৪৯; আজলুনি, কাশফুল খাফা ২/৫৩৯।
১০. যঈফাহ ১/৪২০, হা/২৫৩।
১১. হায়ছামী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৩/১৪১।
১২. ইবনুল জাওযী, আল-মাওযূ'আত ২/১৮৮; তানযীহুশ শরী'আহ ২/১৫৩; আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ'আহ ১/২৫৪।
১৩. ত্বাবারাণী, আল-আওসাত্ব হা/৩৬৮৮; আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ'আহ ১/৩৪।
১৪. যঈফাহ হা/১৩২৫।
১৫. আবু দাউদ হা/২৩৫৮; মিশকাত হা/১৯৯৪।
১৬. ইবনুল মুলাক্কিন, খুলাছাতুল বাদরুল মুনীর ১/৩২৭, হা/১১২৬; হাফেয ইবনু হাজার, তালখীছুল হাবীর ২/২০২, হা/৯১১; মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৩/১৫৬; যঈফুল জামে' হা/৪৩৪৯।

Contents

١٤. وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كُلَّ لَيْلَةٍ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ سِتُّوْنَ أَلْفًا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ أَعْتَقَ مِثْلَ مَا أَعْتَقَ فِيْ جَمِيْعِ الشَّهْرِ ثَلاَثِيْنَ مَرَّةً سِتِّيْنَ أَلْفًا سِتِّيْنَ أَلْفًا-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রামাযান মাসের প্রত্যেক দিন ইফতারের সময় ষাট হাযার মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। অতঃপর ঈদুল ফিতরের দিনে ঐ পরিমাণ ক্ষমা করেন যে পরিমাণ তিনি পূর্ণ মাস করেছেন। ত্রিশবারে ষাট হাযার ষাট হাযার'।[২৮] হাদীছটি যঈফ।[২৯]

١٥. إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ نَظَرَ اللهُ إِلَى خَلْقِهِ وَإِذَا نَظَرَ اللهُ إِلَى عَبْدٍ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا وَلِلهِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ أَلْفُ أَلْفِ عَتِيْقٍ مِّنَ النَّارِ فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ تِسْعٍ وَّعِشْرِيْنَ أَعْتَقَ اللهُ فِيْهَا مِثْلَ جَمِيْعِ مَا أَعْتَقَ فِى الشَّهْرِ كُلِّهِ-

'রামাযানের প্রথম রাত্রিতে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির দিকে তাকান। আর আল্লাহ যখন কোন বান্দার দিকে দৃষ্টি দেন তাকে আর কখনই শাস্তি দেন না। প্রতিদিন হাযার হাযার বা দশ লক্ষ মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। আর ২৯ তারিখ রাত্রিতে আল্লাহ ঐ পরিমাণ মানুষকে ক্ষমা করে থাকেন সারা মাসে যত লোককে ক্ষমা করে দেন'।[৩০] হাদীছটি মাওযূ'।[৩১]

١٦. شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ أُمَّتِيْ تَرْمُضُ فِيْهِ ذُنُوْبُهُمْ، فَإِذَا صَامَهُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَلَمْ يَكْذِبْ وَلَمْ يَغْتَبْ وَفِطْرُهُ طِيْبٌ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَمَا تَخْرُجُ الْحَيَّةُ مِنْ سَلَخِهَا-

রামাযান মাস আমার উম্মতের মাস, যাতে তাদের গোনাহ সমূহ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। মুসলিম বান্দা যখন ছিয়াম পালন করে, মিথ্যা বলে না, গীবত করে না এবং তার ইফতার হবে পবিত্র বস্তু দ্বারা, সে তার গোনাহ থেকে এমনভাবে বের হয়ে যায়, যেভাবে সাপ তার গর্ত থেকে বের হয়ে যায়'।[৩২] হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ।[৩৩]

١٧. مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ بِمَكَّةَ فَصَامَ وَقَامَ مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ لَهُ كَتَبَ اللهُ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيمَا سِوَاهَا. وَكَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ وَكُلَّ لَيْلَةٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ وَكُلِّ يَوْمٍ حُمْلاَنَ

٩. جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلاَلَ، قَالَ : أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : يَا بِلَالُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا.

'এক বেদুঈন নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমি চাঁদ দেখেছি, তিনি বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)। সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, হে বেলাল! মানুষকে জানিয়ে দাও, তারা যেন আগামী কাল ছাওম পালন করে'।[১৭] হাদীছটি মুরসাল[১৮] ও যঈফ।[১৯]

١٠. نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ، وَسُكُوْتُهُ تَسْبِيحٌ، وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ، وَعَمَلُهُ مُتَقَبَّلٌ-

'ছায়েমের নিদ্রা ইবাদত, তার চুপ থাকা তাসবীহ (পাঠের সমতুল্য), তার দো'আ ও আমল কবুল হয়'।[২০] হাদীছটি যঈফ।[২১]

١١. وَمَنْ أَدَّى فِيْهِ فَرِيْضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ،

'যে ব্যক্তি রাযামানে একটি ফরয আদায় করবে, অন্য মাসে তা সত্তরটি ফরয আদায়ের সমান'।[২২] হাদীছটি মুনকার।[২৩]

١٢. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক বস্তুর যাকাত আছে, আর শরীরের যাকাত হচ্ছে ছিয়াম'।[২৪] হাদীছটি যঈফ।[২৫]

١٣. يُسَبِّحُ لِلصَّائِمِ كُلُّ شَعْرَةٍ مِنْهُ وَيُوْضَعُ لِلصَّائِمِيْنَ وَالصَّائِمَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ الْعَرْشِ مَائِدَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ-

'ছায়েমের প্রতিটি লোমকূপ তাসবীহ পাঠ করে। আর ছিয়াম পালনকারী নারী-পুরুষের জন্য ক্বিয়ামত দিবসে আরশের নীচে স্বর্ণের দস্তরখানা বিছানো হবে'।[২৬] হাদীছটি যঈফ।[২৭]

---

১৭. *আবূ দাউদ হা/২৩৪০; তিরমিযী হা/৬৯১; নাসাঈ, আল-কুবরা হা/২৪৩৩-৩৬; ইবনু মাজাহ হা/১৬৫২।*
১৮. *নাসাঈ, আল-কুবরা হা/২৪৩৫-৩৬।*
১৯. *ইরওয়াউল গালীল হা/৯০৭।*
২০. *মুসনাদ ইবনে আবী আওফা ২/১২০; দায়লামী ৪/৯৩।*
২১. *যঈফাহ হা/৪৬৯৬; যঈফুল জামে' হা/৫৯৭২।*
২২. *ইবনু খুযায়মা হা/১৮৮৭; মিশকাত হা/১৯৬৫।*
২৩. *যঈফাহ হা/৮৭১; যঈফ আত-তারগীব হা/৫৮৯।*
২৪. *ইবনু মাজাহ হা/১৭৪৫; মিশকাত হা/২০৭২।*
২৫. *যঈফাহ হা/১৩২৯।*
২৬. *ত্বাবারাণী, কাবীর; তাযকিরাতুল মাওযূ'আত ১/৭০; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৫০৮৮।*
২৭. *যঈফাহ হা/১৩২৯, ৩৮১১; যঈফ আত-তারগীব, হা/৫৭৯।*
২৮. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, ৩/৩০৪, হা/৩৬০৬।*
২৯. *যঈফ আত-তারগীব হা/৫৯৯।*
৩০. *ইছফাহানী, আত-তারগীব ১/১৮০।*
৩১. *আল-মাওযূ'আত ২/১৮৯-৯০; আল-লালিলমাছনূ'আহ ২/১০০-১০১; যঈফাহ হা/৫৪৬৮; যঈফ আত-তারগীব হা/৫৯১।*
৩২. *মুসনাদুল ফিরদাউস পৃঃ ২২৮।*
৩৩. *যঈফাহ হা/৫৪০০।*

فَرَسٍ فِى سَبِيلِ اللهِ وَفِى كُلِّ يَوْمٍ حَسَنَةً وَفِى كُلِّ لَيْلَةٍ حَسَنَةٌ-

'যে ব্যক্তি মক্কায় রামাযান মাস পেল, ছিয়াম রাখল এবং যথাসাধ্য (রাতে) ইবাদত করল, আল্লাহ তা'আলা তাকে অন্য স্থানের তুলনায় এক লক্ষ রামাযান মাসের ছওয়াব দান করবেন এবং প্রতিটি দিনের পরিবর্তে একটি গোলাম এবং প্রতিটি রাতের পরিবর্তে একটি গোলাম আযাদ করার ছওয়াব (তার আমলনামায়) লিখে দিবেন, প্রতিটি দিনের পরিবর্তে আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধের জন্য একটি ঘোড়া দানের সমপরিমাণ ছওয়াব, প্রতি দিনের জন্য একটি নেকী এবং প্রতিটি রাতের জন্য একটি নেকী দান করবেন।[৩৪] হাদীছটি মাওযূ'।[৩৫]

١٨. رَجَبُ شَهْرُ اللهِ، وَشَعْبَانُ شَهْرِيْ، وَرَمَضَانُ شَهْرُ أُمَّتِيْ-

'রজব আল্লাহর মাস ও শা'বান আমার মাস। আর রামাযান আমার উম্মতের মাস'।[৩৬] হাদীছটি যঈফ।[৩৭]

١٩. خيرة الله من الشهور شهر رجب، وهو شهر الله، مَن عظّم شهر الله رجب عظم أمر الله، ومن عظم أمر الله؛ أدخله جنات النعيم، وأوجب له رضوانه الأكبر. وشعبان شهري، فمن عظم شعبان فقد عظم أمري، ومن عظم أمري كنت له فرطاً وذخراً يوم القيامة، وشهر رمضان شهر أمتي، فمن عظم شهر رمضان وعظم حرمته، ولم ينتهكه، وصام نهاره، وقام ليله، وحفظ جوارحه؛ خرج من رمضان وليس عليه ذنب يطلبه الله به.

'মাস সমূহের মধ্যে উত্তম মাস রজব। আর সেটি আল্লাহ্র মাস। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র মাস রজবকে সম্মান করবে। সে আল্লাহ্র নির্দেশকে মর্যাদা মণ্ডিত করল। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নির্দেশকে মর্যাদা মণ্ডিত করল আল্লাহ তাকে জান্নাতুন নাঈমে প্রবেশ করাবেন এবং তার জন্য তাঁর মহা সন্তুষ্টি আবশ্যক করে দিবেন। আর শা'বান আমার মাস। যে ব্যক্তি শা'বান মাসকে সম্মান করবে। সে আমার নির্দেশকে সম্মান করবে। আর যে ব্যক্তি আমার মাসকে সম্মান করবে। আমি তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন অগ্রগামী ও আখিরাতের পুঁজি হয়ে যাব। আর রামাযান মাস আমার উম্মতের মাস। যে ব্যক্তি রামাযান মাসকে সম্মান করবে' তার মর্যাদাকে রক্ষা করবে, এর সম্মান খাটো করবে না, এর দিনে ছিয়াম পালন ও রাতে ক্বিয়াম করবে এবং এর বিধানকে হেফাযত করবে সে রামাযান মাসকে এমনভাবে অতিক্রম করবে যে, তার কোন গুনাহ থাকবে না, যার কারণে আল্লাহ তাকে তলব করবেন'।[৩৮] হাদীছটি মাওযূ'।[৩৯]

٢٠. عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا فِي رَمَضَانَ مِنْ كَسْبٍ حَلَالٍ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ لَيَالِيَ رَمَضَانَ كُلِّهَا، وَصَافَحَهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَمَنْ صَافَحَهُ جِبْرِيلُ تَكْثُرُ دُمُوْعُهُ، وَيَرِقُّ قَلْبُهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَكُنْ ذَاكَ عِنْدَهُ؟ قَالَ: فَلُقْمَةُ خُبْزٍ، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَكُنْ ذَاكَ عِنْدَهُ؟ قَالَ: فَقَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَكُنْ ذَاكَ عِنْدَهُ؟ قَالَ: فَمَذْقَةٌ مِنْ لَبَنٍ، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَكُنْ ذَاكَ عِنْدَهُ؟ قَالَ: فَشَرِبَةٌ مِنْ مَاءٍ.

সালমান ফারেসী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রামাযানে কোন ছায়েমকে হালাল উপার্জন থেকে ইফতার করাবে, তার জন্য ফেরেশতাগণ রামাযানের রাত্রিগুলিতে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। ক্বদরের রাত্রিতে জিবরীল (আঃ) তার সাথে মুছাফাহা করবেন। আর জিবরীল যার সাথে মুছাফাহা করবেন, তার অশ্রু অধিক হবে এবং তার অন্তর নরম হবে। জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! তার কাছে যদি ঐরূপ খাদ্য না থাকে? তিনি বললেন, তাহ'লে এক লোকমা রুটি (খাওয়াবে)। লোকটি বলল, যদি তাও না থাকে? তিনি বললেন, তাহ'লে এক মুষ্টি খাদ্য (খওয়াবে)। লোকটি বলল, যদি তাও না থাকে? তিনি বললেন, তাহ'লে এক ঢোক দুধ (পান করাবে)। লোকটি বলল, যদি তাও না থাকে? তিনি বললেন, তাহ'লে পানি পান করাবে'।[৪০] হাদীছটি যঈফ।[৪১]

এতদ্ব্যতীত আরো বহু জাল-যঈফ বর্ণনা সমাজে প্রচলিত আছে। মানুষকে দ্বীনের দিকে ফিরিয়ে আনার মানসে এ ধরনের বর্ণনা প্রচার করার প্রয়োজন নেই। কেননা এসব প্রকৃতপক্ষে রাসূলের উপরে মিথ্যাচার। এর জন্য পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে। মানুষকে হকের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য ছহীহ হাদীছ বর্ণনার মাধ্যমে চেষ্টা করতে হবে। জাল-যঈফ বর্ণনা প্রচার করে নিজে গোনাহগার হওয়ার কোনই প্রয়োজন নেই। আল্লাহ আমাদেরকে সকল প্রকার জাল-যঈফ ও বানোয়াট বর্ণনা পরিহার করে ছহীহ হাদীছ প্রচার করার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

---

৩৪. ইবনু মাজাহ হা/৩১১৭।
৩৫. যঈফাহ হা/৮৩২; যঈফুল জামে' হা/৫৩৭৫; যঈফ আত-তারগীব হা/৫৮৫।
৩৬. কাশফুল খাফা হা/১৩৫৮; তানযীহুশ শরী'আহ হা/৫০।
৩৭. যঈফাহ হা/৪৪০০।
৩৮. বায়হাক্বী হা/৩৮১৩, ৩/৩৭৪
৩৯. যঈফাহ হা/৬১৮৮।
৪০. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, হা/৩৯৫৫, ৩/৪১৯।
৪১. যঈফাহ হা/১৩৩৩; যঈফ আত-তারগীব হা/৫৮৯।

মাযহাবের পরিচয়

*ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী**

(৪র্থ কিস্তি)

প্রশ্ন : মাযহাবগুলো সম্পর্কে মন্তব্য কি? তারা কি مَا أَنَا عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ **এবং** وَأَصْحَابِى الْمَهْدِيِّينَ **হাদীছদ্বয় অনুযায়ী ঠিক আছে?**

উত্তর : ‘মাযহাব’ (مــذهب) শব্দের অর্থ মত, পথ, মতবাদ, আদর্শ, বিশ্বাস ইত্যাদি। পরিভাষায় মাযহাব বলতে আক্বীদা, ফিক্বহ, উছূলে ফিক্বহ, ইলমে হাদীছ, আরবী সাহিত্য ও অন্যান্য শারঈ বিষয়ে কোন বিদ্বানের অভিমতকে বুঝায়। এ মাযহাব হ’ল দ্বীন ইসলামের মধ্যে নতুন সংযোজন। চতুর্থ হিজরীর পূর্বে যার কোন অস্তিত্ব ছিল না। ভারতগুরু নামে খ্যাত বিশিষ্ট হানাফী আলেম শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) তাঁর জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ ‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা’-তে অকপটেই স্বীকার করেছেন যে, ‘চতুর্থ হিজরীর পূর্বে লোকেরা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির মাযহাবের মুক্বাল্লিদ ছিলেন না’।[১]

যেহেতু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযামের কোন যুগে মাযহাবের অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং এটা দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি বা বিদ‘আত।

যে সকল মুহাক্কিক্ব মুজতাহিদ আল্লাহভীরু ইমামগণের নামে তাঁদের মৃত্যুর পরে ‘মাযহাব’ তৈরী করা হয়েছে। ইমাম চতুষ্টয়ের কেউই মাযহাব মানতে বলে যাননি। বরং তাঁরা সকলেই বলেছেন, আমাদের রায়ের বিপক্ষে হাদীছ পাওয়া গেলে আমাদের রায়কে প্রত্যাখ্যান করে হাদীছ মেনে নিবে। যেমন-

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর অভিমত :

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) তাঁর অনুসরণের ব্যাপারে বিভিন্ন উক্তি করেছেন। তিনি বলেন,

(١) إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي-

১. ‘যখন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যাবে, (জেনো) সেটাই আমার মাযহাব’।[২]

(٢) حرام على من لم يعرف دليلى أن يفتي بكلامي-

২. ‘যে ব্যক্তি আমার দলীল অবগত নয়, আমার কথা দ্বারা ফৎওয়া দেয়া তার জন্য হারাম’।[৩]

(٣) لاَ يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِنَا مَالَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ أَخَذْنَاهُ-

৩. ‘ঐ ব্যক্তির জন্য আমাদের কোন বক্তব্য গ্রহণ করা হালাল হবে না, যে ব্যক্তি জানে না আমরা তা কোথা থেকে গ্রহণ করেছি’।[৪]

(٤) إذا قلتُ قولاً يخالف كتاب الله تعالى، وخبر الرســـول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فاتركوا قولي-

৪. ‘আমি যদি এমন কথা বলি যা আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের পরিপন্থী হয়, তাহ’লে আমার কথাকে ছুঁড়ে ফেলে দিও’।[৫]

(٥) إننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عند غدًا-

৫. ‘নিশ্চয়ই আমরা মানুষ, আজ আমরা যা বলি, আগামীকাল তা থেকে ফিরে আসি’।[৬]

(٦) ويحك يا يعقوب! لا تكتب كل ما تسمع مني فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غداً، وأرى الرأي غداً وأتركه بعد غد-

৬. ‘হে ইয়াকূব (আবু ইউসুফ) সাবধান! তুমি আমার নিকট থেকে যা কিছু শোন তা সবই লিখে রেখো না। কারণ আজ আমি যে সিদ্ধান্ত প্রদান করি, আগামীকাল তা পরিত্যাগ করি। আবার আগামীকাল যে সিদ্ধান্ত প্রদান করি, তার পরের দিন তা পরিত্যাগ করি’।[৭]

(٧) اياكم والقول فى دين الله بالراى، وعليكم باتباع السنة، فمن خرج عنها قل-

৭. ‘সাবধান! তোমরা আল্লাহ্র দ্বীনে নিজেদের অভিমত প্রয়োগ করা হ’তে বিরত থাক। তোমাদের উচিত সুন্নাতের অনুসরণ করা। যে ব্যক্তি সুন্নাহ হ’তে বের হবে সে পথভ্রষ্ট হবে’।[৮]

ইমাম মালেক (রহঃ)-এর অভিমত :

ইমাম মালেক বিন আনাস (রহঃ) নিজের ও অন্যের অনুসরণের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ মতামত পেশ করেছেন। তিনি বলেন,

(١) ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم-

---

* প্রধান মুহাদ্দিছ, বেলটিয়া কামিল মাদরাসা, জামালপুর।

১. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১/১২৩ পৃঃ।

২. ইবনু আবেদীন, শামী (বৈরূত ছাপা) ১/৬৭ পৃঃ; আব্দুল ওয়াহহাব শা‘রানী, মীযানুল কুবরা (দিল্লী ছাপা, ১২৮৬ হিঃ), ১/৩০ পৃঃ।

৩. ড. অছিউল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আব্বাস, আত-তাক্বলীদ ওয়া হুকমুহু ফী যূইল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ, পৃঃ ২০।

৪. হাফিয ইবনুল ক্বাইয়িম, ইলামুল মুওয়াক্কিঈন (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১৯৯৩/১৪১১ হিঃ), ২/৩০৯ পৃঃ; মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নাবী (ছাঃ) (রিয়ায : মাকতাবাতুল মা‘আরিফ, ১৯৯১/১৪১১ হিঃ), পৃঃ ৪৬।

৫. শায়খ আল-ফুল্লানী, ইকাযুল হিমাম, পৃঃ ৫০।

৬. আত-তাক্বলীদ ওয়া হুকমুহু, পৃঃ ২০।

৭. ছিফাতু ছালাতিন নাবী (ছাঃ), পৃঃ ৪৭; আত-তাক্বলীদ ওয়া হুকমুহু, পৃঃ ২০।

৮. মীযানুল কুবরা ১/৯ পৃঃ।

১. ‘নবী করীম (ছাঃ)-এর পরে এমন কোন ব্যক্তি নেই যার সকল কথা গ্রহণীয় ও বর্জনীয় হ’তে পারে। একমাত্র নবী করীম (ছাঃ)-এর সকল কথাই গ্রহণীয় ও বর্জনীয়’।[৯] অর্থাৎ একমাত্র তাঁর সকল নির্দেশই পালনযোগ্য এবং সকল নিষেধ বর্জনযোগ্য।

(٢) إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُخْطِئُ وَأُصِيبُ؛ فَانْظُرُوا فِي رَأْيِي؛ فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوا بِهِ، وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقْ ذَلِكَ فَاتْرُكُوهُ-

২. ‘আমি একজন মানুষ। আমি আমার সিদ্ধান্তে ভুলও করি আবার ঠিকও করি। অতএব আমার সিদ্ধান্তগুলো যাচাই করে দেখ। যেগুলো কুরআন ও সুন্নাহ্‌র অনুকূলে হয় তা গ্রহণ কর। আর যেগুলো কুরআন ও সুন্নাহ্‌র প্রতিকূলে হয় তা বর্জন কর’।[১০]

(٣) مَنِ ابْتَدَعَ فِي الْإِسْلَامِ بِدْعَةً يَرَاهَا حَسَنَةً، زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَانَ الرِّسَالَةَ، لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ : {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: ٣]، فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا، فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا.

৩. ‘যে ব্যক্তি কোন বিদ‘আত চালু করে এবং মনে করে এটা ভাল কাজ, সে যেন ধারণা করে যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) রিসালাতে খিয়ানত করেছেন *(নাঊযুবিল্লাহ)*। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নে‘মতকে পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম’ *(মায়েদাহ ৫/৩)*। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় যা দ্বীন বলে গণ্য হয়নি আজও তা দ্বীন হিসাবে গণ্য হবে না’।[১১]

ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর অভিমত :

অন্যান্য ইমামগণের ন্যায় ইমাম শাফেঈ (রহঃ)ও বলেছেন,

(١) إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي-

১. ‘(আমার সিদ্ধান্তের বিপরীত) ছহীহ হাদীছ পাওয়া গেলে সেটাই আমার মাযহাব’।[১২]

(٢) إِذَا وَجَدْتُمْ فِي كِتَابِي خِلَافَ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقُولُوا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَدَعُوا مَا قُلْتُ وفي رواية : فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد-

‘যদি তোমরা আমার কিতাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাহ বিরোধী কিছু পাও, তাহ’লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী বল এবং আমার কথাকে পরিত্যাগ কর’। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘তোমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথারই অনুসরণ কর এবং অন্য কারো কথার দিকে দৃকপাত কর না’।[১৩]

(٣) كُلُّ حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ قَوْلِي، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعُوهُ مِنِّي-

৩. ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রত্যেকটি হাদীছই আমার কথা, যদিও আমার নিকট থেকে তোমরা তা না শুনে থাক’।[১৪]

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন,

(٤) أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ وَالرِّجَالِ مِنِّي فَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ صَحِيحًا فأعلموني أَنْ يَكُونَ كُوفِيًّا أَوْ بَصْرِيًّا أَوْ شَامِيًّا أَذْهَبُ إِلَيْهِ إِذَا كَانَ صَحِيحًا-

৪. ‘আপনারা আমার চেয়ে হাদীছ এবং সনদ সম্পর্কে বেশী অবগত আছেন। অতএব কোন ছহীহ হাদীছের সন্ধান পেলে আমাকে জানাবেন কূফী, বাছরী ও শামী যেই হোক না কেন, ছহীহ হাদীছের জন্য আমি তার কাছে যেতে প্রস্তুত’।[১৫]

(٥) كُلُّ مَا قُلْتُ، وَكَانَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافُ قَوْلِي، مِمَّا يَصِحُّ، فَحَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى، وَلَا تُقَلِّدُونِي-

৫. ‘যখন আমি কোন কথা বলি এবং তা যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছের বিপরীত হয়, তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণিত ছহীহ হাদীছই অগ্রগণ্য। অতএব তোমরা আমার তাক্বলীদ করো না’।[১৬]

(٦) كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت؛ فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي-

৯. ইবনু আব্দিল বার্র, আল-জামি‘ ২/৯১ পৃঃ; ইমাম ইবনু হাযম, আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম, ৬/১৪৯ পৃঃ।
১০. ইকাযুল হিমাম পৃঃ ৭২; আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম ৬/১৪৯; আল-জামি‘ ২/৩২।
১১. মানহাজু ইমাম মালিক ফী ইছবাতিল আক্বীদাহ, পৃঃ ৯৯; ইমাম শাতেবী, আল-ই‘তিছাম, ১/৩৩ পৃঃ।
১২. আশ-শা‘রানী, মীযানুল কুবরা ১/৫৭ পৃঃ; ইমাম নববী, আল-মাজমূ‘ ১/৬৩, ইকামুল হিমাম, পৃঃ ১০৭।
১৩. আল-মাজমূ‘ ১/৬৩ পৃঃ, ইকাযুল হিমাম, পৃঃ ১০০; আল-খত্বীব, ইহতিজাজ বিশশাফেঈ ২/৮ পৃঃ, ই‘লামুল মুওয়াক্কিঈন ২/৩৬১।
১৪. ইবনু আবী হাতেম, আদাবুশ শাফেঈ, পৃঃ ৯৩, সনদ ছহীহ।
১৫. ইবনু আব্দিল বার্র, আল-ইনতিফা, পৃঃ ৭৫, আবু নাঈম, আল-হিলইয়াহ, ৯/১০৬, আল-খত্বীব, আল-ইহতিজাজ ১/৮ পৃঃ, ছিফাতু ছালাতিন নাবী (ছাঃ), পৃঃ ৫১।
১৬. আদাবুশ শাফেঈ, পৃঃ ৯৩; আল-মাজমূ‘ ১/৬৩ পৃঃ; আল-হিলইয়াহ, ৯/১০৬, ছিফাতু ছালাতিল নাবী (ছাঃ), পৃঃ ৫২।

৬. ‘আমার জীবদ্দশায় অথবা মৃত্যুর পর যে সকল মাসআলায় আমার কথার বিপরীত মুহাদ্দিছগণের নিকট ছহীহ হাদীছ প্রমাণিত হয়েছে বা হবে ঐসব মাস‘আলায় আমার অভিমত প্রত্যাহার করে নিলাম’।[১৭]

(٧) إذا رأيتم كلامي يخالف السنة فخذوا بالسنة واضربوا بكلامي الحائط-

৭. ‘যখন আমার কোন কথা হাদীছের বিপরীত দেখবে তখন হাদীছ অনুযায়ী আমল করবে এবং আমার কথাকে দেয়ালে ছুঁড়ে মারবে’।[১৮]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর অভিমত :

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)ও অন্যান্য ইমামগণের ন্যায় তাক্বলীদের বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য পেশ করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হ’ল।-

(١) لاَ تقلدني وَلاَ تقلدن مَالكًا وَلاَ الْأَوْزَاعِيّ وَلاَ النَّخعِيّ وَلاَ غَيرهم وَخذ الْأَحْكَام من حَيْثُ أخذُوا من الْكتاب وَالسّنَة-

১. ‘তুমি আমার তাক্বলীদ করো না এবং ইমাম মালেক আওযাঈ, ইব্রাহীম, নাখঈ এবং অন্য কারো তাক্বলীদ করো না। বরং শরী‘আতের বিধি-বিধান গ্রহণ কর সেভাবে, তারা যেভাবে কুরআন-সুন্নাহ থেকে গ্রহণ করেছেন’।[১৯]

(٢) رَأْي الْأَوْزَاعِيّ ورأي مَالك ورأي أبي حنيفَة كُله رَأْي وَهُوَ عِنْدِي سَوَاء وَإِنَّمَا الْحجَّة فِي الْآثَار-

২. ‘ইমাম আওযাঈ, ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানীফার অভিমত সবই মতামত মাত্র। আমার নিকট এসব অভিমত সবই সমান অর্থাৎ এগুলোর একটাও শরী‘আতের দলীল হ’তে পারে না। শরী‘আতের দলীল শুধু মাত্র (রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবীদের) হাদীছ থেকেই হবে’।[২০]

(٣) من رد حديث رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فهو على شفا هَلَكة-

৩. ‘যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ প্রত্যাখ্যান করল, সে ধ্বংসের প্রান্তসীমায় পৌঁছে গেল’।[২১]

(٤) عَجِبْتُ لقَوْمٍ عَرَفُوا الإِسْنَادَ وَصِحَّتَهُ؛ وَيَذْهَبُوْنَ إِلَى رَأْيِ سُفْيَانَ! وَاللهُ تَعَالَى يَقُوْلُ: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ} (النُّوْر:٦٣)-

৪. ‘আমি আশ্চর্য হই তাদের আচরণে যারা ছহীহ হাদীছ জানা সত্ত্বেও ইমাম সুফিয়ানের অভিমত গ্রহণ করতে চায়, অথচ আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, ‘অতএব যারা তাঁর আদেশের (রাসূলের হাদীছের) বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা যেন সতর্ক হয় যে, তাদেরকে ফিৎনা পেয়ে বসবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাব তাদেরকে গ্রাস করবে’ *(নূর ২৪/৬৩)*।[২২]

(٥) لاَ تُقَلِّدْ دِينَكَ الرِّجَالَ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَسْلَمُوا أَنْ يَغْلَطُوا-

৫. ‘তুমি তোমার দ্বীনের ব্যাপারে (নবী ছাঃ ছাড়া) কোন ব্যক্তির তাক্বলীদ করো না। কারণ তারা কখনও ত্রুটিমুক্ত নয়’।[২৩]

মহামতি ইমাম চতুষ্টয়ের উল্লিখিত বক্তব্যগুলো থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা কেউই মাযহাব প্রতিষ্ঠিত করেননি বা মাযহাব প্রতিষ্ঠিত করতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনভাবেই ইঙ্গিত পর্যন্ত করেননি। বরং মাযহাব ও তাক্বলীদ তথা অন্ধানুকরণের বিরুদ্ধে ছিল তাঁদের সুদৃঢ় অবস্থান। তাঁদের সকলের বক্তব্যের মর্মার্থ ছিল একই। আর তা হ’ল হাদীছ না পাওয়ায় উদ্ভূদ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যে রায় দিয়ে গেলাম কখনও যদি এর বিপরীত ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায়, তাহ’লে আমাদের রায়কে প্রত্যাখ্যান করে ছহীহ হাদীছকেই মেনে নিবে। উল্লেখ্য যে, ইমাম চতুষ্টয়ের যামানায় হাদীছ সহজলভ্য ছিল না। কেননা তখন হাদীছ সমূহ কিতাব আকারে সংকলিত হয়নি। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর যামানায় হাদীছের কোন কিতাবই সংকলিত ছিল না। সর্বপ্রথম ইমাম মালেক (রহঃ) ‘মুওয়াত্ত্বা’ সংকলন করেন। যার হাদীছ সংখ্যা স্বল্প। ‘কুতুবে সিত্তাহ’র সবগুলো কিতাব ইমাম চতুষ্টয়ের পরে হিজরী তৃতীয় শতকে সংকলিত হয়েছে।

মহামতি ইমাম চতুষ্টয় তাঁদের তাক্বলীদ না করে ছহীহ হাদীছ মেনে নেয়ার জন্য বার বার তাকীদ দিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাদের অনুসারীগণ কোনরূপ তোয়াক্কা না করে তাঁদের ফৎওয়ার বিপরীতে ছহীহ হাদীছ থাকা সত্ত্বেও তাঁদের সেই রায় বা ফৎওয়াই মেনে চলছে অবিরত। তাদের মতাদর্শের বিপরীতে ছহীহ হাদীছ প্রদর্শন করলে তারা বলেন, হাদীছ ছহীহ হ’লেও এটি আমাদের মাযহাবে নেই, বিধায় আমরা এ হাদীছ মানতে পারবো না।

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নামে মিথ্যাচার :

মাযহাবের অনুসারী ভাইগণ তাদের স্ব স্ব ইমামকে সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য দিলেও ক্ষেত্রবিশেষে তাদের নিজস্ব মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে তারা তাদের অনুসরণীয় ইমামের নামে মিথ্যাচার করতেও দ্বিধাবোধ করেন না। যেমন ঈমানের সংজ্ঞা ও হ্রাস-বৃদ্ধির বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নামে চরম মিথ্যাচার করা হয়েছে।

---

১৭. আল-হিলইয়াহ ৯/১০৬ পৃঃ; আদাবুশ শাফেঈ, পৃঃ ৯৩; ছিফাতু ছালাতিল নাবী (ছাঃ), পৃঃ ৫২।
১৮. মীযানুল কুবরা ১/৬৩ পৃঃ।
১৯. শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী, ইকদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদি ওয়াত তাক্বলীদ (লাহোর : ছিদ্দীকী প্রেস, তাবি), পৃঃ ৮৬; ই‘লামুল মুওয়াক্কিঈন ২/৩০২ পৃঃ; ইকাযুল হিমাম, পৃঃ ১১৩; মাজমূ‘ ফাতাওয়া ২০/২১২ পৃঃ।
২০. ইবনু আব্দিল বার্র, আল-জামি‘ ৩/১৪৯ পৃঃ।
২১. ছিফাতু ছালাতিন নাবী (ছাঃ), পৃঃ ৪৬-৫৩।
২২. তাইসীরুল আযীযিল হামীদ, পৃঃ ৫৪৫; ই‘লামুল মুওয়াক্কিঈন ২/২৭১ পৃঃ; ফাতহুল মাজীদ, পৃঃ ৩২২।
২৩. ইবনু তায়মিয়া, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ২০/২১২ পৃঃ।

ঈমানের সংজ্ঞার বিষয়ে তারা সর্বত্রই লিখেন যে, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেছেন, اَلْإِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِالْقَلْبِ وَحْدَه 'শুধু আন্তরিক বিশ্বাসকেই ঈমান বলা হয়'।[২৪]

অথচ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) اَلْإِيْمَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ وَالتَّصْدِيْقُ 'আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতির নাম ঈমান'।[২৫] ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) আরও স্পষ্ট করে বলেছেন,

الإيمان إقرار باللسان، وتصديق بالجنان، والإقرار وحده لا يكون إيماناً لأنه لو كان إيماناً لكان المنافقون كلهم مؤمنين، وكذلك المعرفة وحدها أي مجرد التصديق لا يكون إيماناً لأنها لو كانت إيماناً لكان أهل الكتاب كلهم مؤمنين-

'মৌখিক স্বীকৃতি ও আন্তরিক বিশ্বাসকে ঈমান বলে। শুধু মৌখিক স্বীকৃতি ঈমান হ'তে পারে না। কেননা শুধু মৌখিক স্বীকৃতির নাম ঈমান হ'লে মুনাফিকদের প্রত্যেকেই মুমিন হিসাবে গণ্য হ'ত। অনুরূপভাবে শুধু আন্তরিক বিশ্বাসও ঈমান হ'তে পারে না। যদি শুধু আন্তরিক বিশ্বাসের নাম ঈমান হ'ত, তাহ'লে আহলে কিতাবদের প্রত্যেকেই মুমিন হিসাবে গণ্য হ'ত'।[২৬]

ঈমানে হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেছেন

إيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن بها ويزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق-

'আল্লাহর প্রতি সাধারণ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আসমানবাসী ও যমীনবাসী কারো ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না তবে আন্তরিক বিশ্বাস ও দৃঢ় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়'।[২৭]

অথচ হানাফীগণ ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি সংক্রান্ত আলোচনায় সর্বত্রই লিখে থাকেন, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেছেন, اَلْإِيْمَانُ لاَ يَزِيدُ وَلاَ يَنْقُصُ 'ঈমান বাড়েও না কমেও না'। বরং ঈমান সর্বাবস্থায় একই রকম থাকে।

দলীল : (১) ঈমান হচ্ছে تَصْدِيق بِالْقَلْبِ 'আন্তরিক বিশ্বাস'-এর নাম, এটা বিভক্তিকে গ্রহণ করে না।

(২) الايمان بسيط والبسيط لا يزيدُ ولاينقص অর্থাৎ ঈমান নিরেট অবিভাজ্য স্থূল বিষয়'।[২৮] এভাবে তারা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর অভিমতকে পুরোপুরি উল্লেখ না করে আংশিক ও বিকৃতিভাবে উপস্থাপন পূর্বক ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-কে সরাসরি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতিকূলে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

অথচ পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াত ও অসংখ্য ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। যেমন আল্লাহর বাণী, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ- 'নিশ্চয়ই মুমিন তারাই, যখন তাদের নিকট আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তরসমূহ ভয়ে কেঁপে ওঠে। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে' *(আনফাল ৮/২)*।

তিনি বলেন, هُوَ الَّذِيْ أَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْا إِيْمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ 'তিনি মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন, যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বেড়ে যায়' *(ফাতহ ৪৮/৪)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لاَ يَزْنِى الزَّانِى حِيْنَ يَزْنِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ- وَلاَ يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِيْنَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ-

যিনাকারী যখন যিনা করে তখন আর সে ঈমানদার থাকে না, মদ্যপ যখন মদ পান করে তখন তার আর ঈমান থাকে না, চোর যখন চুরি করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। যখন ডাকাত এভাবে ডাকাতি করে যে, মানুষ তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে তখন তার ঈমান থাকে না। এভাবে কেউ যখন গনীমতের মালে খিয়ানত করে, তখন তার ঈমান থাকে না। অতএব সাবধান!' (এসব গুনাহ হ'তে দূরে থাকবে)।[২৯]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الإِيْمَانُ كَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الإِيْمَانُ-

'যখন কোন বান্দা ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন তার থেকে (তার অন্তর থেকে) ঈমান বেরিয়ে যায় এবং তা তার মাথার উপর ছায়ার ন্যায় অবস্থিত থাকে। অতঃপর যখন সে এ অসৎকাজ থেকে বিরত হয় তখন ঈমান তার নিকট প্রত্যাবর্তন করে'।[৩০]

---

২৪. মাওলানা মোঃ মোহিব্বুল্লাহ আযাদ গং, সুনানু আবী দাউদ ওয়া মুস্তালাহুল হাদীছ (ঢাকা : আল-ফাতাহ পাবলিকেশন্স, তাবি), পৃঃ ৫৩৩।
২৫. শারহু আল-ফিকহুল আকবার, পৃঃ ১৪১।
২৬. ঐ, পৃঃ ১৪১-১৪২।
২৭. ঐ, পৃঃ ১৪৪।
২৮. আল-আকাঈদুল ইসলামিয়্যা, পৃঃ ৪৭-৪৮; মুহাম্মাদ হেলাল উদ্দীন ও আ.জ.ম. ছালেহ আহমদ, এম.এ ফাইনাল ইসলামিক স্টাডিজ (ঢাকা : প্রিন্সিপ্যাল পাবলিশার্স, ৩য় সংস্করণ, মার্চ ২০০৪ ইং), পৃঃ ১১০; মাওলানা মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ মুনীর ও অন্যান্য সুনানু আবি দাউদ ও মুস্তালাহুল হাদীছ (ঢাকা : আল-বারাকা লাইব্রেরী তাবি), পৃঃ ৪১৭।
২৯. বুখারী হা/২৪৭৫ 'অত্যাচার, ক্বিছাছ ও লুণ্ঠন' অধ্যায়; মুসলিম হা/৫৭ 'ঈমান' অধ্যায়; মিশকাত হা/৫৩।
৩০. তিরমিযী হা/২৬২৫ 'ঈমান' অধ্যায়; আবূ দাউদ হা/৪৬৯০; সিলসিলা ছাহীহাহ হা/৫০৯, ছহীহুল জামে' হা/৫৮৬, ছহীহ আত-তারগীব হা/২৩৯৪; মিশকাত হা/৬০।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। এ বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এই অভিমত পোষণ করলেও তাঁর অনুসারীগণ তাঁর নামে মিথ্যাচার করছে।

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ :

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর অনুসারী তাঁর অভিমত কোন কোন ক্ষেত্রে মেনে নিলেও সর্বক্ষেত্রে মানেন না। এমন কিছু বিষয় আছে, যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিরুদ্ধাচরণ তো বটেই তাদের অনুসরণীয় অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর অভিমত, আক্বীদা-বিশ্বাসেরও স্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ। যেমন কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বর্ণনানুযায়ী ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ নিরাকার নন, অবশ্যই আল্লাহ্র আকার আছে তবে তা কোন কিছুর সাথে তুলনীয় নয়। তাঁর স্বরূপ আমদের জ্ঞানের বাইরে। 'আল-ফিক্বহুল আকবার' গ্রন্থে এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর আক্বীদা উল্লেখ আছে যে,

وَله يَد وَوجه وَنَفس كَمَا ذكره الله تَعَالَى فِي الْقُرْآن فَمَا ذكره الله تَعَالَى فِي الْقُرْآن من ذكر الْوَجْه وَالْيَد وَالنَّفس فَهُوَ لَهُ صفَات بِلاَ كَيفَ وَلاَ يُقَال إِن يَده قدرته اَوْ نعْمَته لِأَن فِيه إِبْطَال الصّفَة وَهُوَ قَول أهل الْقدر والاعتزال وَلَكِن يَده صفته بِلاَ كَيفَ وغضبه وَرِضَاهُ صفتان من صِفَات الله تَعَالَى بِلاَ كَيفَ-

'আল্লাহ তা'আলার হাত, চেহারা ও নফস রয়েছে যেমনভাবে আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ কুরআনে যেভাবে তাঁর হাত, চেহারা ও নফসের বর্ণনা দিয়েছেন। এগুলো আল্লাহ্র গুণাবলী কোন অবস্থা বর্ণনা ব্যতীত। আর এমনটিও বলা যাবে না যে, আল্লাহ্র হাত অর্থ তাঁর কুদরতি হাত বা নে'মতের হাত। কেননা এতে আল্লাহ্র ছিফাত বাতিল গণ্য হয়। আল্লাহ্র হাত অর্থ তাঁর কুদরতি হাত বা দানের হাত এমন বক্তব্য ক্বাদরিয়া ও মু'তাযিলাদের। বরং আল্লাহ্র হাত তাঁর ছিফাত কোন অবস্থা বর্ণনা ব্যতীত। তাঁর ক্রোধ ও সন্তুষ্টি তাঁর গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম দু'টি গুণাবলী কোন অবস্থা বর্ণনা ব্যতীত।[৩১]

'মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর উল্লিখিত অভিমতের স্বপক্ষে কুরআনুল কারীম থেকে প্রমাণ পেশ করেছেন। যেমন কুরআনুল কারীমে আল্লাহ্র চেহারা সম্পর্কে এসেছে- كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ 'প্রত্যেক বস্তুই ধ্বংস হবে তাঁর চেহারা ব্যতীত' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ 'অতএব যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও সেদিকেই রয়েছে আল্লাহ্র চেহারা' *(বাক্বারাহ ২/১১৫)*। তিনি আরো বলেন, كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ- وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ- 'ভূ-পৃষ্ঠে সবকিছুই ধ্বংসশীল। একমাত্র আপনার মহিমাময় ও মহানুভব পালনকর্তার চেহারা তথা সত্তা ব্যতীত' *(আর-রহমান ৫৫/২৬-২৭)*।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ্র হাতের বর্ণনা : আল্লাহ বলেন, يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ 'আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে' *(ফাতহ ৪৮/১০)*। তিনি আরো বলেন, قَالَ يَاإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ 'আল্লাহ বলেন, হে ইবলীস! আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি তাকে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল'? *(ছোয়াদ ৩৮/৭৫)*।

তিনি অন্যত্র বলেন, وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ- 'তারা যথার্থরূপে আল্লাহ্র ক্ষমতা নিরূপণ করতে পারেনি। ক্বিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় এবং আসমানসমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে' *(যুমার ৩৯/৬৭)*।

আল্লাহ্র নফসের বর্ণনা : আল্লাহ বলেন, تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ- 'আপনি আমার মনের কথা জানেন, কিন্তু আমি আপনার মনের কথা জানি না। নিশ্চয়ই আপনি অদৃশ্য বিষয় সমূহে সর্বাধিক অবগত' *(মায়েদাহ ৫/১১৬)*।

কুরআনে আল্লাহ্র অবস্থানের বর্ণনা : আল্লাহ বলেন, الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى 'দয়াময় (আল্লাহ) আরশে সমুন্নীত' *(ত্বোয়াহা ২০/৫)*।

উপরোল্লিখিত আলোচনা হ'তে প্রতীয়মান হয় যে, মাযহাবী ভাইদের অবস্থান পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ থেকে অনেক দূরে এমনকি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর আদর্শ ও আক্বীদা-বিশ্বাস থেকেও দূরে। সুতরাং তারা مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِى এবং عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ হাদীছদ্বয় অনুযায়ী যথার্থ অবস্থানে নেই। আজকাল পীরপূজা, কবরপূজা, মাযারপূজা, খানকাপূজাসহ বিভিন্ন রকমের শিরক-বিদ'আতের লালনক্ষেত্র হয়ে ওঠেছে মাযহাব। যা নিতান্তই দুঃখজনক। আল্লাহ আমাদেরকে ছহীহ আক্বীদার ওপরে দৃঢ় রাখুন-আমীন!

[চলবে]

৩১. শারহুল ফিকহুল আকবার, পৃঃ ৬৬-৬৮।

অমর বাণী

শিক্ষকের প্রতি অছিয়ত

ছিদ্দীক হাসান খান কানূজী 'আবজাদুল উলূম' গ্রন্থে বলেন, শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য হ'ল-

প্রথমতঃ

শিক্ষার্থীদের উপর দয়া প্রদর্শন করা। শিক্ষক তাদেরকে নিজের সন্তানের মত পরিচালনা করবেন। এজন্য পিতামাতার অধিকার অপেক্ষা শিক্ষকের অধিকার অনেক বড়। যদি শিক্ষক না থাকত, তাহ'লে শিক্ষার্থী পিতার নিকট থেকে যা শিখেছে অবশ্যই তা স্থায়ী ধ্বংসের দিকে ধাবিত হ'ত। আর নিশ্চয়ই শিক্ষক পরকালীন স্থায়ী জীবনের জন্য উপকারী যেমনিভাবে পিতা ধ্বংসশীল দুনিয়াবী জীবনে আগমনের একমাত্র মাধ্যম।

দ্বিতীয়তঃ

শিক্ষকের উচিত শরী'আত প্রবর্তকের [মুহাম্মাদ (ছাঃ)] অনুসরণ করা। সুতরাং তিনি জ্ঞান বিতরণের বিনিময়ে কোন প্রতিদান চাইবেন না এবং কোন পুরষ্কার ও কৃতজ্ঞতা কামনা করবেন না। বরং তিনি আলাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য এবং তাঁর নৈকট্য কামনায় শিক্ষা দান করবেন। শিক্ষা দেয়াকে নিজের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীর প্রতি কোনরূপ করুণা ভাববেন না, যদিও তাদের জন্য করুণা আবশ্যক। বরং তিনি এটাকে তাদের জন্য মর্যাদাপূর্ণ মনে করবেন। আর শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণের চেয়ে শিক্ষকের শিক্ষা দেওয়ার ছওয়াব আলাহ্র নিকটে অনেক বেশী। শিক্ষা নেওয়ার প্রক্রিয়া না থাকলে এ ছওয়াব অর্জিত হ'ত না। তাই তিনি (শিক্ষক) যেন এর প্রতিদান আলাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে কামনা না করেন।

তৃতীয়তঃ

শিক্ষার্থীকে সামান্য কোন বিষয়ে উপদেশ দিতেও ছাড়বেন না। আর এটা শিক্ষার্থীকে কোন বিষয়ে যোগ্য হওয়ার পূর্বে সে পদ গ্রহণের চ্যালেঞ্জ নেয়া থেকে বিরত রাখবে এবং প্রকাশ্য জ্ঞানার্জন থেকে অবসর হওয়ার পূর্বে অস্পষ্ট জ্ঞানার্জনে ব্যস্ত হওয়া থেকে বিরত রাখবে।

অতঃপর তাকে সতর্ক করবে যে, কোন প্রকার নেতৃত্ব, গৌরব ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই কেবল আলাহ্র নৈকট্য লাভে জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং নিজ থেকেই সাধ্যমত এগুলোর মন্দ দিক পেশ করবেন। আর পাপাচারী আলেম যতটা না কল্যাণকর কাজ করেন তদপেক্ষা ক্ষতিকর কাজ অধিক করেন।

যদি শিক্ষক গোপন উদ্দেশ্য জানতে পারেন যে, শিক্ষার্থী শুধু দুনিয়ার জন্যই জ্ঞানার্জন করছে, তাহ'লে তার (শিক্ষার্থীর) কাঙ্ক্ষিত জ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য করবে, যদি তা ইলমে ফিক্হে মতভেদ, ইলমে কালামে কূটতর্ক, মুকদ্দমা ও আহকামের ক্ষেত্রে ফৎওয়াবাজি হয়, তবে তা থেকে তাকে বিরত রাখবেন। কেননা এগুলো আখেরাতের জ্ঞান নয়। আর ঐ জ্ঞানেরও অন্তর্ভুক্ত নয়, যার কথা নিম্নোক্ত হাদীছে বলা হয়েছে, 'আমরা গায়রুলাহ্র জন্য জ্ঞানার্জন করলাম, কিন্তু জ্ঞান আলাহ ছাড়া অন্যের জন্য হ'তে অস্বীকৃতি জানায়'। আর এ জ্ঞান হ'ল ইলমুত তাফসীর, ইলমুল হাদীছ এবং পূর্ববর্তীগণ পরকাল বিষয়ক, ব্যক্তি চরিত্র বিষয়ক ও তা বিন্যস্তকরণের পদ্ধতি বিষয়ক যে জ্ঞানচর্চায় ব্যস্ত থাকতেন।

চতুর্থতঃ

শিক্ষা দান একটি সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম হিসাবে এর বৈশিষ্ট্যগুলো হ'ল, তিনি শিক্ষার্থীকে মন্দ চরিত্র থেকে নিবৃত্ত করবেন যথাসম্ভব সুন্দরভাবে তা উপস্থাপনের মাধ্যমে, ধমকের মাধ্যমে নয়; অনুগ্রহমূলক পদ্ধতিতে, তিরষ্কারের মাধ্যমে নয়। কেননা ধমক শ্রদ্ধা-ভক্তির আবরণ নষ্ট করে দেয়, বিপরীতে প্রতিবাদ বা হামলার দুঃসাহস সৃষ্টি করে এবং যিদ গ্রহণে প্ররোচিত করে।

পঞ্চমতঃ

কতিপয় জ্ঞানের শিক্ষাদাতাগণ যেন অন্যান্য জ্ঞানসমূহকে শিক্ষার্থীর নিকট মন্দ বলে উপস্থাপন না করে। যেমন ভাষার শিক্ষকের অভ্যাস হচ্ছে ফিক্হের জ্ঞানকে মন্দ বিবেচনা করা। আর ফিকহের শিক্ষকের স্বভাব হ'ল ইলমে হাদীছ ও তাফসীরের জ্ঞানকে মন্দ বিবেচনা করা। এটাই নির্ভেজাল বর্ণনা এবং প্রকৃত প্রচলন। এটা হ'ল অক্ষমদের অবস্থা। সে এ ব্যাপারে বিবেক খাটায় না। আর ইলমে কালামের শিক্ষক ফিকহ থেকে দূরে থাকেন এবং বলেন এটা শাখা-প্রশাখা। এটা নারীদের হায়েয বিষয়ক কথা। সুতরাং রহমানের বিশেষণ বর্ণনায় ইলমে কালামের তুলনায় এর অবস্থানই বা কোথায়? এগুলো শিক্ষকদের জন্য নিন্দিত চরিত্র। তার উচিত এগুলো পরিহার করা।

ষষ্ঠতঃ

শিক্ষার্থীর বুঝ অনুপাতে তিনি (বিষয়কে) সংক্ষিপ্ত করবেন। তার নিকট এমন কিছু পেশ করবেন না, যা তার মেধায় পৌঁছতে পারে না। ফলে সে ভীত হবে অথবা তার মেধা বিষয়টিতে কষ্ট অনুভব করবে। যেমন বলা হয়, 'মানুষের সাথে কথা বল তাদের বুদ্ধি অনুপাতে'। আলী (রাঃ) তাঁর বক্ষের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, 'নিশ্চয়ই এখানে পুঞ্জীভূত জ্ঞানবিজ্ঞান রয়েছে, যদি তা আমি বহন করতে পারি'।

সপ্তমতঃ

নিশ্চয়ই ছোট/শিশু শিক্ষার্থীর নিকট স্পষ্টভাবে তার উপযোগী করে পেশ করতে হবে এবং তাকে এটা বলবে না যে, এর পিছনে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে। কেননা এটা তার বড় বিষয় শেখার আগ্রহকে দুর্বল করে দিবে, তার অন্তরে বিরক্তি সৃষ্টি করবে এবং বিষয়টি সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে নিপতিত হবে। ফলে প্রত্যেকেই ভাবতে থাকবে, সে সকল সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী। আর সকলেই তার মেধার পূর্ণতার ক্ষেত্রে আলাহ্র উপর খুশী থাকবে। সে ব্যক্তিই সবচেয়ে বড় নির্বোধ ও মেধায় দুর্বল, যে তার মেধার পূর্ণতার ব্যাপারে অধিক খুশি।

অষ্টমতঃ

শিক্ষক তার ইলম অনুসারে আমলকারী হবেন। তার কথা যেন তার কর্মকে মিথ্যায় পরিণত না করে। কেননা ইলম অর্জিত হয় দূরদর্শিতার মাধ্যমে আর আমল অর্জিত হয় অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে। আর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন লোকের সংখ্যা অধিক। যখন আমল ইলমের বিপরীত হয়, তখন সঠিক পথ থেকে সে বঞ্চিত হয় *(ছিদ্দীক হাসান কানূজী, আবজাদুল উলূম, বৈরূত: দারু ইবনু হাযম, ১ম প্রকাশ ২০০২, ৭৫-৭৭ পৃ.)*।

সংকলনে : বযলুর রশীদ
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

হাদীছের গল্প

জান্নাত-জাহান্নামের সৃষ্টি ও জাহান্নামের কতিপয় শাস্তি

মহান আল্লাহ জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করে জিবরীল (আঃ)-কে তা পরিদর্শন করতে পাঠান। তিনি দেখে এসে জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থা বর্ণনা করেন। সে সম্পর্কে একটি হাদীছ এবং জাহান্নামের কতিপয় শাস্তি সম্পর্কে একটি হাদীছ নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ যখন জান্নাত তৈরী করলেন, তখন জিবরীলকে বললেন, যাও জান্নাত দেখে আস। তিনি গিয়ে জান্নাত এবং জান্নাতের অধিবাসীদের জন্য যে সমস্ত জিনিস প্রস্তুত করছেন, সবকিছু দেখে এসে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তোমার ইয্যতের কসম! যে কোন ব্যক্তি জান্নাতের এ সুব্যবস্থার কথা শুনবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর আল্লাহ জান্নাতের চারিদিকে অপসন্দনীয় বস্তু দ্বারা ঘিরে দিলেন। তারপর পুনরায় জিবরীল (আঃ)-কে বললেন, হে জিবরাঈল! আবার যাও, জান্নাত দেখে আস। তিনি গিয়ে জান্নাত দেখে এসে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তোমার ইয্যতের কসম! আমি আশংকা করছি যে, জান্নাতে কোন ব্যক্তিই প্রবেশ করতে পারবে না। তারপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, অতঃপর আল্লাহ জাহান্নাম তৈরী করে বললেন, হে জিবরীল! যাও, জাহান্নাম দেখে আস। তিনি গিয়ে জাহান্নাম দেখে এসে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তোমার ইয্যতের কসম! যে কেউ এ জাহান্নামের ভয়াবহ অবস্থার কথা শুনবে, সে কখনও তাতে প্রবেশ করতে চাইবে না। অতঃপর আল্লহ জাহান্নামের চারদিক প্রবৃত্তির আকর্ষণীয় বস্তু দ্বারা ঘিরে দিলেন এবং জিবরীল (আঃ)-কে বললেন, আবার যাও, জাহান্নাম দেখে আস। তিনি গেলেন এবং দেখে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তোমার ইয্যতের কসম করে বলছি, আমার আশংকা হচ্ছে সকলেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬৯৬, হাদীছ হাসান)*।

আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলছেন, 'আমার নিকট দু'জন ব্যক্তি আসল। তারা দু'জন আমার দু'বাহুর মাঝামাঝি ধরে আমাকে এক ভয়াবহ কঠিন পাহাড়ের নিকট নিয়ে আসল। তারা দু'জন বলল, আপনি এ পাহাড়ে উঠুন। আমি বললাম, আমি এ পাহাড়ে উঠতে সক্ষম নই। তারা দু'জন বলল, আমরা আপনাকে পাহাড়ে উঠার কাজটি সহজ করে দিব। আমি উঠলাম, এমনকি পাহাড়ের উপরে চলে আসলাম। হঠাৎ আমি একটি বিকট আওয়াজ শুনলাম। আমি বললাম, এটা কিসের শব্দ? তারা বলল, এটা হচ্ছে জাহান্নামীদের বিলাপ-আর্তনাদ ও কান্না। তারপর তারা আমাকে নিয়ে যেতে লাগল। হঠাৎ আমি দেখলাম, একদল লোককে পায়ের সাথে বেঁধে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা হয়েছে। তাদের চোয়াল ফেটে দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে আছে এবং চোয়াল হ'তে রক্ত ঝরছে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, আমি বললাম, এরা কারা? তারা বলল, এরা ঐসব লোক যারা সময়ের পূর্বেই ইফতার করত। অর্থাৎ ছিয়াম পালন করত না। তখন তিনি বললেন, ইহুদী-নাছারারা ধ্বংস হোক। ... তারপর তারা আমাকে নিয়ে চলল। হঠাৎ দেখি কিছু লোক খুব ফুলে উঠে মোটা হয়ে আছে। আর খুব দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। তাদের দৃশ্য খুব বিশ্রী। আমি বললাম, এরা কারা? তারা বলল, এরা ঐ সব লোক যারা কাফের অবস্থায় নিহত হয়েছে। তারপর তারা আমাকে নিয়ে চলল। হঠাৎ দেখলাম, কিছু লোক ফুলে মোটা হয়ে আছে। অতি দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। এ দুর্গন্ধ যেন শৌচাগারের ন্যায়। আমি বললাম, এরা কারা? তারা দু'জন বলল, এরা হচ্ছে ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণী। তারপর তারা আমাকে নিয়ে চলল, দেখলাম, কিছু মহিলা, প্রচুর সাপ তাদের স্তনগুলিতে বার বার ছোবল মারছে। আমি বললাম, এদের কি হয়েছে? এদের এ অবস্থা কেন? তারা বলল, এরা ঐসব মহিলা, যারা বাচ্চাদের দুধ পান করাতো না। তারপর তারা আমাকে নিয়ে চলল। হঠাৎ দেখলাম, বেশকিছু ছেলে তারা দু'নদীর মাঝে খেলা করছে। আমি বললাম, এ সমস্ত ছেলে কারা? তারা বলল, এগুলি মুমিনদের শিশু সন্তান। তারপর তারা আমাকে আরো উঁচু একটি পাহাড়ে নিয়ে গেল। হঠাৎ দেখলাম, তিনজন মানুষ শরাব পান করছে। আমি বললাম, এ লোকগুলি কারা? তারা বলল, এ লোকগুলি হচ্ছে জা'ফর, যায়েদ ও ইবনে রাওয়াহা (এ তিনজন লোক মু'তার যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন)। তারপর তারা আমাকে অন্য একটি উঁচু পাহাড়ে নিয়ে গেল। দেখলাম, তিনজন লোক। আমি বললাম, এ লোকগুলি কারা? তারা বলল, তাঁরা হচ্ছেন ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আঃ), তাঁরা আপনার অপেক্ষায় রয়েছেন' *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৪৩০)*।

পরিশেষে বলব, প্রত্যেক মুসলমানের করণীয় হচ্ছে উপরোক্ত বিষয়ে সচেতন ও সাবধান হয়ে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা করা। আল্লাহ আমাদের সকলকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ লাভের তাওফীক্ব দিন-আমীন!

** মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার*
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

আহলেহাদীছ আন্দোলন কি?

ইহা দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করার জন্য ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম।

Contents

চিকিৎসা জগৎ

(১) হৃৎপিণ্ড সুস্থ রাখার উপায়

আজকাল কম বয়সেই অনেকে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। আমাদের জীবন যাপন পদ্ধতির নানা ভুল ও অসতর্কতা এ জন্য দায়ী। হৃৎপিণ্ডকে বেশী বয়স পর্যন্ত সুস্থ রাখতে চাইলে একেবারে তরুণ বয়স থেকেই কিছু অভ্যাস বদলাতে হবে। এ বিষয়ে কয়েকটি পরামর্শ।-

* বয়স বাড়লে শরীরের ওযনও বাড়তে থাকে। শৈশব, কৈশোর পেরিয়ে তারুণ্যের একটা পর্যায়ে এটা শুরু হয়। আর চাকরি বা কাজের জায়গায় যদি প্রতিদিন নিয়মিত দীর্ঘক্ষণ বসে থাকতে হয়, তবে মধ্য বয়সে পৌঁছার আগেই মানুষ মুটিয়ে যায়। তাই শুরু থেকেই সতর্ক থাকতে হয়। উচ্চতা অনুযায়ী ওযন যা হওয়া উচিত, তাতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। ভুঁড়ি বাড়তে দেওয়া যাবে না।

* ধূমপানের অভ্যাসটা তরুণ বয়সেই গড়ে ওঠে। কিন্তু আধুনিক তরুণ হিসাবে জানা উচিত, ধূমপান মানেই বিষপান। তাই ধূমপানকে শুরু থেকেই পরিহার করতে হবে।

* স্কুল ছাড়ার পর প্রায় সবাই খেলাধুলাও ছেড়ে দেন। অফিসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে কাজ করার পর বাড়ী ফিরেই আবার টিভি বা কম্পিউটারের সামনে বসেন। ওযন কমাতে ও হৃদযন্ত্র ভালো রাখতে প্রতিদিন অন্তত আধা ঘণ্টা কায়িক পরিশ্রম করতেই হবে। সেটা হাটাহাটি হ'তে পারে অথবা যে কোন ব্যায়াম।

* উচ্চ মাত্রায় ক্যালরি ও চর্বিযুক্ত খাবার বাদ দিতে হবে। গরু-খাসির গোশত, কলিজা, মগজ, চিংড়ির মাথা, ঘি-মাখন দিয়ে তৈরী খাবার, ডুবো তেলে ভাজা খাবার, কেক-পেস্ট্রি ইত্যাদি খাবার যতটা সম্ভব এড়িয়ে যাওয়াই ভালো।

* খাবারে অতিরিক্ত লবণ উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগ দু'টোরই ঝুঁকি বাড়ায়। তাই বাড়তি লবণ বাদ দিতে হবে, রান্নায়ও লবণ সীমিত রাখতে হবে। নিয়মিত রক্তচাপ পরীক্ষা করতে হবে। বছরে অন্তত একবার রক্তে শর্করা ও চর্বির মাত্রা পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে।

* হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখতে রাতে সাত থেকে আট ঘণ্টার নিশ্ছিদ্র ঘুম যরূরী। রাত জাগার অভ্যাস ত্যাগ করা, মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা পরিহার করা প্রয়োজন। বন্ধু-বান্ধব, পরিবার-পরিজনের সঙ্গ, কোন ভালো শখের চর্চা ও নিয়মিত ব্যায়ামের মাধ্যমে মানসিক চাপ কমানো যেতে পারে। প্রয়োজনে চিকিৎসকের সাহায্য নিতে হবে।

** ডা. শরদিন্দু শেখর রায়*
জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল

(২) স্বাস্থ্য রক্ষায় ডাব

গরমে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য আল্লাহ্‌র দেয়া অনন্য নে'মত ডাবের পানি সর্বশ্রেষ্ঠ পানীয়। কিছু রোগী ছাড়া সকলের জন্য অত্যন্ত উপকারী ডাবের পানি। ডাবের পানিতে প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম ক্লোরাইড, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফেট থাকে। মানুষ যখন প্রচুর পরিমাণে ঘামে তখন শরীর হ'তে ঘামের সাথে খনিজ লবণ বের হয়ে যায়। আবার বমি হ'লে মানুষের রক্তে পটাশিয়ামের পরিমাণ কমে যায়। ডায়রিয়া হ'লে শরীর হ'তে প্রচুর পানি ও খনিজ লবণ বের হয়ে যায়। এতে মানুষের শরীর মারাত্মক দুর্বল হয়ে যায়। গরমের কারণে আমাদের শরীর হ'তে যেসব উপাদান বের হয়ে যায়। তার বেশির ভাগ উপাদান ডাবের পানিতে রয়েছে। তাই ডাবের পানি শ্রেষ্ঠ পানীয় এবং এ পানিতে আছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, যা অনেক জটিল রোগ থেকে মানুষকে রক্ষা করে। ডাবের পানিতে ৯৫ শতাংশই পানি। আর আমাদের শরীরে শতকরা ৭০ ভাগই পানি। সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি খাওয়া দরকার।

ডাব উদ্ভিদ জগতের Arecaceae গোত্রের বা Palmae পরিবারের একটি উদ্ভিদ। ইংরেজি নাম Coconut বাংলায় কাঁচা অবস্থায় ডাব আর পরিপক্ব হ'লে নারিকেল। বৈজ্ঞানিক নাম Cocos nucfera ডাবের পানিতে দ্রবণীয় একটি গ্যালাকট ম্যাননান থাকে। টাটকা শাঁসে থাকে নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ ফ্যাট, লিগনিন, সুপার ও অজৈব পদার্থ। একটি সাধারণ কচি ডাবে ৩০০-১০০০ মিলিলিটার পানি থাকতে পারে। পুষ্টিবিদদের মতে, ১ কাপ বা ১০০ গ্রাম ডাবের পানিতে খাদ্য উপাদান হ'ল খাদ্যশক্তি ২৮৩ ক্যালরি, চর্বি ২.৭ গ্রাম, সোডিয়াম ১৬ মিলিগ্রাম, প্রোটিন ২.১ গ্রাম, শর্করা ২.৩ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১৫ মিলিগ্রাম, ফসফরাস ০.০২ মিলিগ্রাম, আয়রণ ০.২ মিলিগ্রাম, খনিজ পদার্থ ০.৪ গ্রাম, ভিটামিন বি-১ ০.১১ মিলিগ্রাম, বি-২ ০.০২ মিলিগ্রাম, ভিটামিন সি ৫ মিলিগ্রাম। ডাবের পানিতে যেসব উপাদান রয়েছে তা প্রতিদিনের শরীরের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করে নানা প্রকার রোগ থেকে রক্ষা করে। তাছাড়া ডাবে আরও যেসব উপকারি রয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল :

* ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানা, ঘন ঘন বমি বা কলেরা হ'লে, সাথে সাথে ডাবের পানি পানে উপকার পাওয়া যায়।

* শারীরিক পরিশ্রমে শরীর হ'তে খনিজ লবণ ও প্রয়োজনীয় তরল পদার্থ বের হয়ে যায়। ফলে শরীর দুর্বল হয়ে যায়। ডাবের পানি তা নিমেষেই পূরণ করে দেয়।

* ডাবের পানি শরীরের কোষের কার্যকারিতা ও বৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে সচল রাখে এবং রক্তের পিএইচ এর মান নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে শরীরে বয়সের চাপ পড়ে না।

* ডাবের পানি এন্টি সেপটিক হিসাবে কাজ করে তাই শরীরের কাটা-ছেঁড়া, ব্রণ, মেছতা ও বসন্তের দাগে ডাবের

পানি লাগালে শুকিয়ে যায়।

* ডাবের পানি জোলাফের গুণ সম্পন্ন। তাই কোষ্ঠকাঠিন্যতে আক্রান্তরা নিয়মিত ডাবের পানি খেলে উপকার পাবেন।

* হার্টের বা হৃৎপিণ্ডের নানা সমস্যায় নিয়মিত ডাবের পানি খেলে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট উপকার হবে।

* ডাবের পানি মুখের, দাঁতের, চুলের উজ্জলতা বাড়ায় ও দাঁতের মাড়িকে মযবূত করে।

* যাদের আলসার গ্যাসটাটাইটিস, এসিডিটি আছে, তারা নিয়মিত ডাবের পানি খেলে সমস্যা কমে আসবে।

* ডাবের পানিতে ভিটামিন সি থাকায় চামড়ার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং চর্মরোগ প্রতিহত করে। শিরা-উপশিরায় সুস্থ রক্ত চলাচলে সাহায্য করে।

* ডাবের পানিতে আয়রণ আছে। তা দেহে রক্ত তৈরীতে সাহায্য করে। দেহের কর্মশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং ত্বক সুন্দর ও মসৃণ করে।

* যারা নিম্ন রক্তচাপের রোগীরা নিয়মিত ডাবের পানি খেলে খুবই উপকার পাবেন। কারণ এতে পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়া বিদ্যমান। তাছাড়া রক্তের ভালো কোলেস্টেরলের মাত্রা ঠিক রেখে হৃৎপিণ্ডকে সুস্থ রাখে।

* ডাবের পানি উচ্চ ইলেকট্রলাইটিস ক্ষমতা সম্পন্ন। তাই এ পানি দেহের পানি শূন্যতা ও খনিজ লবণের ঘাটতি পূরণ করে। আমাদের দেহে পটাশিয়ামের অভাব হ'লে মাংস পেশি শক্ত হয়ে ওঠে ও দেহে ব্যথা করে। ডাবের পানি খেলে এ সমস্যা কমে আসবে।

* ডাবের পানি এন্টিঅক্সিডেন্ট হিসাবে কাজ করে। ফ্রি রেডিকেলের অবস্থাকে প্রতিহত করে সুস্থ রাখে।

* গর্ভবর্তী মায়েরা প্রায়ই এসিডিটি বা পেটে গ্যাস বেড়ে যাওয়ার সমস্যায় ভুগেন। এ সময় গর্ভের বাচ্চার ক্ষতির কারণে ওষুধ খাওয়া যায় না। এ গ্যাসের সমস্যা দূর করতে ডাবের পানি পান করলে। সমস্যা কমে আসবে এবং অনাগত বাচ্চার উপকার হবে।

* ডাবের পানি মাথার রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি করে। চুলের গোড়া মযবূত করে এবং চুল পড়া রোধ করে।

সতর্কতা : যাদের কিডনি বা মূত্র তলিতে সমস্যা আছে বা পাথর হয়েছে বা ডায়ালাইসিস করতে হয় তারা ডাবের পানি খাবেন না। কারণ কিডনি সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। ফলে এর প্রভাবে পানির পটাশিয়াম দেহে থেকে বের হ'তে পারে না। এতে রোগীর মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়। যারা উচ্চ রক্তচাপে বা হাই প্রেসারে ভুগছেন তারা ডাবের পানি খাবেন না। কিন্তু সুস্থ মানুষের জন্য ডাবের পানি খুবই উপকারী।

॥ সংকলিত ॥

(৩) ডায়াবেটিসের রোগীরা কোন ফল খাবেন?

এখন রসালো ফলের মৌসুম। আম, তরমুজ, খেজুর, আনারস, কাঁঠাল, লিচু, জাম, জামরুল ইত্যাদি ফলের সমারোহ বাজারে। কিন্তু ডায়াবেটিসের রোগীরা এসব প্রাণভরে খেতে পারেন না, রক্তে শর্করা বেড়ে যাওয়ার ভয়ে। আসলেই কি তাঁদের জন্য সব ধরনের ফল নিষিদ্ধ?

কোন খাবারে রক্তে শর্করা কতটা বাড়ে, তা নির্ভর করে তার গ্লাইসেমিক ইনডেক্স এবং গ্লাইসেমিক লোডের ওপর। গ্লাইসেমিক ইনডেক্স ৭০-এর বেশী হ'লে তা উচ্চ মাত্রা এবং ৫৫-এর নিচে হ'লে তা কম মাত্রার। গ্লাইসেমিক ইনডেক্স যত উচ্চ, তা রক্তে শর্করা তত বেশী বাড়ায়। আবার গ্লাইসেমিক লোড ২০-এর বেশী হ'লে তা উচ্চ, ১১-এর নিচে কম। তাহ'লে দেখা যাক, আমাদের মৌসুমী ফলগুলোতে গ্লাইসেমিক ইনডেক্স ও গ্লাইসেমিক লোড কোনটাতে কী মাত্রায় আছে।

১. আম : আমের গ্লাইসেমিক লোড ১২০ গ্রামে ৮-এর মতো। আর জাতভেদে গ্লাইসেমিক ইনডেক্স ভিন্ন, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ৫৫ থেকে ৬০-এর মধ্যে। অর্থাৎ আম মাঝারি মাত্রার মধ্যে পড়ে। আমে প্রচুর আঁশ থাকার কারণে মিষ্টি হওয়া সত্ত্বেও এটি দ্রুত শর্করা বাড়ায় না। তারপরও হিসাব করে খেতে হবে।

২. তরমুজ : তরমুজের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স ৭০-এর ওপর। কিন্তু এতে আছে প্রচুর পানীয় অংশ, যা গ্রীষ্মে মানবদেহের পানিশূন্যতা পূরণ করে।

৩. খেজুর : খেজুরের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স উচ্চ মাত্রার এবং লোডও বেশী। খেজুর তাই দিনের শেষে একটার বেশী খাওয়া ঠিক হবে না। তবে খেজুর লৌহ ও অন্যান্য খনিজের চমৎকার উৎস। রামাযানে একটি বা দু'টি খেজুরই অনেক শক্তি জোগায়।

৪. আনারস : আনারসের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স ৫৬। যা মাঝারি মাত্রার।

৫. কাঁঠাল : কাঁঠালের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স ৬৮-এর ওপর। তবে এতে আছে অনেক আঁশ। এতে কোন কোলেস্টেরোল জাতীয় উপাদান নেই। একে 'পাওয়ার হাউজ অফ এনার্জি' বা শক্তির উৎস বলা হয়। এতে প্রচুর কার্বোহাইড্রেট এবং ক্যালোরি থাকলেও স্যাচুরেটেড ফ্যাট নেই বললেই চলে। এতে উপস্থিত চিনি সহজেই আমাদের শরীর হযম করতে পারে। এমনকি ডায়বেটিক রোগীরাও কোনরকম চিন্তা না করে কাঁঠাল খেতে পারেন।

৬. লিচু : লিচু অসংখ্য ভিটামিন আর মিনারেলে সমৃদ্ধ। বেশী খেলে কারও কারও অ্যাসিডিটি বা কখনো ডায়রিয়াও হ'তে পারে। ডায়াবেটিস রোগীরা লিচু সর্বোচ্চ চারটি থেকে পাঁচটি খাবেন। লিচুতে আছে ক্যানসার প্রতিরোধক্ষমতা। (১) উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। (২) লিচু খেলে মস্তিষ্কে

রক্তক্ষরণ (স্ট্রোক) এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমে। (৩) লিচু হযমশক্তি বাড়ায়। (৪) সুস্থ হাড়ের জন্য লিচু অতি প্রয়োজনীয়। হাড়ের সমস্যায় যারা ভুগছেন তাদের জন্য ঔষধের বিকল্প এ ফলটি। (৫) লিচু ত্বক ভালো রাখে। ব্রণ হতে বাধা দেয়। সেই সঙ্গে ত্বকের কালো দাগ দূর করার ক্ষমতা আছে লিচুর। (৬) লিচুতে ক্যালোরি বেশী থাকায় শরীরের কর্মক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয় বহুগুণে। লিচুতে থাকা ভিটামিন সি-এর পরিমাণ কমলালেবুর চেয়ে অনেক বেশী। এছাড়া গাজরের তুলনায়ও অনেকটা বেশী বিটা ক্যারোটিন থাকে লিচুতে। (৭) মুখের স্বাস্থ্য এবং দাঁত ভালো রাখতে লিচুর আছে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। (৮) লিচুর ভিটামিন-এ রাতকানাসহ চোখের নানা রোগের প্রতিষেধক।

৭. কালো জাম : কালো জাম (১) পেটের রোগ সারায়। ক্ষুধামন্দা বা কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করে। (২) রক্তে চিনির মাত্রা সহনীয় করে ডায়াবেটিসকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে জামের জুড়ি নেই। জামের বীচি হ'তে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সিজিজিয়াম তৈরী হয়। যা শর্করা যুক্ত বহুমূত্রের প্রধান ঔষধ। যার মাদার টিংচার দৈনিক ৩ বার ১০/১২ ফোঁটা করে দু'তিন মাস সেবন করলে সুফল পাওয়ার আশা করা যায়।

৮. জামরুল : আবহাওয়া যত বেশী তপ্ত থাকে জামরুল তত বেশী মিষ্টি হয়। অপরদিকে বৃষ্টিবহুল বছরে জামরুলের স্বাদ হয় পানশে। সহজলভ্য এই ফলটির পুষ্টিমান খুবই চমৎকার। (১) এটি ডায়াবেটিসের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। (২) জামরুল ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। (৩) এতে আছে ভিটামিন-সি এবং ফাইবার, যা হযমশক্তি বাড়াতে সহায়তা করে। (৪) কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে জামরুল খুবই উপকারী একটি ফল। (৫) এটি মস্তিষ্ক ও লিভারের যত্নে টনিক হিসাবে কাজ করে। (৬) এটি বাত নিরাময়ে ব্যবহার করা হয়। (৭) চোখের নিচের কালো দাগ দূর করতেও এটির ভূমিকা অনন্য। (৮) প্রতিদিন একটি তাজা জামরুল খেলে আপনার পুষ্টিহীনতা কিছুটা হলেও পূরণ করা সম্ভব।

বেশীর ভাগ ফলমূলে শর্করা ছাড়াও অতি প্রয়োজনীয় উপাদান, যেমন ভিটামিন, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, খনিজ ও আঁশ রয়েছে। তাই খাবারের তালিকা থেকে ফল বাদ দেওয়া ঠিক নয়। তবে অন্যান্য যেকোনো শর্করা খাবারের মতো ডায়াবেটিসের রোগীদের ফলমূলও খেতে হবে নির্দিষ্ট মাত্রায়, নির্দিষ্ট সময়ে। ফলের মৌসুমে ফল খেতে চাইলে প্রয়োজনে অন্যান্য শর্করা (যেমন ভাত) কমিয়ে দিন। ভাত বা মূল খাবার গ্রহণের পরপরই ফল না খেয়ে অন্য সময়ে খান, অর্থাৎ শর্করা গ্রহণের সময়টা সারা দিনে ভাগ করে নিন। একই সঙ্গে একাধিক ফল অনেক পরিমাণে খাবেন না।

॥ সংকলিত ॥

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত বইয়ের প্রাপ্তিস্থান

ঢাকা : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, ২২০ বংশাল, ০১৮৩৫-৪২৩৪১১; আনোয়ার হোসেন, আনোয়ার বুক ডিপো, ৫০, বাংলাবাজার, ০১৯২৪-৭৩৩৮১৫; মীযানুর রহমান, মুহাম্মাদপুর, ০১৭৩৬-৭০০২০২; আনীসুর রহমান, মাদারটেক, ০১৭১৮-৭৫৫৩৫৫; বাবু টেলিকম, মিরপুর, ০১৭১৩-২০৩৩৯৬; মাহমূদুল হাসান, সততা লাইব্রেরী, ধামরাই, ০১৭২৪৪৮৪২৩৪; তাসলীম পবলিকেশন্স, কাঁটাবন, ০১৯১৯-৯৬২৯১৯।

গাযীপুর : বেলাল হোসাইন, তাওহীদ লাইব্রেরী, গাযীপুর, ০১৯১৩-০৭০৩৮৪; আব্দুছ ছামাদ শিকদার, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, আনসার একাডেমী, গাযীপুর, ০১৮২৫-৭৯১৮৭১।

চট্টগ্রাম : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম শাখা, ই.পি. জেড, ০১৮৩৮-৬৬৯৩৬৫।

কুমিল্লা : মুহাঃ আব্দুল্লাহ, ইকরা লাইব্রেরী, বুড়িচং, ০১৫৫৭-০০০৩৭৭; কামাল আহমাদ, লাকসাম, ০১৮১২০৪৩৬৭১; জ্ঞানের আলো লাইব্রেরী, ০১৬৭৬-৭৪৭৫৩২; বিসমিল্লাহ লাইব্রেরী, ০১৬৮০-৩৫৫১৯০।

সিলেট : আব্দুছ ছবূর, ই,সি,এস, লাইব্রেরী, সিলেট, ০১৭১২-৬৬৮৩৪৫।

হবিগঞ্জ : আল-ফুরকান লাইব্রেরী, ০১৭২৮-৭৫৭৮৬১।

জামালপুর : আনীসুর রহমান, আরিফ ফার্মেসী এণ্ড ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সরিষাবাড়ী, জামালপুর, ০১৯১৬-৭৬৯৭৩৪।

নরসিংদী : আব্দুল্লাহ ইসহাক, মাধবদী, ০১৯৩২০৭২৪৯২।

যশোর : মুহসিন, হেলাল বুক ডিপো, দড়াটানা, ০১৭২৮-৩৩৮২৮৫।

কুষ্টিয়া : তুহিন রেযা, কুষ্টিয়া, ০১৭২২-২২৫৫৮।

খুলনা : আব্দুল মুকীত, খুলনা, ০১৯২০-৪৬০১৩১।

সাতক্ষীরা : হাবীবুর রহমান, ০১৭৪০-৬২৬০৫৭; মাগফুর রহমান বাবলু, বাঁকাল, ০১৭১৬-১৫০৯৫৩; আব্দুস সালাম, মল্লিক লাইব্রেরী, কলারোয়া, ০১৭৪৮-৯১০৮২৫।

পাবনা : গোলজার হোসেন, চেতনা বই বিতান, ০১৯২১-৪৮০২২৩; শিরিণ বিশ্বাস খোকন, ০১৯১৫-৭৫২৭১১; রূপালী কনফেকশনারী, ০১৭১৪-২৩১৩৬২; আব্দুল লতীফ. ০১৭৬১৭০৬৯৪১।

মেহেরপুর : সাইফুল ইসলাম, জোনাকী লাইব্রেরী, ০১৭১০১১৮৫১৪; রবীউল ইসলাম, মুজিব নগর বুক স্টল, বড় বাজার, ০১৭৫৬-৬২৭০৩১।

রংপুর : রেযাউল করীম, দারুসুন্নাহ লাইব্রেরী, সেন্ট্রাল রোড, ০১৭৪০-৪৯০১৯৯।

দিনাজপুর : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, বিরামপুর শাখা, দিনাজপুর, ০১৭৮০-৬৫০১১১; ছাদিক হোসেন, মদীনা লাইব্রেরী, রাণীরবন্দর, ০১৭২৩-৮৯০৯১২; মুনীরুয্যামান, যুবসংঘ লাইব্রেরী, পার্বতীপুর, ০১৭৪৪-৩৬৯৬৯৪।

বগুড়া : শাহীন, শাহীন লাইব্রেরী, ০১৭৪১-৩৪৫৫৯৮; মামূন, আদর্শ লাইব্রেরী, ০১৭১৮-৪০৮২৬৯; আনীসুর রহমান, সেনানিবাস, ০১৭৪২-১৬৪৭৮২।

কবিতা

ঈদের খুশী

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

সাজ সাজ রব সব দিকে আজ
ঈদের খুশী বলে,
রামাযানের ঐ কষ্ট কঠিন
দিন যে গেছে চলে।
জাগলো সাড়া ভাগলো আজি
পাপ পাতকী সবি,
নেইকো মোটে দুঃখ-ব্যথা
পুরছে মনের দাবী।
যে পাতকী সুপ্ত নীদে
ভাঙলো না যার ঘুম?
সে পাবে না আজকে ঈদে
বিদায়ী ছাওমের চুম?
লক্ষ পাপের সাক্ষ্য যেজন
সেও তো দু'হাত তুলে,
নেই তো আজি ময়দানে কেউ
মিথ্যাবাদীর ছলে।
দশ তলা আর গাছ তলাতে
নেইকো আজি ভেদ,
ধনী-গরীব এক সারিতে
মিটলো মনের খেদ।
সার বেঁধে সব এক সারিতে
আল্লাহকে আজ ডাকে,
কবর, হাশর, মীযান সবি
বক্ষ মাঝে আঁকে।
আজকে খুশীর ধুম পড়ে যায়
ঈদের জামা'আত জুড়ি,
খোশ দিলেতে আজকে সবাই
নেইকো মনের আঁড়ি।

***

ঈদুল ফিৎর

আশীকুর রহমান
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

রামাযান শেষে আসল ফিরে ঐ ঈদুল ফিৎরের উৎসব
ঘরে ঘরে মুসলিম ভাইদের তাকবীরেরই কলরব।
শাওয়ালের নবচাঁদ দেখলে পরে ছেড়ে দাও ছিয়াম
চাঁদ দেখেই করবে ঈদ এটাই সুন্নাতী নিয়ম।
১২ তাকবীরে ঈদের ছালাত পড়েছেন মোদের নবী
চার খলীফা পড়েছেন আর পড়েছেন সব ছাহাবী।
ছয় তাকবীরের বিদ'আতী আমল চালু আছে এই দেশে
ছহীহ হাদীছে নেই কোন প্রমাণ আছে জাল-যঈফ হাদীছে।
ছাদাকাতুল ফিৎর জমা কর ভাই ঈদের ছালাতের আগে
নইলে তা কবুল হবে না ফিৎরা হিসাবে।
শাওয়ালের নবচাঁদ দেখলে ভাই পড় মনে মনে দো'আ
আতসবাজি আর গান-বাজনায় মত্ত হবে না।
কোলাকুলি না করে ভাই কর সালাম বিনিময়
দো'আ কর একে অপরে যা আছে ছহীহ হাদীছের পাতায়।
আসল ফিরে ঈদুল ফিৎর আসল আনন্দের দিন
ছহীহ হাদীছ মোতাবিক সবাই এই আনন্দে অংশ নিন।

***

আহ্বান

আবুল কাসেম
গোভীপুর, মেহেরপুর।

আহলেহাদীছ আন্দোলনে
ছুটে এসো ভাই
দলীল ভিত্তিক আমল কর
আল্লাহ খুশি হয়।
এক আল্লাহ্র ইবাদত কর
নাইকো তাঁহার শরীক
ইবাদতের হকদার তিনি
তিনিই শ্রেষ্ঠ মালিক।
আহলেহাদীছ আন্দোলনে
প্রাণটা আমার বাঁধা,
ধর্ম-জগতে দৃষ্টি দিলে
লাগছে গোলক ধাঁধা।
আল্লাহ্র ভয় নাই কি তোমার
গড়ছ গাড়ি-বাড়ি?
দু'দিন পরে যাইতে হবে
এই দুনিয়া ছাড়ি।
মুক্তি যদি পেতে চাও
আর থেক না ভুলে
জীবন পণ করে এসো
রাসূলের পতাকা তলে।
দু'টি জিনিস রেখে গেলেন
থেক আঁকড়ে ধরে,
পথভ্রষ্ট হবে না তবে
আমার বিদায় পরে।
আসবে তোমার বিদায় পালা
যাবে খালি হাতে,
বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন
কেউ যাবে না সাথে।
আহলেহাদীছ যুবসংঘ
ওরা দ্বীনের প্রহরী।
সত্য তাদের প্রতিশ্রুতি
আল্লাহ্র পথে আহ্বানকারী।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১. যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ)। ২. সালমান ফারেসী (রাঃ)।
৩. উম্মুল মুমেনীন আয়েশা (রাঃ)।
৪. আমর বিন ছাবেত বিন ক্বায়েস (রাঃ)। কেননা তিনি ইসলাম গ্রহণ করেই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।
৫. আবু তুফাইল আমের বিন ওয়াছেলা (রাঃ)।
৬. আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ)। ৭. তামীম বিন আওস আদ-দারী (রাঃ)।
৮. দেহইয়া আল-কালবী (রাঃ)। ৯. সুরাকা বিন মালেক (রাঃ)।
১০. আছেম বিন ছাবেত (রাঃ)।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (স্বদেশ)-এর সঠিক উত্তর

১. বঙ্গ-দ্রাবিড়/পূর্ব বাংলা/ পূর্ব পাকিস্তান।
২. জাহাঙ্গীরনগর। ৩. সুবর্ণ গ্রাম। ৪. ত্রিপুরা।
৫. রোহিতাগিরি। ৬. নারিকেল জিঞ্জিরা। ৭. বাউলার চর।
৮. আওরঙ্গবাদ কেল্লা। ৯. পুণ্ড্রবর্ধন। ১০. নাছিরবাদ।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১. আলী (রাঃ) ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের নাম কি?
২. কোন কোন যুদ্ধে ছাহাবীগণ পরস্পর প্রতিপক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন?
৩. কোন যুদ্ধে একজন মহিলা ছাহাবী নেতৃত্ব দেন?
৪. কাফের ও মুসলিমের মধ্যে সংঘটিত কোন সন্ধিকে ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানদের জন্য 'ফাতহুম মুবীন' তথা প্রকাশ্য বিজয় বলা হয়?
৫. কোন যুদ্ধে কোন ছাহাবী নিজের সর্বস্ব দান করেছিলেন এবং কে তার অর্ধেক সম্পত্তি দান করেছিলেন?
৬. কোন নবী ও রাসূল সবচেয়ে বেশী দিন জীবিত ছিলেন?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)

১. কোন প্রাণীর ৮৮৬টি পা আছে?
২. পৃথিবীর কোন দেশে সবচেয়ে বেশী ঠাণ্ডা বা বজ্রপাত হয়?
৩. কোন দ্বীপে কাক নেই?
৪. বিশ্বে কোন ব্যক্তির তিনটি চোখ রয়েছে?
৫. কোন ব্যক্তি একটানা ১২ ঘণ্টা ১৮ মিনিট বক্তৃতা দিয়ে বিশ্ব রেকর্ড করেন?
৬. বিশ্বের কোন দেশে তুলা গাছে মধু হয়?
৭. কোন দেশ মাটি ছাড়াই আলু উৎপাদন করে?

সংগ্রহে : আশীকুর রহমান
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

সোনামণি সংবাদ

মহিষখোচা, আদিতমারী, লালমণিরহাট ১লা এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ মহিষখোচা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'সোনামণি' লালমণিরহাট যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' লালমণিরহাট যেলার সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ শহীদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত পরামর্শ সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক হাফেয হাবীবুর রহমান। অনুষ্ঠানে মানছূর আলীকে পরিচালক করে সাত সদস্য বিশিষ্ট অত্র যেলা সোনামণি পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

যশোর, ১লা এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যশোর টাউন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'সোনামণি' যশোর যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আকবার হুসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক ইহসান এলাহী যহীর। অনুষ্ঠানে আশরাফুল আলমকে পরিচালক করে সাত সদস্য বিশিষ্ট 'সোনামণি' যশোর যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

হেয়াতপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর ১২ই মে বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর হেয়াতপুর হাফেযিয়া ও দারসে নেযামিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার হিফয বিভাগের শিক্ষক হাফেয আব্দুল খালেক্বের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা আব্দুল মুমিন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মাযহারুল ইসলাম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে যুবাইর হুসাইন।

ভূগরইল, পবা, রাজশাহী ২৬শে মে, বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর মধ্য-ভূগরইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম জনাব আবু হানীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক হাফেয হাবীবুর রহমান। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুশতাক আহমাদ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি আনতারা খাতুন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন মুহাম্মাদ আতীকুর রহমান।

হড়গ্রাম, রাজপাড়া, রাজশাহী ৩রা জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর হড়গ্রাম পূর্ব শেখপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা'১৬ উপলক্ষে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সভাপতি জনাব আমজাদ হুসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সোনামণি রাজশাহী মহানগরীর পরিচালক আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও অত্র মসজিদের সেক্রেটারী জনাব শহীদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ছিয়াম হুসাইন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মদ জাবির। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র মসজিদের ইমাম আব্দুল্লাহিল কাফী।

ঘোলহাড়িয়া, পবা, রাজশাহী ৯ই জুন বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় ঘোলহাড়িয়া ইসলামিক স্কুলে সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা'১৬ উপলক্ষে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র স্কুলের সভাপতি জনাব রুস্তম আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সোনামণি রাজশাহী মহানগরীর পরিচালক আসাদুল্লাহ আল-গালিব, রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার সহ-পরিচালক মিনারুল ইসলাম ও অত্র স্কুলের প্রধান শিক্ষক মুহাম্মাদ আলী। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি সিরাজুল ইসলাম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে রিয়া খাতুন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র স্কুলের সহকারী শিক্ষক রাসেল আহমাদ।

স্বদেশ

ফারাক্কা বাঁধের বিরূপ প্রভাব : চুক্তির পর স্মরণকালের সর্বনিম্ন পানি পেল বাংলাদেশ

১৯৯৬ সালে ত্রিশ বছর মেয়াদী গঙ্গা চুক্তি স্বাক্ষরের পর এই প্রথম বাংলাদেশ সর্বনিম্ন পানি পেয়েছে। শুষ্ক মৌসুমে ফারাক্কা বাঁধ পেরিয়ে এত কম পানি আর কখনই বাংলাদেশ পায়নি। পানি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গত ২১ থেকে ৩১শে মার্চ ঐ দশদিনে ভারত বাংলাদেশকে মাত্র ১৫ হাযার ৬০৬ কিউসেক পানি দিয়েছে। যা ছিল স্মরণকালের সর্বনিম্ন পানির রেকর্ড। কিন্তু এ নিয়ে সামান্য কোন বাদ-প্রতিবাদ নেই পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বা যৌথ নদী কমিশনের পক্ষ থেকে।

যৌথ নদী কমিশনের তথ্যানুযায়ী, ১লা জানুয়ারী থেকে ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত দশদিনওয়ারী হিসাবের প্রতিটিতে বাংলাদেশ পানির ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এ ব্যাপারে সংস্থাটির নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা বলেন, এই চিত্র অত্যন্ত ভয়াবহ। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই শুষ্ক মৌসুমে যে হারে গঙ্গার পানি বাংলাদেশ পেয়েছে, তা গঙ্গা চুক্তির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাবেক মহাপরিচালক ও পানি বিশেষজ্ঞ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান বলেন, ত্রিশ বছর মেয়াদী গঙ্গা চুক্তির ধারায় বলা আছে, ফারাক্কা পয়েন্টে পানির প্রবাহ কমে গেলে উভয় দেশ মিলে পানির প্রবাহ বাড়ানোর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। কিন্তু ভারত এ বিষয়টিকে সব সময়ই পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে।

নওগাঁয় চুনাপাথরের সর্ববৃহৎ খনির সন্ধান

নওগাঁয় দেশের সবচেয়ে বড় চুনাপাথরের খনির সন্ধান পাওয়া গেছে। যেলার বদলগাছি উপযেলার তাজপুরে ভূতত্ত্ব অধিদপ্তর এই খনি আবিষ্কার করেছে। বদলগাছির তাজপুর গ্রামে প্রায় ৫০ বর্গ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে ভূপৃষ্ঠের ২ হাযার ২১৪ ফুট গভীরে শুরু হয়েছে চুনাপাথরের স্তর। তবে খনি থেকে কি পরিমাণ চুনাপাথর পাওয়া যাবে, তা জানাতে আরও সময় লাগবে। বাণিজ্যিক উত্তোলন লাভজনক প্রমাণিত হ'লে ঐ খনি থেকেই দেশের সব সিমেন্ট কারখানার চাহিদা মেটানোর মতো চুনাপাথর পাওয়া যাবে। এ ব্যাপারে খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নছরুল হামীদ বলেন, জয়পুরহাটে বেশ কয়েক বছর আগে একটি চুনাপাথরের খনি আবিষ্কৃত হয়েছিল। কিন্তু তা অনেক নীচে হওয়ায় বাণিজ্যিকভাবে লাভবান না হওয়ার কারণে পরিত্যক্ত হয়েছিল। তবে এবারের নমুনা খুব ভালো হওয়ায় এবং আগের তুলনায় খনি অনেক বড় হওয়ায় আমরা খুবই আশাবাদী।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

বিদেশ

মানুষের শেখা উচিত কুকুরের কাছ থেকে

পোষা জীবজন্তু যে মনিবের সঙ্গে বেঈমানী করে না, সেটা প্রচলিত কথা। কিন্তু তার প্রমাণ আবারও পাওয়া গেল ভারতের উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের একটি ঘটনায়। শাহাজানপুরের কাছে দুধুয়া জাতীয় উদ্যান লাগোয়া এক গ্রামের কৃষক গুরদেব সিং-এর পোষা কুকুর এই ঘটনার নায়ক। দিন-কয়েক আগে প্রচণ্ড গরমের কারণে বাড়ির বাইরে খাটিয়া পেতে ঘুমাচ্ছিল গুরদেব। তার পাশেই শুয়েছিল পোষা কুকুর- জকি। হঠাৎ একটি বাঘের গর্জন শোনা যায়। তখন জকি চেষ্টা করতে থাকে তার মনিবকে ডেকে তুলতে, যাতে সে বাঘের আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারে। কিন্তু গুরদেব সিংয়ের ঘুম ভাঙেনি। আর ততক্ষণে বাঘটি খুব কাছে চলে এসেছে। মনিবের ঘুম যখন শেষমেশ ভাঙ্গে, তখন বাঘটা একেবারে সামনে। ঘুমের ঘোর কাটিয়ে গুরদেব যখন একটা মোটা লাঠি হাতে তুলে নিয়েছেন, ততক্ষণে জকি নিজেই এগিয়ে গেছে বাঘের মোকাবিলা করতে। ছোট্ট কুকুরকে প্রথমে পাত্তাই দিতে চায়নি বাঘটি। কিন্তু তার একরোখা মনোভাব দেখে তাকেই প্রথমে খতম করে বাঘটি। তারপর তার ঘাড়ের কাছে কামড়ে ধরে টেনে নিয়ে যেতে থাকে জঙ্গলের দিকে। গুরদেব আর তার প্রতিবেশীরা অনেকক্ষণ চেষ্টা করে দূরের জঙ্গলে জকির মৃতদেহ খুঁজে পায়। গুরদেব সিং জানিয়েছে, বছর চারেক আগে রাস্তা থেকেই ছোট্ট কুকুরটিকে নিয়ে এসেছিল তার সন্তানেরা। প্রতিদিন তাদের স্কুল পর্যন্ত এগিয়ে দিতে যেত জকি। তাকে হারানোর শোকে সেদিন খাওয়া-দাওয়া করতে পারেনি গুরদেবের ছেলে-মেয়েরা। 'প্রতিদিন মাত্র কয়েকটা রুটি খেতে দিতাম ওকে। তার বিনিময়ে ও যে নিজের জীবন দিয়ে আমার জীবন বাঁচাবে, এটা অবিশ্বাস্য! মানুষের শেখা উচিত এদের দেখে' বললেন গুরদেব সিং।

মুসলিম নয়, কেবল শিখরা দাড়ি রাখতে পারবে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে!

দাড়ি কাটতে রাযী না হওয়ায় ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে মাকতূম হোসাইন নামে একজন মুসলিম সৈনিককে বরখাস্ত করা হয়েছে। ঊর্ধতন কর্মকর্তার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে দাড়ি রাখার পরেও এমন পরিস্থিতির শিকার হন তিনি। জানা গেছে, আর্মি মেডিকেল কোরের সৈনিক মাকতূম হোসেইন ১০ বছর ধরে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কাজ করছেন। তিনি ধর্মীয় কারণে অনুমতি নিয়ে দাড়ি রাখেন। কিন্তু এরই মধ্যে কমান্ডিং অফিসার জানতে পারেন, সেনাবাহিনীর কর্মীদের জন্য দাড়ি রাখা সংক্রান্ত বিধি সংশোধিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, ভারতীয় সেনাদের মধ্যে শুধু শিখরাই ধর্মীয় কারণে দাড়ি রাখতে অনুমতি পাবেন। এর বাইরে অন্য কোনও ধর্মাবলম্বীকে দাড়ি রাখার অনুমতি দিতে বাধ্য নয় সেনাবাহিনী। বিধি মোতাবেক মাকতূমের দাড়ি কেটে ফেলতে বললে তিনি তা করেননি। ফলে সশস্ত্র বাহিনী ট্রাইব্যুনাল তাকে বরখাস্ত করার নির্দেশ দেয়।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা মুহাম্মাদ আলী আর নেই

হঠাৎ শ্বাসকষ্ট নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য আরিজোনার ফিনিক্স এরিনা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার দু'দিন পর স্থানীয় সময় ৩রা জুন শুক্রবার দিবাগত রাতে ৭৪ বছর বয়সে মুহাম্মাদ আলী ক্লে ইন্তেকাল করেন। *ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন*। ১৯৮৪ সাল থেকে দীর্ঘ প্রায় ৩২ বছর ধরে তিনি দুরারোগ্য পারকিনসন্স রোগে ভুগছিলেন। ফলে তাঁর কথা

বলার ক্ষমতা অনেকটাই কমে গিয়েছিল। সর্বশেষ এ বছরের এপ্রিল মাসে একটি সেলিব্রেটি ফাইট নাইট ডিনারে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। সেখান থেকে আয়কৃত অর্থ পারকিনসন্স রোগীদের চিকিৎসার কাজে ব্যয় করা হয়।

জন্ম ও বাল্যকাল :

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্টাকি রাজ্যের লুইসভিলে ১৯৪২ সালের ১৭ই জানুয়ারী এক খ্রিস্টান পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম ছিল ক্যাসিয়াস ক্লে জুনিয়র। ১২ বছর বয়সে তাঁর বাইসেইকেলটি চুরি হয়ে গেলে তিনি স্থানীয় থানায় গিয়ে পুলিশ অফিসারকে বলেন যত দ্রুত সম্ভব চোরকে খুজে বের করতে হবে এবং বলেন যে, তিনি নিজ হাতে চোরকে পিটাবেন। এতে জো মার্টিন নামের বক্সিং প্রশিক্ষক ঐ পুলিশ অফিসার তাকে বক্সিং শিখে তারপর চোরকে পিটানোর হুমকি দেয়া উচিৎ বলে মন্তব্য করেন। ফলে তার প্রশিক্ষণেই শুরু হয় তাঁর বক্সিং-য়ে হাতেখড়ি।

বক্সিং জগতে আলী :

১৯৬০ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে প্রথমবারের মত বক্সিং-য়ে বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন হয়ে তিনি সারাবিশ্বে চমক সৃষ্টি করেন। অতঃপর ১৯৬৪ সালে ২২ বছর বয়সে দ্বিতীয়বারের মত চ্যাম্পিয়ন শিরোপা জয় করেন। এসময় তিনি ইসলাম কবুল করেন এবং নিজেকে একজন 'মুসলিম' বলে ঘোষণা করেন ও নাম পাল্টিয়ে 'মুহাম্মাদ আলী' নাম ধারণ করেন। ১৯৬৫ সালে তাঁকে ভিয়েতনাম যুদ্ধে যোগদানের আহ্বান জানানো হ'লে তিনি এ যুদ্ধকে 'অনৈতিক' বলে তা প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে মার্কিন সরকার তাঁর বক্সিং লাইসেন্স ও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশীপের খেতাব কেড়ে নেয়। অতঃপর তিনি এর বিরুদ্ধে আড়াই বছর যাবৎ আইনী লড়াই করে জিতে যান ও চ্যাম্পিয়নশীপের খেতাব ফিরে পান। অতঃপর রিংয়ে ফিরে এসে তৎকালীন চ্যাম্পিয়ন জর্জ ফোরম্যানকে পরাজিত করে পুনরায় বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন হন। এরপর ১৯৭৪ সালের বিশ্ব অলিম্পিকে তখনকার বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন জো ফ্রেজিয়ারকে হারিয়ে তৃতীয়বারের মত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হন। যে রেকর্ড আজ পর্যন্ত কেউই ভাঙতে পারেনি। ১৯৮১ সালে অবসর গ্রহণের আগ পর্যন্ত ৩০ বছরের ক্যারিয়ারে সর্বমোট ৬১টি লড়াইয়ের মধ্যে ৫৬টিতে জিতে তিনি এক অনন্য রেকর্ড সৃষ্টি করেন।

ইসলাম ও মানবতার সেবায় আলী :

আলী শুধুমাত্র একজন শ্রেষ্ঠতম মুষ্টিযোদ্ধাই ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন একজন মানবদরদী এবং ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক ও প্রচারক। নিজে একজন কৃষ্ণাঙ্গ হওয়ার কারণে নির্যাতিত মানবতার কান্না তিনি বুঝতেন। ফলে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও ইসলামের শান্তি, সাম্য ও সৌহার্দ্যের নীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিনি ইসলাম কবুল করেন। অতঃপর অবসর গ্রহণের পর থেকে আমৃত্যু তিনি ইসলাম প্রচার ও দুস্থ মানবতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

বাংলাদেশ সফর :

মুহাম্মাদ আলীর সাথে বাংলাদেশের মানুষের ছিল এক নিবিড় বন্ধন। সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমন্ত্রণে ১৯৭৮ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তিনি পিতা ক্যাসিয়াস মারসিলাস ক্লে, মাতা ওডেসা গ্রেডি ক্লে, ভাই রহমান আলী, তৃতীয়া স্ত্রী ভেরোনিকা এবং কন্যা লায়লা আলী সহ সপরিবারে বাংলাদেশ সফরে আসেন। এসময় ঢাকার তেজগাঁও বিমানবন্দরে লাখো মানুষের ঢল নামে। অতঃপর ঢাকা স্টেডিয়ামে তাঁকে ঐতিহাসিক গণসম্বর্ধনা দেওয়া হয়। সেদিন তিনি স্টেডিয়ামের চারপাশ ঘুরে ঘুরে উৎসুক ভক্তদের প্রতি হাত তুলে তাদের সালামের প্রত্যুত্তর দেন। এসময় সারা স্টেডিয়াম আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে। মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন সময়ে উক্ত ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন।

ক্ষুদে মুষ্টিযোদ্ধার সাথে লড়াই :

সেদিন পল্টনে অবস্থিত ঢাকা স্টেডিয়াম ভর্তি দর্শক। আলী চোখে কালো চশমা সাদা শার্ট পরে যখন সেখানে প্রবেশ করলেন তখন বিপুল করতালির মাধ্যমে তাকে স্বাগত জানালেন হাযার হাযার দর্শক। মাঠের মাঝখানে স্থাপন করা বক্সিং রিংয়ের কর্মকর্তা, রেফারী, প্রতিদ্বন্দ্বী, সবাই প্রস্তুত। গোটা গ্যালারির দৃষ্টি নিবদ্ধ সেদিকেই। রিংয়ে প্রবেশ করলেন মুহাম্মদ আলী ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ১২ বছর বয়সী বাংলাদেশী কিশোর গিয়াছুদ্দীন। লড়াইয়ের শুরুতেই আলী দেখালেন তার সেই দুনিয়া মাতানো 'প্রজাপতি নৃত্য'। তবে প্রতিদ্বন্দ্বীও কিন্তু কম গেল না- আলীর সঙ্গে সমান তালে নাচের মতোই লড়ছে সে এবং লড়তে লড়তে আচমকা মুহাম্মদ আলীকে লাগিয়ে দিল এক পাঞ্চ। তাই তো একেবারে কুপোকাত হয়ে বীর আলী পড়ে গেলেন মঞ্চে। এমন অভূতপূর্ব দৃশ্যে উল্লাসে ফেটে পড়ল সারা স্টেডিয়াম।

তিনি যে আসলেই 'গ্রেট' সেটা বোঝা গেল যখন তিনি অভিনয় করে দেখালেন কিশোরের ঘুষি খেয়ে তিনি কত কাতর হয়ে মাটিতে পড়ে আছেন। এরপর বহু কষ্টে ভূমিশয্যা থেকে যেন কোনমতে উঠে দাঁড়ালেন। আর এভাবেই দ্য গ্রেটেস্ট সেদিন মাতিয়েছিলেন গ্যালারি ভর্তি দর্শকদের। এই সফরের সময় তিনি উদ্বোধন করেছিলেন ঢাকার মুহাম্মাদ আলী বক্সিং স্টেডিয়াম। যা আজও তাঁর স্মৃতি বহন করে আছে।

বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান :

প্রেসিডেন্ট জিয়া বঙ্গভবনের দরবার হলে তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করেন ও স্বহস্তে বাংলাদেশের পাসপোর্ট তাঁর হাতে তুলে দেন। এই সময় তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের অনারারি কনসাল জেনারেল পদে নিযুক্তি দিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে বাংলাদেশের পাসপোর্টসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরী করে যখন তাঁকে হস্তান্তর করা হয়, তখন তিনি এই রাজকীয় সম্মানে আবেগাপ্লুত হয়ে বলেছিলেন, 'যদি আমেরিকা আমাকে তাড়িয়ে দেয়, তাহ'লে বাংলাদেশ রইল আমার জন্য'।

অতঃপর সপ্তাহব্যাপী বাংলাদেশ সফরে তিনি সিলেটের চা বাগান, কক্সবাজার ও সুন্দরবন সহ বাংলাদেশের পাহাড়, নদী, সমুদ্র প্রভৃতি নানাপ্রান্তে ভ্রমণ করেন।

জমি প্রদান :

মুহাম্মদ আলী তার সফরে কক্সবাজার ভ্রমণ করেন। মুগ্ধ হয়ে উপভোগ করেন পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত। এসময় মুহাম্মদ আলীর ভক্ত কক্সবাজার শহরের কলাতলীর বাসিন্দা বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদী আখতার নেওয়াজ খান বাবুল তাঁকে বাড়ি করার জন্য উপহার দেন এক বিঘা জমি। সময়ের বিবর্তনে সেই জমি এখন সমুদ্রে বিলীন হয়ে গেছে।

আলীর রেখে যাওয়া সম্পদ ও স্ত্রী-সন্তানাদি :

তাঁর রেখে যাওয়া অর্থসম্পদের মূল্যমান আট কোটি মার্কিন ডলার বলে মনে করা হচ্ছে। মোহাম্মদ আলী বিয়ে করেছিলেন চারবার। তাঁর মোট ছেলে-মেয়ের সংখ্যা নয়জন।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁর আদর্শের অনুসারী পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি (স.স.)]

Contents

মুসলিম জাহান

জন্মনিয়ন্ত্রণ নয়, অধিক সন্তান জন্ম দিন

-তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগান

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান মুসলমানদের আরো অধিক সংখ্যায় সন্তান জন্ম দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। গত ৩০শে মে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করে তুর্কি টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারিত এক ভাষণে প্রেসিডেন্ট এরদোগান বলেন, পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ মুসলমানদের জন্য নয়। কোন মুসলিম পরিবারই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না। তাদের উচিত আরো বেশি করে বংশ বৃদ্ধি করা। তিনি বলেন, আল্লাহ্র সিদ্ধান্তে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না। আর এ বিষয়ে প্রথম দায়িত্বটা থাকে মায়ের। প্রেসিডেন্ট এরদোগান এর আগে জন্মনিয়ন্ত্রণকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার সমতুল্য বলে অভিহিত করেছিলেন।

দেশভেদে ৯ থেকে ২৩ ঘণ্টা ছিয়াম পালন করছেন মুসলিমরা

বিশ্বব্যাপী পবিত্র রামাযান মাস চলছে। কিন্তু বিভিন্ন দেশে ছিয়াম পালনের সময়ে ভিন্নতা রয়েছে। সারাবিশ্বে কোন দেশে কত ঘণ্টা ছিয়াম পালিত হয়েছে, তারই একটি চিত্র তুলে ধরেছে আরব আমিরাতের জাতীয় দৈনিক খালীজ টাইমস। এতে উল্লেখ করা হয়েছে, সবচেয়ে দীর্ঘসময় ছিয়াম পালন করেছেন ফিনল্যাণ্ড, সুইডেন ও ডেনমার্কের মুসলমানরা। আর সবচেয়ে কম সময় পালন করেছেন আর্জেন্টিনা ও অস্ট্রেলিয়ার মুসলমানরা।

দীর্ঘতম ছিয়ামের দেশ ফিনল্যাণ্ডে মাত্র ৫৫ মিনিটের জন্য সূর্য অস্ত যায়। মুহাম্মাদ নামে এক প্রবাসী বাংলাদেশী যুবক নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বললেন, 'আমরা বেলা ১টা ৩৫ মিনিটে সাহারী খাই। ইফতার করি সন্ধ্যা ১২টা ৪৮ মিনিটে। অর্থাৎ আমাদের মোট ২৩ ঘণ্টা ৫ মিনিট ছিয়াম থাকতে হয়।

এছাড়া ডেনমার্কে ২১ ঘণ্টা, নেদারল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামে সাড়ে ১৮ ঘণ্টা, স্পেনে ১৭ ঘণ্টা, জার্মানীতে সাড়ে ১৬ ঘণ্টা, আর্জেন্টিনায় সাড়ে ৯ ঘণ্টা, অস্ট্রেলিয়ায় ১০ ঘণ্টা ও ব্রাজিলে ১১ ঘণ্টা ছিয়াম রাখছেন মুসলমানরা।

প্রবাসীদের আয়ের ওপর ৬ শতাংশ হারে কর বসবে

সঊদী শীর্ষ অর্থনৈতিক পরিষদে সংস্কার প্রস্তাব অনুমোদন

তেলের ওপর নির্ভরতা কমাতে 'ভিশন ২০৩০' নামে ঐতিহাসিক এক অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে সঊদী আরবের শীর্ষ অর্থনৈতিক পরিষদ। সঊদী বাদশাহ সালমানের পুত্র, ডেপুটি ক্রাউন প্রিন্স ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী মুহাম্মাদ বিন সালমান এই অর্থনৈতিক সংস্কার পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। তিনি তার সংস্কার পরিকল্পনা 'ভিশন ২০৩০' প্রসঙ্গে বলেন, ২০২০ সালের মধ্যে আমরা তেল ছাড়াই চলতে পারব। রাজস্বের ৮০ শতাংশ তেল থেকে আসলেও সম্প্রতি তেলের মূল্য কমে যাওয়ায় ব্যাপক বাজেট ঘাটতির মুখে পড়েছে তেল সম্পদে সমৃদ্ধ বিশ্বের অন্যতম ধনী এই দেশটি। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্যই নতুন এই সংস্কার পরিকল্পনা। পরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে প্রায় ২ ট্রিলিয়ন ডলারের একটি সার্বভৌম বিনিয়োগ তহবিল গঠন করা। বিদেশীরা যেন সঊদী আরবে দীর্ঘসময় অবস্থান করে চাকরী করতে পারেন, সেজন্য একটি নতুন ভিসা পদ্ধতি চালু করা। বিলাস পণ্য আমদানীর ওপর উচ্চ শুল্ক আরোপ করা। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্সের ওপর ৬ শতাংশ হারে কর আরোপ ইত্যাদি। তবে এতে প্রথম বছরে ছয় শতাংশ থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে ৫ম বছরের মাথায় স্থায়ীভাবে ২ শতাংশ করে কর আদায় করা হবে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ঘুম ভাঙবে বৈদ্যুতিক শকে!

ঘড়ির অ্যালার্মের শব্দেও যাদের ঘুম ভাঙে না তাদের জন্য এবার এসেছে সত্যিকার দাওয়াই। মৃদু কম্পন ও তীব্র শব্দেও যদি ঘুম না ভাঙে, তবে এবার বৈদ্যুতিক শক দিয়েই ঘুম থেকে জাগিয়ে দেওয়া হবে। সময়মতো জাগানোর এই দায়িত্ব পালন করবে একটি ঘড়ি। হাতে পরার নতুন প্রযুক্তির এই স্মার্ট ঘড়ির নাম 'শক ক্লক'। এই ঘড়ি বানিয়েছে প্যাভলক নামের একটি প্রতিষ্ঠান। নির্মাতাদের দাবী, অ্যালার্মের সময় হাতে থাকা ঘড়িটি প্রথমে কেঁপে উঠবে। এতে ঘুম না ভাঙলে 'বিপ বিপ' শব্দ করবে। এতেও যদি কাজ না হয়, তাহ'লে দেওয়া হবে বৈদ্যুতিক শক! এমন ধরনের বৈদ্যুতিক শক দেওয়া হবে, যা শুধু অস্বস্তি তৈরী করবে। কিন্তু শরীরের কোন ক্ষতি করবে না। আর এভাবে কয়েক দিন চলতে থাকলে, একসময় ব্যবহারকারীর আর তৃতীয় ধাপ পর্যন্ত যেতে হবে না, প্রাথমিক কম্পনেই ঘুম ভেঙে যাবে বলে আশা করছেন ঘড়ির নির্মাতারা।

বিশ্বের দীর্ঘতম রেল সুড়ঙ্গ পথের উদ্বোধন

বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘতম ও গভীরতম রেল সুড়ঙ্গ (রেল টানেল) চালু হ'ল ইউরোপীয় দেশ সুইজারল্যান্ডে। প্রায় দুই দশক ধরে চলা নির্মাণ কাজ শেষে সম্প্রতি এই সুড়ঙ্গ ব্যবহারের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয়েছে। ৫৭ কিলোমিটার (৩৫ মাইল) দীর্ঘ রেল সুড়ঙ্গটি সুইস আল্পসের (পার্বত্যঞ্চল) নিচ দিয়ে ইউরোপের উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছে। সুইজারল্যাণ্ড কর্তৃপক্ষ বলছে, ইউরোপে মালবাহী পরিবহনের ক্ষেত্রে এটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে। সারা বছর প্রায় লাখখানেক লরি ঐ রুটে মাল বহন করে। এতে মাল বহন করা অনেক সহজ ও গতিশীল হবে। একই সঙ্গে সুড়ঙ্গপথে ট্রেনযোগে প্রতি ট্রিপে ৩২৫ জন যাত্রী পাড়ি জমাতে পারবেন। গটহার্ড বেস নামে ১২০০ কোটি ডলার ব্যয়ে নির্মিত এই সুড়ঙ্গের নকশা তৈরী হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। আর বাস্তবায়ন হ'ল প্রায় ৭০ বছর পর। আল্পসের পেটের ভিতর দিয়ে এই সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গ তৈরী করতে ব্যবহার করা হয়েছে ৪১০ মিটার লম্বা দৈত্যাকার টানেল বোরিং মেশিন। প্রায় ৪৪ হাযার ঘন্টা অবিরাম কাজ করেছেন ১২৫ জন শ্রমিক।

যানজট এড়াতে আসছে অভিনব বাস!

প্রায় দেড় শ' কোটি জনসংখ্যার দেশ চীন ভয়াবহ ট্রাফিক জ্যামের শিকার। তাই প্রাত্যহিক যানজটের সমস্যা থেকে জনগণকে মুক্তি দিতে এবার 'ট্রানজিট এলিভেটেড বাস' নামে এক অভিনব বাস সার্ভিস চালু করতে যাচ্ছে দেশটি। যা অন্য গাড়ির ওপর দিয়ে অনায়াসে চলতে পারে। সম্প্রতি বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হাই-টেক এক্সপোতে এই বাসের মডেল প্রদর্শন করা হয়। যা সাড়া ফেলেছে চীনের জনসাধারণের মধ্যে। চীনের প্রযুক্তিবিদরা জানিয়েছেন, ট্রানজিট এলিভেটেড বাস বা সংক্ষেপে টিইবি নামে বাসটি দেখতে হবে একটি সাবওয়ের মতো। এই চলন্ত বাসের তলা দিয়ে অনায়াসে অন্যান্য গাড়ি যেতে পারবে। এটিও চাইলে অন্য গাড়ির ওপর দিয়ে যেতে পারবে গাড়ির কোন ক্ষতি না করে। এলিভেটেড বাসটি সাবওয়ের মতো দেখতে হ'লেও সাবওয়ে নির্মাণের থেকে এর খরচ অনেক কম, মাত্র এক-পঞ্চমাংশ। এলিভেটেড বাসটিতে ১২০০ জন যাত্রী ধরবে। চলতি বছরের শেষ দিকে হেবেই প্রদেশের কিনহুয়াংডাও শহরে এই বাসটিকে প্রথম চালানোর পরিকল্পনা নিয়েছে চীন প্রশাসন।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

আমীরে জামা'আতের নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা ও নরসিংদী সফর

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী যেলায় পূর্ব নির্ধারিত কয়েকটি আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে যোগদানের উদ্দেশ্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** গত ৯ই জুন ৩রা রামাযান বৃহস্পতিবার দুপুর ১২-৪০-এর বাংলাদেশ বিমান যোগে রাজশাহী হ'তে ঢাকা গমন করেন। ঢাকা বিমান বন্দরে তাঁকে অর্ভ্যথনা জানান নারায়ণগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শফীকুর রহমান ও তার সাথীগণ। অতঃপর টানা ৫দিন যাবত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান করে সমাজ সংস্কারমূলক জ্ঞানগর্ভ ভাষণসমূহ পেশ করেন। সফর শেষে ১৪ই জুন মঙ্গলবার সকাল ৮-টার বাংলাদেশ বিমান যোগে তিনি রাজশাহী ফিরে আসেন। উক্ত সফরে তাঁর সঙ্গী ছিলেন স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা)।

সফরের ধারাবাহিক বিবরণ নিম্নরূপ :

সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে জামা'আতবদ্ধ হৌন!

-আমীরে জামা'আত

রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ৯ই জুন বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর নারায়ণগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলার রূপগঞ্জ থানাধীন বাঘবেড় সিটি মার্কেটের কর্ডোভা হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সকলের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, কেবল উত্তম বীজ হ'লেই যেমন উত্তম ফসল হয় না উত্তম পরিচর্যা ব্যতীত, তেমনি উত্তম আদর্শ হ'লেই কেবল উত্তম জাতি গঠিত হয় না জামা'আতবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা ব্যতীত। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এদেশে একটি কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গড়তে চায়। অতএব পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে স্ব স্ব পরিবার ও সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে আসুন আমরা জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করি।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শফীকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক শফীকুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন পূর্বাচল উপশহর এলাকা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক হাফেয আবু সাঈদ ও অর্থসহ তেলাওয়াত করেন হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। ইসলামী জাগরণী পেশ করেন পূর্বাচল উপশহর এলাকা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক আবুল হাসানাত। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন স্থানীয় রূপগঞ্জ ইউনিয়নের সাবেক মেম্বার জনাব মুহাম্মাদ শাহাবুদ্দীন।

মসজিদগুলিকে শিক্ষাগারে পরিণত করুন!

-আমীরে জামা'আত

জুম'আর খুৎবা ॥ বেরাইদ ১০ই জুন শুক্রবার : ঢাকা-উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত বেরাইদ পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদের মুতাওয়াল্লী ও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব মোশাররফ হোসাইনের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত উক্ত মসজিদে প্রদত্ত জুম'আর খুৎবায় সমবেত মুছল্লীদের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, আখেরী যামানায় জাঁকজমকপূর্ণ বড় বড় মসজিদ হবে এবং এগুলি নিয়ে গর্ব করা হবে। এগুলি ক্বিয়ামতের পূর্ব লক্ষণ। অথচ রাসূল (ছাঃ)-এর খেজুর পাতার ছাউনীর মসজিদে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছেন আবুবকর, ওমর, ওছমান, আলীর মত বিশ্বসেরা মানুষ। তিনি মসজিদে সংগঠনের 'কর্মপদ্ধতি'র অনুসরণে নিয়মিত তা'লীম চালিয়ে যাবার জন্য দায়িত্বশীলগণের প্রতি আহ্বান জানান।

ইমারতবিহীন জীবন, নাবিকবিহীন নৌকার মত

-আমীরে জামা'আত

মাদারটেক, ঢাকা ১০ই জুন শুক্রবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে ও মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমিটির সহযোগিতায় অত্র মসজিদে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, বিশৃংখল আহলেহাদীছ জামা'আতকে শারঈ ইমারতের অধীনে সুশৃংখলভাবে পরিচালনার মাধ্যমে একে একটি সমাজ শক্তিতে পরিণত করা সম্ভব। নইলে চিরকাল অন্যের করুণার ভিখারী হয়ে থাকতে হবে। যা কারু কাম্য হ'তে পারে না।

মসজিদ কমিটির সভাপতি হাজী তমীযুদ্দীন মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, অত্র মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, নয়াবাজার বায়তুল মা'মূর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা শামসুর রহমান আযাদী, যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক শফীকুল ইসলাম ও মতিঝিল মিছবাহুল উলূম কামিল মাদরাসার প্রভাষক মাওলানা এরশাদুল্লাহ প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক ও 'আন্দোলন'-এর মজলিসে শূরা সদস্য কাযী হারূনুর রশীদ।

মহিলা বৈঠক :

মসজিদের মহিলা মুছল্লীদের অনুরোধে পরদিন সকাল ১০ ঘটিকায় মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের দ্বিতীয় তলায় সমবেত মহিলাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, মহিলাগণ স্ব স্ব পরিমণ্ডলে পর্দার মধ্যে থেকে সমাজ সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন। যেভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ ও মহিলা ছাহাবীগণ অবদান রেখেছেন। মহিলাগণ স্ব স্ব গৃহকে ও গৃহবাসীকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বড় দায়িত্বশীল। তাদেরকে স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্র নিকটে জিজ্ঞাসিত হ'তে হবে। 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' এ ব্যাপারে সর্বত্র কাজ করে যাচ্ছে। আপনারাও দ্রুত সংগঠিত হয়ে 'আন্দোলন'-এর সমাজ সংস্কার কার্যক্রম বেগবান করবেন বলে আমরা আশা করি।

বোমা মেরে দ্বীন কায়েমের ধোঁকা থেকে সাবধান হৌন!

-আমীরে জামা'আত

সাভার, ঢাকা ১১ই জুন শনিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাভার-আশুলিয়া সাংগঠনিক উপযেলার উদ্যোগে জিরানী বাজার পুকুরপাড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সকলের প্রতি উপরোক্ত সতর্ক বাণী প্রদান করেন। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নির্ভেজাল দাওয়াতে যখন ঈমানদারগণ দলে দলে ছুটে আসছেন, তখন ফিরক্বা নাজিয়াহ্র এই মহান আন্দোলনকে বদনাম করার জন্য বিদেশী চক্রান্তের ফাঁদে পা দিয়ে একদল চরমপন্থী 'রাফাদানী' সেজে আমাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। তারা আমাদের সন্তানদের প্রতারিত করছে। এরা চোরাগুপ্তা

মানুষ হত্যা করে রাতারাতি ইসলামী খেলাফত কায়েম করার ধোঁকায় পড়েছে। ছালাতে 'রাফউল ইয়াদায়েন' দেখে অনেকে তাদেরকে আহলেহাদীছ ভাবছেন। অথচ এরা আদৌ 'আহলেহাদীছ' নয়। কেননা আহলেহাদীছ যেমন শৈথিল্যবাদী নয়, তেমনি চরমপন্থী নয়। তারা সর্বদা মধ্যপন্থী। তিনি সংগঠনের সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীলগণকে এদের বিষয়ে সতর্ক থাকার এবং তরুণদেরকে এদের সংশ্রব থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান।

পার্শ্ববর্তী নাল্লাপোল্লা কওমী মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা শামসুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, সাভার-আশুলিয়া উপযেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক আখতারুযযামান, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শাহীন আলম, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ শাহীন, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক শফীকুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আমীরে জামা'আতের কনিষ্ঠ পুত্র আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন অত্র মসজিদের মুতাওয়াল্লী আলহাজ্জ ফযলুর রহমান।

উল্লেখ্য যে, মাগরিবের জামা'আতের পরপরই মুতাওয়াল্লী জনাব ফযলুর রহমান দাঁড়িয়ে আমীরে জামা'আতের আগমনে দারুণভাবে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। তিনি আমীরে জামা'আতের লেখনীর একজন ভক্ত পাঠক হিসাবে নিজেকে তুলে ধরে বলেন, তাঁর লেখা পড়তে শুরু করলে আর ছাড়তে ইচ্ছে হয় না। তিনি 'আন্দোলন' ও 'যুসংঘে'র কর্মতৎপরতায় দারুণভাবে খুশী হন এবং সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, এখন থেকে আমি 'যুবসংঘে' যোগদান করলাম এবং এই মসজিদ তাদের দাওয়াতের কেন্দ্র হবে। তিনি এ ব্যাপারে উপস্থিত মুছল্লীদের সম্মতি চাইলে সকলে হাত তুলে সোচ্চার কণ্ঠে তাকে সমর্থন জানানা। অতঃপর ঢাকা যেলার সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার দাঁড়িয়ে তার এই ঘোষণাকে স্বাগত জানান ও মহান আল্লাহ্র নিকটে এর কবুলিয়াত প্রার্থনা করেন।

হিংসা ও অহংকার বর্জন করে আসুন ভাই ভাই হয়ে যাই!

-আমীরে জামা'আত

মাধবদী, নরসিংদী ১২ই জুন রবিবার : অদ্য বাদ যোহর হ'তে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নরসিংদী যেলার উদ্যোগে মাধবদী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সকলের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশে আমরা সবাই সুন্নী। যারা আহলেহাদীছ ও হানাফী নামে পরিচিত। উভয় দলের মধ্যেই কুসংস্কার রয়েছে। উভয় দলের জন্য পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া খুবই সহজ, যদি হৃদয় পরিচ্ছন্ন হয়। ঐক্যের জন্য শর্ত হ'ল বিনয় ও সহনশীলতা। এক্ষেত্রে বাধা হ'ল হিংসা ও অহংকার। এই দু'টি ব্যাধি দূর করতে পারলে দু'টি দল দ্রুত ঐক্যবদ্ধ হ'তে পারে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) সহ চার ইমামের প্রত্যেকেই বলেছেন, 'ছহীহ হাদীছই আমাদের মাযহাব' *(শা'রানী, কিতাবুল মীযান ১/৭৩)*। অথচ মুখে 'হানাফী' দাবী করা সত্ত্বেও আমরা আবু হানীফা (রহঃ)-এর নীতি পরিত্যাগ করে ছহীহ হাদীছ বিরোধী কাজ করে চলেছি। অপরদিকে মুখে 'আহলেহাদীছ' দাবী করা সত্ত্বেও আমরা ছহীহ হাদীছকে অগ্রাহ্য করে পরস্পরে বিভক্ত এবং হিংসা-অহংকারে মত্ত। যা সমস্ত নেক আমলকে বরবাদ করে দেয়। তাহ'লে কি নিয়ে আমরা আল্লাহ্র দরবারে হাযির হব? তিনি সকলকে একে অপরের ছিদ্রান্বেষণ ও হিংসা-অহংকার থেকে তওবা করে পরস্পরে আল্লাহ্র বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব মাহফূযুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা ও মজলিসে শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ দেলোয়ার হোসাইন, প্রচার সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার, অর্থ সম্পাদক হাফেয মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, যেলা 'সোনামণি' পরিচালক আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইসহাক, মাধবদী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব হাফেয মাওলানা মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান, ভাষানটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, ঢাকার খতীব ছিফাত হাসান প্রমুখ। এছাড়া ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির।

আইজিপি সকাশে আমীরে জামা'আত

ঢাকা ১৩ই জুন সোমবার : ১০ই জুন শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া দেশব্যাপী সাঁড়াশী অভিযানে সংগঠনের কিছু নিরপরাধ ভাইকে গ্রেফতার করার সংবাদ পেয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **১৩ই** জুন সোমবার বিকাল সাড়ে ৩-টায় ঢাকার পুলিশ সদর দফতরে আইজিপি জনাব শহীদুল হক-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁকে সংগঠনের জঙ্গী বিরোধী ভূমিকা সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবহিত করেন এবং জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে লিখিত সংগঠনের বিভিন্ন বই ও প্রচারপত্রসমূহ প্রদান করেন। আইজিপি এতে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং সংগঠনের সন্ত্রাস বিরোধী ভূমিকা সর্বমহলে স্পষ্ট করে দেওয়ার পরামর্শ দেন। এসময় সেখানে পুলিশের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছাড়াও স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিআইজি মাহবুবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

অত্র সাক্ষাৎকারে আমীরে জামা'আত-এর সঙ্গে ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, মজলিসে শূরা সদস্য ও ঢাকা যেলা অর্থ সম্পাদক কাযী হারূনুর রশীদ ও আমীরে জামা'আতের কনিষ্ঠ পুত্র হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির।

উল্লেখ্য যে, গত মাসে ঢাকা সফরের সময় ৩রা মে মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৩-টায় স্পেশাল ব্রাঞ্চের হেড অফিস মালিবাগে এআইজি ড. জাবেদ পাটোয়ারীর সাথে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর নিকটে সংগঠনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর তাঁকে এক সেট বই, পত্রিকা ও প্রচারপত্রসমূহ প্রদান করেন।

প্রশিক্ষণ

বাংলা হিলি, হাকিমপুর, দিনাজপুর ১৭ই মে মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ১০-টায় দিনাজপুরের হাকিমপুর উপযেলার বাংলা হিলি মুন্সীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' হাকিমপুর উপযেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব শাহের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন অত্র যেলা 'আন্দোলন'-এর সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ ওয়াহিদুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক রায়হানুল ইসলাম ও রংপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন হাকিমপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক।

তানোর, রাজশাহী ১৮ই মে বুধবার : অদ্য সকাল সোয়া ৯-টায় যেলার তানোর থানাধীন গুবিরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' তানোর উপযেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আবুল কালাম আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান

অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুররুল হুদা, রাজশাহী পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদা। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম, মোহনপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আফাযুদ্দীন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক এহসান এলাহী যহীর, তানোর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুল খালেক প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ রেযাউল করীম।

মোহনপুর, রাজশাহী ২৩শে মে সোমবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার মোহনপুর উপযেলাধীন পিয়ারপুর উচ্চবিদ্যালয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ-সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আফাযুদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক এমদাদুল হক, ধরইল এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল বারী প্রমুখ।

দিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় তাবলীগী সফর

চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর ২৩শে মে সোমবার : 'আহলেহদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলার বিভিন্ন শাখা ও এলাকায় অদ্য দিনব্যাপী কেন্দ্রীয় তাবলীগী সফর অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৭-টায় রাজশাহী মারকায হ'তে মাইক্রো যোগে রওয়ানা দিয়ে সাড়ে ৮-টায় আমনুরা বহরইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ যোহর শব্দলপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ আছর রহনপুর ডাক বাংলা পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব আলীনগর মকরমপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এবং বাদ এশা মুশরীভুজা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। পথে বেলা ১১-টায় নাচোল ডিগ্রী কলেজে কিছু সময় যাত্রাবিরতি করা হয় এবং 'আন্দোলন'-এর শুভাকাংখী ও অত্র কলেজের প্রিন্সিপ্যাল অধ্যাপক হাফীযুর রহমানের সাথে মতবিনিময় হয়। উক্ত তাবলীগী সভা সমূহ নেতৃবৃন্দ সমবেত সুধীবৃন্দের উদ্দেশ্যে সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর পতাকাতলে সমবেত হয়ে সমাজ সংস্কারে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানান। সফরে কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টি হয়। উক্ত তাবলীগী সফরে কেন্দ্র থেকে যোগদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, রাজশাহী সদর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুবীনুল ইসলাম ও প্রচার সম্পাদক আল-মামূন। তাঁদের সাথে যোগদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আবুল হোসাইন, প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুল্লাহ সহ যেলা 'আন্দোলন'-এর নেতৃবৃন্দ। এভাবে দিনব্যাপী ৬টি এলাকা সফর শেষে মুশরীভুজা হ'তে রাত ১২-টায় রওয়ানা হয়ে রাত ২-টায় নেতৃবৃন্দ রাজশাহী মারকাযে পৌঁছেন।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ ৩রা জুন শুক্রবার : 'আহলেহদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলার বিভিন্ন শাখা ও এলাকায় অদ্য দিনব্যাপী কেন্দ্রীয় তাবলীগী সফর অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৭-টায় রাজশাহী মারকায হ'তে প্রাইভেট কার যোগে রওয়ানা দিয়ে সাড়ে ৮-টায় গোদাগাড়ী রেলবাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, সাড়ে ১০-টায় চাঁপাই নবাবগঞ্জ শহরের শিবতলা 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' পাঠাগারে, বেলা সাড়ে ৩-টায় কানসাট আব্বাস বাজার 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' পাঠাগারে, বাদ আছর শিবনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব ওমরপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এবং বাদ এশা পার দিলালপুর মাষ্টারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দিন ব্যাপী উক্ত তাবলীগী সফরে কেন্দ্র থেকে যোগদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুররুল হুদা ও রাজশাহী সদর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুবীনুল ইসলাম। তাঁদের সাথে যোগদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ ইসমাঈল ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। এই সাথে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র নেতৃত্বে ৬টি মটরসাইকেলে করে যেলা দায়িত্বশীল ও কর্মীগণ কেন্দ্রীয় মেহমানদের নিয়ে প্রত্যেক তাবলীগী সভায় যোগদান করেন। কেন্দ্রের এই ঝটিকা সফরে এলাকায় ব্যাপক সাড়া পড়ে এবং সকলে সংগঠনের প্রতি উদ্বুদ্ধ হন। অতঃপর রাত ১-টায় নেতৃবৃন্দ রাজশাহী মারকাযে ফিরে আসেন।

মৃত্যু সংবাদ

আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রবক্তা

মাওলানা জালালুদ্দীন লাহোরীর চির বিদায়

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নিবেদিতপ্রাণ সুধী, মুহাতারাম আমীরে জামা'আতের নিখাদ ভক্ত, কুরআন-হাদীছ এবং আরবী, উর্দূ, ফারসী ভাষার বিরল প্রতিভা, প্রবীণ শিক্ষক ও আলেমে দ্বীন মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন লাহোরী আর নেই। গত ৬ই জুন বাদ মাগরিব রামাযানের চাঁদ ওঠার পর রাত ৮-টা ৪০ মিনিটে তিনি ঢাকার আনোয়ার খান মডার্ণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। *(ইন্না লিল্লা-হে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেঊন)* মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি স্ত্রী, ৪ পুত্র, ২ কন্যা, নাতি-নাতনী, আত্মীয়-স্বজন, ছাত্র-শিক্ষকসহ বহু গুণগ্রাহী ও ভক্তকুল রেখে গেছেন। পরের দিন বাদ যোহর বেলা ২-টায় বগুড়া যেলার ধুনট উপযেলাধীন নিমগাছী গ্রামে নিজ বাসভবনের সামনে প্রশস্ত ময়দানে তাঁর জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ঢাকার উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক মুহাম্মাদ ইমরান বিন জালালুদ্দীন। অতঃপর নিজ বাসভবনের সামনে নিজস্ব ভূমিতে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর জানাযার ছালাতে বগুড়া ছাড়াও গাইবান্ধা, নওগাঁ, জয়পুরহাট প্রভৃতি যেলা থেকে তাঁর অসংখ্য ছাত্র, আলেম-ওলামা, শত শত ভক্ত ও মুছল্লীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

তিনি ১৯৬৫ইং সালে পাকিস্তানের লাহোর থেকে ফারেগ হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর নিজ গ্রামে নিমগাছী দারুল উলূম রহমানিয়া কওমী মাদ্রাসার মুহতামিম হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। পাশাপাশি তিনি পাশের গ্রামের নাংলু এম.কে.এম ফাযিল মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ ছিলেন। ২০০৮ সালে উক্ত মাদ্রাসা থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** রাতেই তাঁর মৃত্যু সংবাদ বগুড়া যেলা 'আন্দোলন' সভাপতি আব্দুর রহীমের মাধ্যমে অবহিত হন। পরের দিন টেলিফোনে তিনি তাঁর শোকাহত পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলেন এবং তাদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। তিনি তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করেন ও জান্নাতুল ফেরদাউস প্রাপ্তির জন্য দো'আ করেন। বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুর রহীম সহ 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র কর্মীরা তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করেন।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।- সম্পাদক]

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (০১/৩৬১) : মৃত ব্যক্তির খারাপ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাবে কি? বিস্তারিত জানতে চাই।

-শফীকুল ইসলাম
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : মৃত ব্যক্তির খারাপ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাবে না। সেটি জীবিত ব্যক্তির গীবত অপেক্ষা কঠিন গীবত হবে। কারণ জীবিত ব্যক্তির নিকট ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির নিকট এ সুযোগ থাকে না *(মির'আত হা/১৬৯২-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। তবে যদি মৃত ব্যক্তি কোন শিরক-বিদ'আত বা কবীরা গোনাহ করে থাকেন এবং জনগণ তা অনুসরণ করতে থাকে, তবে তাদেরকে উক্ত গোনাহ থেকে সতর্ক করার লক্ষ্যে ও সংশোধনের স্বার্থে তা প্রকাশ করায় কোন বাধা নেই *(নববী, শারহুল মুহাযযাব ৫/১৪৫; উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৫/২৯৮)*।

প্রশ্ন (০২/৩৬২) : আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ে দো'আ করার বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি?

-মারূফ হোসাইন, নাটোর।

উত্তর : আছে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ের দো'আ ফেরত দেয়া হয় না। অতএব তোমরা এসময় দো'আ কর *(আহমাদ হা/১২৬০৬; তিরমিযী হা/২১২; মিশকাত হা/৬৭১)*। তিনি বলেন, যখন ছালাতের আযান দেওয়া হয়, তখন আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং দো'আ কবূল করা হয়' *(মু'জামুল আওসাত্ব হা/৯১৯৫; ছহীহাহ হা/১৪১৩)*। অত্র হাদীছ সাধারণভাবে আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ে দো'আ কবুল হওয়ার প্রমাণ বহন করে। অতএব এসময় আযানের দো'আসহ অন্যান্য দো'আ পাঠ করা যাবে *(শাওকানী, নায়লুল আওত্বার হা/৫০৭-এর আলোচনা দ্রঃ)*।

প্রশ্ন (০৩/৩৬৩) : আরাফাহর ময়দানে অবস্থানকালে যোহর ও আছরের ছালাত কিভাবে আদায় করতে হবে?

-শেফালী, দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তর : আরাফাহর ময়দানে হাজীগণ যোহরকে পিছিয়ে ও আছরকে এগিয়ে যোহর ও আছর দু'রাক'আত করে জমা ও ক্বছর করবেন। অনুরূপভাবে মুযদালিফায় গিয়ে মাগরিব পিছিয়ে ও এশা এগিয়ে জমা করবেন। এ সময় কেবল এশার ছালাত ক্বছর করবেন। একাকী হোক বা জামা'আতে হোক, জমা ও ক্বছর করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হজ্জের সময় এভাবেই ছালাত আদায় করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৫৫ 'বিদায় হজ্জের বিবরণ' অনুচ্ছেদ; বিস্তারিত দ্রঃ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), ৩য় মুদ্রণ, ৭১০-১৪ পৃঃ)*। তবে ইমামের পিছনে ছালাত আদায়ের সময় ইমামের অনুসরণ করতে হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৯)*।

প্রশ্ন (০৪/৩৬৪) : আমি যে মসজিদে ফজরের ছালাত আদায় করি সেখানকার ইমাম ছাহেব ছালাতের পর কিছু বিদ'আতী আমল করেন। তাই আমি মসজিদের মধ্যে মুছাল্লা ছেড়ে পৃথক স্থানে যিকির-আযকার করে ইশরাক্বের ছালাত আদায় করি। এতে নেকীর কোন কমতি হবে কি?

-আবুল হাসান, মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তর : ফজরের ছালাতের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত মসজিদে বসে তাসবীহ-তাহলীল করার বিশেষ ফযীলত রয়েছে *(তিরমিযী হা/৫৮৬; মিশকাত হা/৯৭১)*। এছাড়া ফজরসহ যেকোন ফরয ছালাত শেষে মুছল্লী যতক্ষণ স্বীয় স্থানে বসে তাসবীহ-তাহলীল করে, ততক্ষণ ফেরেশতামণ্ডলী তার জন্য দো'আ করতে থাকে এই মর্মে যে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর ও তার উপর রহম কর *(বুখারী হা/৪৪৫, মুসলিম হা/৬৪৯; মিশকাত হা/৭০২)*। অন্য বর্ণনায় 'মুছাল্লা'-এর স্থানে 'মসজিদ' বলা হয়েছে *(তিরমিযী হা/৩৩০)*। অতএব প্রশ্নকারী যেহেতু মসজিদের বাইরে যাননি সেহেতু নেকীর কোন কমতি হবে না ইনশাআল্লাহ। তবে ইমাম ছাহেবকে বিদ'আতী আমল থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে হবে।

প্রশ্ন (০৫/৩৬৫) : এসিড বা অন্য কোন দাহ্য পদার্থ দিয়ে ঘাস বা ফসল পোড়ানোয় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-আব্দুস সাত্তার, সৈয়দপুর।

উত্তর : ঐ দাহ্য পদার্থে যদি ভূমির উর্বরা শক্তি বিনষ্ট না হয় এবং তাতে অন্যের কোন ক্ষতি না হয়, তাহ'লে কোন বাধা নেই। তবে অকারণে কোন প্রাণী হত্যা বা গাছপালা বিনষ্ট করা নিষিদ্ধ *(নাসাঈ হা/৪৩৪৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০৯২; বায়হাক্বী কুবরা হা/১৮৬১৪)*।

প্রশ্ন (০৬/৩৬৬) : আমার রুমমেট হিন্দু হওয়ায় তার রান্না আমাকে খেতে হয়। এটা খাওয়া যাবে কি?

-রূহুল আমীন, দক্ষিণ পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

উত্তর : অমুসলিমের রান্না করা খাবার খাওয়ায় কোন বাধা নেই *(বুখারী হা/৩৪৪; মুসলিম হা/২৪৯১; আবুদাউদ হা/৪৫১০; মিশকাত হা/৫৮৮৪, ৫৮৯৫, ৫৯৩১)*। তবে তাদের যবহকৃত পশুর গোশত খাওয়া যাবে না *(আন'আম ৬/১২১)*। এক্ষেত্রে কোন মুসলিম বিসমিল্লাহ বলে যবেহ করে দিলে এবং তারা রান্না করলে তা খাওয়ায় কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (০৭/৩৬৭) : কোন হাদীছ বা ফৎওয়া সুস্পষ্টভাবে ছহীহ হওয়া সত্ত্বেও তা বর্ণনা করার পর অনেককে আল্লাহু আ'লাম বা আল্লাহ সর্বাধিক অবগত লিখতে দেখা যায়। এটা রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ বা শরী'আতের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টি হিসাবে গণ্য হবে কি?

-মা'ছূম, পুঠিয়া, রাজশাহী।

Contents

উত্তর : 'আল্লাহু আ'লাম' বা আল্লাহ সর্বাধিক অবগত বলায় বা লেখায় কোন বাধা নেই এবং এতে কোন ছহীহ হাদীছের প্রতি সন্দেহ পোষণ করাও হবে না। বরং এরূপ বলাই আদবের পরিচয়। কারণ প্রত্যেক মানুষই ভুলকারী *(তিরমিযী হা/২৪৯৯, মিশকাত হা/২৩৪১)*। আর আল্লাহ বলেন, প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে জ্ঞানী আছেন *(ইউসুফ ১২/৭৬)*। আব্দুল মুহসিন আল-'আব্বাদ বলেন, কেউ যদি কোন বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান রাখে আর বলে যে, 'আল্লাহ আ'লাম', তাহ'লে তার কথা সঠিক হবে। কারণ আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত *(শারহু আবুদাউদ ৪/৩৬৪)*।

প্রশ্ন (০৮/৩৬৮) : নারীরা মাসিক অবস্থায় ভাত রান্না করতে পারবে না, কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত বা স্পর্শ করতে পারবে না। এসব কথার সত্যতা আছে কি?

-সেলিম আহমাদ, সিলেট।

উত্তর : মাসিক অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করে তেলাওয়াত ব্যতীত যেকোন কাজ করা যাবে *(মুসলিম হা/৩৭৩, মিশকাত হা/৪৫৬; উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ১/৩৪৯ পৃঃ)*। স্মর্তব্য যে, মাসিক অবস্থায় স্ত্রীকে পৃথক রাখা ইহূদীদের কাজ। আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, 'ইহূদীদের কোন স্ত্রী লোকের যখন মাসিক হ'ত, তখন স্বামীরা তাদের সাথে একত্রে খাওয়া-দাওয়া করত না, একত্রে থাকত না। এ বিষয়ে ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহপাক সূরা বাক্বারাহ্র ২২২ আয়াত নাযিল করেন। যেখানে মাসিক অবস্থায় শুধু সহবাস নিষেধ করা হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস ব্যতীত সবকিছু করতে পার' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৫)*।

প্রশ্ন (০৯/৩৬৯) : শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়াম রাখার ফযীলত কি? এগুলি কি ধারাবাহিকভাবে আদায় করতে হবে? কারণবশতঃ উক্ত মাসে আদায় করতে না পারায় পরের মাসে ক্বাযা আদায় করলে কি এর নেকী পাওয়া যাবে?

-জামীলুর রহমান, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম পালন শেষে শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম পালন করল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম পালন করল' *(মুসলিম হা/১১৬৪; মিশকাত হা/২০৪৭)*। অন্য হাদীছে এক বছরের হিসাব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এভাবে দিয়েছেন যে, 'রামাযানের একমাস ছিয়াম (১০ গুণ নেকী ধরলে) ১০ মাসের সমান এবং (শাওয়ালের) ছয়টি ছিয়াম দু'মাসের সমান' *(ইবনু মাজাহ হা/১৭১৫; ইরওয়া হা/৯৫০-এর আলোচনা)*। এভাবে মোট বারো মাস বা সারা বছর। এই ছিয়ামগুলো ধারাবাহিকভাবে পালন করা উত্তম। তবে আলাদাভাবেও করা যায় *(নববী, আল মাজমূ' ৬/৩৭৯)*।

শাওয়াল মাসের ছিয়াম শাওয়াল মাসের মধ্যে করাই কর্তব্য। কারণ শাওয়াল পার হ'লে শাওয়াল মাসের ছিয়াম পালনের সুযোগ থাকে না। আর রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম বছরের যেকোন সময়ে আদায় করা যায় *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। ব্যস্ততার কারণে আয়েশা (রাঃ) তাঁর রামাযানের ছুটে যাওয়া ছিয়াম পরবর্তী শা'বান মাসে আদায় করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩০)*। তবে ফরযের ক্বাযা যত দ্রুত সম্ভব আদায় করাই উচিৎ *(মির'আত ৫/২৩)*।

প্রশ্ন (১০/৩৭০) : কিডনী রোগের কারণে ডায়ালাইসিস করতে হয়। এমতাবস্থায় ফরয ছিয়াম পালন করা যাবে কি?

-কামাল চৌধুরী, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : এমতাবস্থায় ছিয়াম পালনে কোন বাধা নেই। কারণ ডায়ালাইসিস ছিয়াম ভঙ্গের কারণ নয়। এটা শিঙ্গা লাগানোর ন্যায়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ছিয়াম অবস্থায় (রোগমুক্তির জন্য) শিঙ্গা লাগাতেন *(বুখারী হা/১৯৩৮, ১৯৩৯)*। তবে যদি ছিয়াম পালন কষ্টকর হয়, তাহ'লে ছিয়াম ছেড়ে দিয়ে পরবর্তীতে ক্বাযা আদায় করবে। আর যদি জীবনের আশংকা থাকে, তবে প্রতিদিন একজন করে মিসকীনকে ফিদইয়া প্রদান করবে *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*।

প্রশ্ন (১১/৩৭১) : কোন নারী বা পুরুষ কর্তৃক একে অপরকে সরাসরি বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া শরী'আতসম্মত কি?

-আজমাল হোসাইন, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : উভয় পরিবারের মধ্যে প্রস্তাব আদান-প্রদানের মাধ্যমে বিবাহ সংঘটিত হওয়াই বিবাহের শরী'আতসম্মত পদ্ধতি। পুরুষের জন্য এটা জায়েয হ'লেও সরাসরি প্রস্তাব প্রদান শালীনতা ও আদবের বরখেলাফ। অতএব একজন পুরুষ কোন নারীর বৈধ অভিভাবকের নিকটে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাবে *(আহমাদ হা/২৫৮১০; হাকেম হা/২৭০৪, সনদ হাসান; বুখারী হা/৫১২২)*। আর নারী অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করতে পারে না *(আবূদাঊদ, তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত হা/৩১৩১ 'বিবাহ' অধ্যায় ২ অনুচ্ছেদ)*। তাই নারী তার বৈধ অভিভাবকের মাধ্যমে বিবাহের প্রস্তাব পেশ করতে পারে। সেক্ষেত্রে অভিভাবক সার্বিক বিবেচনায় সম্মত হ'লে পাত্রীর সম্মতি নিয়ে বিবাহের ব্যবস্থা করবেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩১২৬)*।

প্রশ্ন (১২/৩৭২) : ডাক্তার হিসাবে পরিস্থিতির কারণে অনেকসময় নারীদের অপারেশন করতে বাধ্য হতে হয় এবং তাতে তাদের গোপন স্থানও দৃষ্টিগোচর হয়। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-ডা. মতীউর রহমান, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : চিকিৎসার স্বার্থে বাধ্যগত অবস্থায় এরূপ করা যেতে পারে *(বাক্বারাহ ২/১৭৩)*। তবে সাধ্যমত ইসলামী পর্দার বিধান মেনে অপারেশন করবেন এবং দৃষ্টিকে নত রাখতে চেষ্টা করবেন *(নূর ২৪/৩০)*। আল্লাহ প্রকাশ্য ও গোপন যাবতীয় অশ্লীল কাজের নিকটবর্তী হওয়া থেকে নিষেধ করেছেন *(আন'আম ৬/১৫১, আ'রাফ ৭/৩৩)*।

প্রশ্ন (১৩/৩৭৩) : বজ্রপাতের সময় কোন দো'আ আছে কি?

-আছিফ, কমলাপুর, ঢাকা।

উত্তর : হ্যাঁ। এ মর্মে দো'আ আছে। আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) যখন বজ্রের আওয়াজ শুনতেন, তখন কথা-বার্তা ছেড়ে

Contents

দিয়ে নিম্নের দো'আটি পাঠ করতেন। *('সুবহা-নাল্লাযী ইয়ুসাব্বিহুর রা'দু বিহামদিহী ওয়াল মালা-ইকাতু মিন খীফাতিহ')* 'মহা পবিত্র সেই সত্তা যাঁর গুণগান করে বজ্র ও ফেরেশতামণ্ডলী সভয়ে' *(রা'দ ১৩/১৩)*। অতঃপর বলতেন এটা পৃথিবীবাসীর জন্য কঠিন ধমকি স্বরূপ *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭২; মিশকাত হা/১৫২২, 'ছালাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (১৪/৩৭৪) : আমি কিছু নারীকে কুরআন পড়াই। আমাদের নিজস্ব কোন ফাণ্ড না থাকায় তাদের নিকট থেকে সাধ্যনুযায়ী কিছু টাকা জমা করি এবং তাদের মাঝে বিভিন্ন সময়ে প্রতিযোগিতা করে উক্ত অর্থ দিয়ে তার পুরস্কার ক্রয় করে তাদেরকে দেই। এভাবে টাকা নিয়ে পুরস্কার দেওয়া জুয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে কি?

-সা'দিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : এটি জুয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে না। তাছাড়া কুরআন শিক্ষার বিনিময় গ্রহণ করায় কোন দোষ নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে বস্তুর উপর তোমরা পারিশ্রমিক গ্রহণ কর, সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী হকদার হ'ল আল্লাহ্র কিতাব *(বুখারী, মিশকাত হা/২৯৮৫; শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৫/৩৪৬)*।

প্রশ্ন (১৫/৩৭৫) : যারা বিশ্বাস করে যে, খিযির এখনো বেঁচে আছেন, তারা কোন পর্যায়ভুক্ত মুসলিম? তাদের পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-ইশতিয়াক শাকীল, বাঘারপাড়া, যশোর।

উত্তর : খিযির (আঃ) 'আবে হায়াৎ' পান করে আজও বেঁচে আছেন' এবং উক্ত মর্মে আরও যেসব কথা প্রচলিত আছে তা 'ইস্রাঈলিয়াত' (الإسرائيليات)-এর অন্তর্ভুক্ত *(দ্রঃ ফাৎহুল বারী ৮/২৬৮ পৃঃ, হা/৪৭২৬-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/৩৩৭)*। এসব কাহিনী মানুষ অজ্ঞতাবশতঃ বিশ্বাস করে থাকে। আল্লাহপাক স্বীয় রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, তোমার পূর্বে কোন মানুষকে আমি স্থায়ী জীবন দান করিনি *(আম্বিয়া ২১/৩৪)*। সত্য জানার পর এসব কাহিনী বিশ্বাস করলে বা প্রচার করলে কবীরা গুনাহগার হ'তে হবে। তবে যেহেতু এগুলি মৌলিক আক্বীদাগত বিভ্রান্তি নয় সেহেতু তার পিছনে ছালাত আদায়ে কোন বাধা নেই *(বিস্তারিত দ্রঃ নবীদের কাহিনী ২/১০৭)*।

প্রশ্ন (১৬/৩৭৬) : হজ্জের সফরে বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষ থেকে একাধিকবার ওমরাহ করার ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি?

-উম্মে কুলছূম, কানসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : এরূপ করা জায়েয নয়। শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ) বলেন, 'কিছু সংখ্যক লোক হজ্জের পর অধিক সংখ্যক ওমরাহ করার আগ্রহে 'তানঈম' বা জি'ইর্রানাহ নামক স্থানে গিয়ে ইহরাম বেঁধে আসেন। শরী'আতে এর কোনই প্রমাণ নেই' *(দলীলুল হাজ্জ ওয়াল মু'তামির, অনু: আব্দুল মতীন সালাফী, 'সংক্ষিপ্ত নির্দেশাবলী' অনুচ্ছেদ, মাসআলা-২৪, পৃঃ ৬৫)*। ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) বলেন, এটি জায়েয নয়। বরং বিদ'আত। কেননা এর পক্ষে একমাত্র দলীল হ'ল বিদায় হজ্জের সময় আয়েশা (রাঃ)-এর ওমরাহ। অথচ ঋতু এসে যাওয়ায় প্রথমে হজ্জে ক্বিরান-এর ওমরাহ করতে ব্যর্থ হওয়ায় হজ্জের পরে তিনি এটা করেছিলেন। তার সাথে 'তানঈম' গিয়েছিলেন তার ভাই আব্দুর রহমান। কিন্তু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আব্দুর রহমান পুনরায় ওমরাহ করেননি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথী অন্য কোন ছাহাবীও এটা করেননি' *(ঐ, মাজমূ' ফাতাওয়া, প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ১৫৯৩; ঐ, লিক্বা-উল বাবিল মাফতূহ, অনুচ্ছেদ ১২১, মাসআলা ২৮)*। শায়খ আলবানী একে নাজায়েয বলেছেন এবং একে 'ঋতুবতীর ওমরাহ' বলেছেন *(ছহীহাহ হা/১৯৮৪-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িমও একে নাজায়েয বলেছেন *(যাদুল মা'আদ ২/৮৯)*।

প্রশ্ন (১৭/৩৭৭) : মহিলারা গৃহাভ্যন্তরে ছালাতের সময় সুগন্ধি মেখে থাকলে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কি?

-রিযওয়ান হোসাইন,
বাসাবো, ঢাকা।

উত্তর : না। কারণ মসজিদে গমনের ক্ষেত্রে মহিলাদের সুগন্ধি ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। বাড়িতে নয় *(আবুদাঊদ হা/৫৬৫; মুসলিম হা/৪৪৩; মিশকাত হা/১০৫৯-৬১)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, পুরুষের জন্য সুগন্ধি যাতে রং নেই এবং নারীর জন্য রং যাতে সুগন্ধি নেই। রাবী সাঈদ বিন আবু 'আরূবাহ বলেন, আমি মনে করি যে, এর দ্বারা তারা অর্থ নিতেন, যখন নারী বাইরে যাবে। কিন্তু যখন সে তার স্বামীর কাছে থাকবে, তখন যা খুশী সুগন্ধি লাগাবে' *(আবুদাঊদ হা/৪০৪৮; মিশকাত হা/৪৩৫৪)*।

প্রশ্ন (১৮/৩৭৮) : ছিয়াম অবস্থায় দাঁত তোলায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-মিছবাহুল হক,
সীতাকুণ্ডু, চট্টগ্রাম।

উত্তর : ছিয়ামরত অবস্থায় প্রয়োজনে দাঁত তোলা যেতে পারে। যেমন রাসূল (ছাঃ) ছিয়ামরত অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০০২)*।

প্রশ্ন (১৯/৩৭৯) : আমাদের এলাকায় মসজিদে দেখা যায় যে, ইক্বামত শুরু হওয়ার পর মুছল্লীরা না দাঁড়িয়ে 'ক্বাদ ক্বা মাতিছ ছালাহ' বলার পর দাঁড়ায়। এরূপ আমলের সত্যতা আছে কি?

-মুহাম্মাদ ওছমান, নোয়াখালী।

উত্তর : এরূপ আমল সিদ্ধ নয়। বরং যখনই ইক্বামত শুরু হবে, তখনই মুছল্লীরা দাঁড়াবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে আসার পূর্বে ইক্বামত দেওয়া হ'ত এবং ছাহাবীগণ দাঁড়িয়ে কাতার ঠিক করে নিতেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসে তাঁর স্থানে দাঁড়াতেন। পক্ষান্তরে আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ছালাতের ইক্বামত হলে আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না' *(বুখারী হা/৬৩৬, ৬৩৮)*। উভয় হাদীছের সমন্বয় করে ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্ত নিষেধাজ্ঞা ছিল মূলতঃ মুছল্লীদের দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার কষ্টের দৃষ্টিকোণ থেকে' *(ফাৎহুল বারী ২/১৪১ ও ১৪২ পৃঃ, 'আযান' অধ্যায়-১০ 'ইক্বামতের সময় ইমামকে দেখলে লোকেরা কখন দাঁড়াবে' অনুচ্ছেদ-২২)*।

Contents

প্রশ্ন (২০/৩৮০) : মাথার চুল রাখার সুন্নাতী তরীকা কি কি?

-আলতাফ হোসাইন, জামিরা, রাজশাহী।

উত্তর : মাথার চুল লম্বা ও খাটো উভয়টিই রাখা জায়েয। তবে এটি 'সুনানুয যাওয়ায়েদ' বা ব্যবহারগত অতিরিক্ত সুন্নাত সমূহের অন্তর্ভুক্ত। যার উপর আমল করা উত্তম। তবে ছেড়ে দেওয়া অপসন্দনীয় নয়' *(শরীফ জুরজানী, কিতাবুত তা'রীফাত, বৈরূত ছাপা ১৪০৮/১৯৮৮ 'সুন্নাতের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ, পৃঃ ১২২)*।

বড় চুল তিন পদ্ধতিতে রাখা যায়। যথা (১) ওয়াফরা, যা কানের লতি পর্যন্ত *(আবুদাঊদ হা/৪২০৬)* (২) লিম্মা, যা ঘাড়ের মধ্যস্থল পর্যন্ত *(মুসলিম হা/২৩৩৭)* (৩) জুম্মা, যা ঘাড়ের নীচ পর্যন্ত *(নাসাঈ হা/৫০৬৬)*।

আবু ইসহাক বলেন, আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম আহমাদ) কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, যার মাথায় লম্বা চুল ছিল। তিনি বলেন, এটি উত্তম সুন্নাত। যদি আমরা সক্ষম হই, তাহলে আমরাও অনুরূপ লম্বা চুল রাখব। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জুম্মা চুল ছিল। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ৯ জন ছাহাবীর লিম্মা চুল ছিল। ১০ জন ছাহাবীর জুম্মা চুল ছিল। ইমাম আহমাদ নিজে মধ্যম সাইজের চুল রাখতেন *(ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ১/৭৩-৭৪ পৃঃ চুল ছাঁটা ও মুণ্ডনের হুকুম অনুচ্ছেদ)*।

ছাহাবী ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) একদিন লম্বা চুল নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) মাছি বসবে, মাছি বসবে বলে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। ফলে তিনি ফিরে গিয়ে পরে চুল কেটে খাট করে এলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, এটি সুন্দর (هذا أحسن) *(আবুদাঊদ হা/৪১৯০; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৩৬; ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ১/৭৩-৭৪ পৃঃ চুল ছাঁটা ও মুণ্ডনের হুকুম অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২১/৩৮১) : নাবালক শিশু কুরআন মুখস্থে ও পড়ায় অধিক যোগ্য হলে ফরয বা নফল ছালাতে ইমামতি করতে পারবে কি?

-নাছিরুদ্দীন, খুলনা।

উত্তর : নাবালক ইমাম যদি কুরআন তিলাওয়াতে পারদর্শী হয় তাহ'লে তার পিছনে ফরয ছালাত সহ সবধরনের ছালাত জায়েয। কনিষ্ঠ ছাহাবী আমর বিন সালামা বিন ক্বায়েস (রাঃ) বলেন, এক সফরে লোকেরা দেখল যে, আমার চেয়ে অধিক কুরআন জানা আর কেউ নেই। কেননা আমি পথিকদের নিকট হ'তে আগেই তা মুখস্থ করেছিলাম। তখন তারা আমাকে সামনে বাড়িয়ে দিল। অথচ তখন আমি ছয় বা সাত বছরের বালক মাত্র *(বুখারী হা/৪৩০২; মিশকাত হা/১১২৬; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৭/৩৮৯; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৫/৮১)*।

প্রশ্ন (২২/৩৮২) : সরকারী চাকুরিজীবীরা নিজ নিজ সরকারী কক্ষে দু'টি ছবি ঝুলাতে বাধ্য। যা নিশ্চিতভাবে সম্মানের উদ্দেশ্যেই ঝুলাতে হয়। সৌদী আরবেও এরূপ দেখা যায়। এক্ষেত্রে তাদের করণীয় কি?

-আশেকুর রহমান, নওগাঁ।

উত্তর : সম্মানের উদ্দেশ্যে ছবি ঝুলানো নিষিদ্ধ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, মুসলিম নেতা যখন কোন পাপ কাজের নির্দেশ দিবে, তখন সে ব্যাপারে তার কথা শ্রবণ করা যাবে না, তার আনুগত্যও করা যাবে না *(বুখারী হা/৭১৪৪; মুসলিম হা/১৮৩৬)*। তবে ছবি টাঙ্গাতে বাধ্য করা হ'লে নির্দেশদাতা গুনাহগার হবে, নির্দেশ পালনকারী নয় *(নাহল ১৬/১০৬; ইবনু মাজাহ হা/২০৪৩)*। অতএব ছবিকে সাধ্যমত এড়িয়ে চলতে হবে এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে ও অন্তরে ঘৃণা পোষণ করতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ইনকার করল, সে দায়িত্ব মুক্ত হ'ল' *(মুসলিম হা/১৮৫৪; মিশকাত হা/৩৬৭১)*।

প্রশ্ন (২৩/৩৮৩) : আমার উপর হজ্জ ফরজ হয়েছে। কিন্তু আমার কিছু ঋণ রয়েছে। ঋণ পরিশোধ না করে হজ্জ করা যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তর : ঋণের সাথে হজ্জের কোন সম্পর্ক নেই। তবে ঋণ পরিশোধ করলে যদি হজ্জের সামর্থ না থাকে, তবে তার উপর হজ্জ ফরয হয়নি। এমতাবস্থায় তার ঋণ পরিশোধ করা ফরয। আর যদি ঋণ পরিশোধ করে হজ্জ করার সামর্থ্য থাকে তাহ'লে পরিশোধ না করে হজ্জ করলে হজ্জ হয়ে যাবে। অবশ্য ঋণ পরিশোধ করে হজ্জে যাওয়াই উত্তম। কেননা তা পরিশোধ ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলে হাশরের মাঠে নিজের নেকী দিয়ে ঋণের দাবী পূরণ করতে হবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১২৬ 'আদব' অধ্যায় 'যুলুম' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২৪/৩৮৪) : আল্লাহ বলেন, তিনি সব কিছুই মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন। এক্ষণে পৃথিবীতে নানাবিধ ক্ষতিকর প্রাণী যেমন ইঁদুর, ছুঁচো, মশা ইত্যাদি প্রাণী সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর কি হিকমত রয়েছে?

-আব্দুর রশীদ
সরোজগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : আল্লাহর প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যে হিকমত রয়েছে। যারা গবেষণা করবে, তারা এক পর্যায়ে তারা রহস্য জানতে পারবে। যেমন সাপ ক্ষতিকর প্রাণী হলেও তার বিষ দিয়ে ঔষধ তৈরী হয়ে থাকে।

তবে মানুষে জ্ঞান সর্বদাই সীমিত। আল্লাহ বলেন, তিনি মানুষকে সামান্যই জ্ঞান দান করেছেন *(ইসরা ১৭/৮৫)*। এই সামান্য জ্ঞান দ্বারা সবকিছুর রহস্য উদঘাটন করা সম্ভব নয়। অতএব মুমিনের জন্য কর্তব্য হ'ল, আল্লাহ্র সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা-গবেষণার সাথে সাথে তার প্রতি পূর্ণ ঈমান আনা *(আম্বিয়া ২১/২৩)*। আল্লাহ বলেন, যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করে এবং বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি এগুলিকে অনর্থক সৃষ্টি করোনি। মহা পবিত্র তুমি। অতএব তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও! *(আলে ইমরান ২/১৯১)*।

Contents

প্রশ্ন (২৫/৩৮৫) : হাফহাতা বা স্যান্ডো গেঞ্জি পরে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-রফীক আহমাদ, দিনাজপুর।

উত্তর : হাফহাতা গেঞ্জি পরে ছালাত আদায় করলে ছালাত হয়ে যাবে। কেননা এতে দু'কাঁধ ঢাকা থাকে। কিন্তু স্যান্ডো গেঞ্জি পরে ছালাত আদায় জায়েয নয়। কারণ এতে দু'কাঁধ আলগা থাকে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন যে, কোন ব্যক্তি যেন এমন এক কাপড়ে ছালাত আদায় না করে যাতে কাপড়ের কিছু অংশ তার দু'কাঁধের উপর না থাকে *(বুখারী হা/৩৫৯; মুসলিম হা/৫১৬)*।

প্রশ্ন (২৬/৩৮৬) : স্বামী স্ত্রীকে জোরপূর্বক মাযহাবী তরীকায় ছালাত আদায়ে বাধ্য করে। এক্ষণে উক্ত স্ত্রীর জন্য করণীয় কি?

-আবু তামীম, গুলশান, ঢাকা।

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*। অতএব স্ত্রীকে ধৈর্যের সাথে সময় নিয়ে স্বীয় স্বামীকে বুঝাতে হবে এবং স্বামীর হেদায়াতের জন্য বেশী বেশী দো'আ করতে হবে। কোন ভাবেই একত্রে থাকা সম্ভব না হলে স্ত্রী চাইলে খোলা-র মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন হতে পারে *(বুখারী হা/৫২৭৩)*।

প্রশ্ন (২৭/৩৮৭) : কুরআন তেলাওয়াত শেষে 'ছাদাক্বাল্লাহুল আযীম' বলার ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি?

-জি এম সফেদ আলী, মতিঝিল, ঢাকা।

উত্তর : কুরআন পাঠের পর উক্ত দো'আ পড়ার কোন বিধান নেই। রাসূল (ছাঃ) তাঁর ছাহাবীগণ, তাবেঈগণ বা সালফে ছালেহীন কখনো উক্ত দো'আ পাঠ করেন নি। তাই এই দো'আ পরিত্যাজ্য *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৪/১৪৯-১৫০, ফৎওয়া নং ৩৩০৩)*। বরং কুরআন তেলাওয়াত শেষে বলতে হবে- *'সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়াবিহামদিকা আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলায়কা'* অর্থঃ মহা পবিত্র হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসার সাথে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি আপনার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকেই ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি' *(নাসাঈ, সুনানুল কুবরা হা/১০১৪০, সনদ ছহীহ; আবুদাউদ হা/৪৮৫৭; মিশকাত হা/২৪৩৩)*।

প্রশ্ন (২৮/৩৮৮) : রামাযান মাসে দিনের বেলা স্ত্রী সহবাস করলে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে কাফফারা দিতে হবে, না কেবল স্বামী দিলেই যথেষ্ট হবে?

-আব্দুল্লাহ, ঢাকা।

উত্তর : স্বামী স্ত্রী উভয়ে এতে সম্মত থাকলে উভয়কে কাফফারা ও কাযা আদায় করতে হবে *(বুখারী হা/১৯৩৬; মুসলিম হা/১১১১; মিশকাত হা/২০০৪; আব্দুল্লাহ বিন বায, মাজমূ ফাতাওয়া ১৫/৩০৭)*। উক্ত ছিয়াম কাযা আদায় করতে হবে এবং কাফফারা দিতে হবে। এর কাফফারা হ'ল- ১- একজন দাস মুক্ত করবে। এতে তার সামর্থ্য না থাকলে ২- দু'মাস একটানা ছিয়াম পালন করবে। তাতেও সক্ষম না হলে ৩- ষাটজন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাদ্য দান করবে *(বুখারী হা/১৯৩৬; মুসলিম হা/১১১১; মিশকাত হা/২০০৪ 'ছওম' অধ্যায়)*। আর স্বামী যদি জোরপূর্বক এরূপ করে, তাহ'লে কেবল স্বামীকে কাফফারা ও কাযা আদায় করতে হবে, স্ত্রীকে নয়। এমতাবস্থায় স্ত্রী তার ছিয়াম পূর্ণ করবে *(ইবনু মাজাহ হা/২০৪৫; মিশকাত হা/৬২৮৪; উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৬/৪০৪)*।

উল্লেখ্য যে, একটানা দু'মাস ছিয়াম রাখার মধ্যে কোন বাধ্যগত শারঈ ওযর দেখা দিলে ছিয়াম ভঙ্গ করতে পারবে। তাতে ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হবে না *(ইবনু কুদামা, মুগনী ৮/২৯)*।

প্রশ্ন (২৯/৩৮৯) : পিতা-মাতা অমুসলিমদের ন্যায় ইংরেজী নাম রেখেছেন। যদিও তার অর্থ ভালো। আরবী ব্যতীত এরূপ নাম রাখা যাবে কি? যদি না রাখা যায় সেজন্য সন্তান গুনাহগার হবে কি? এক্ষণে তার করণীয় কি?

-আমীনুল ইসলাম, পলাশ, নরসিংদী।

উত্তর : মুসলিম স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্যই আরবীতে সুন্দর অর্থবহ নাম রাখা আবশ্যিক। রাসূল (ছাঃ) মন্দ নাম পরিবর্তন করে দিতেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৭৭৪; ছহীহাহ হা/২০৭-৯)*। অমুসলিমদের সাথে সামঞ্জস্যশীল ও শিরক-বিদ'আতযুক্ত নাম বা ডাকনাম রাখা যাবে না। তাছাড়া অনারবদের জন্য আরবী ভাষায় নাম রাখা উচিৎ। কেননা অনারব দেশে এটাই মুসলিম ও অমুসলিমের নামের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে। আজকাল এ পার্থক্য ঘুচিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চলছে। তাই নাম রাখার আগে সচেতন ও যোগ্য আলেমের কাছে পরামর্শ নিতে হবে। এক্ষণে কারু নামের অর্থ মন্দ হ'লে এবং ধর্মীয় পরিচয় বহন না করলে তা পরিবর্তন করতে হবে। আদালতে এফিডেভিটের মাধ্যমে এটা সহজেই করা যায়। অথবা নিজেই নিজের পরিচিতি পাল্টে দিতে পারেন *(বিস্তারিত দ্রঃ মাসায়েলে কুরবানী ও আকীকা' বই)*।

প্রশ্ন (৩০/৩৯০) : ৭ লক্ষ টাকা দিয়ে গ্রামের মসজিদ পুনর্নির্মাণ করার ব্যাপারে আমি ইচ্ছা পোষণ করেছিলাম। কিন্তু অন্য একজন কাজটি সম্পন্ন করেছে। এক্ষণে উক্ত টাকা কবরস্থানের প্রাচীর দেওয়া, মাদ্রাসায় দান করা ইত্যাদি করলে ওয়াদা পালন হবে কি?

-সৈয়দ মুহাম্মাদ ইদ্রীস, বনশ্রী, ঢাকা।

উত্তর : শারঈ বিবেচনায় দাতা তার নিয়ত পরিবর্তন করতে পারেন, অন্য কোন বিবেচনায় নয়। যেমন মসজিদে শিরক-বিদ'আতের প্রচলন হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে বা মসজিদের জমিতে ওয়াকফের ব্যাপারে কোন ত্রুটি থাকলে অথবা অন্য মসজিদে দানের অধিক প্রয়োজন মনে করলে ইত্যাদি কারণে নিয়ত পরিবর্তন করা যাবে *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ ফিক্বহুস সুন্নাহ 'ওয়াক্ফ' অধ্যায় ৩/৫৩২)*। উক্ত টাকা নেকীর নিয়তে অন্য কোন মসজিদ বা মাদরাসায় দান করা যেতে পারে। স্মর্তব্য যে, শিরক-বিদ'আত হয় নিশ্চিতভাবে জানলে এমন স্থানে দান করা যাবে না। বরং ছহীহ পদ্ধতিতে ছালাত হয়, এরূপ মসজিদে দান করতে হবে।

প্রশ্ন (৩১/৩৯১) : একটি প্লেটে কয়েকজন মিলে ভাত খাওয়ায় কোন বাধা আছে কি?

-ইমরান, রংপুর।

উত্তর : বাধা নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্র নিকট প্রিয় খাদ্য হ'ল যাতে অনেক হাত অংশগ্রহণ করে। অর্থাৎ যে খাদ্য অনেকে এক সাথে খায় *(আবু ইয়া'লা হা/২০৪৫; ছহীহুল*

জামে' হা/১৭১; ছহীহাহ হা/৮৯৫)। তিনি বলেন, তোমরা একত্রে খাবার গ্রহণ করো। পৃথক হয়ে খাবার গ্রহণ কর না। কারণ একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট হবে আর দু'জনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট হবে *(মুসলিম হা/২০৫৯; ইবনু মাজাহ হা/৩২৫৪; ছহীহাহ হা/২৬৯১)*। আব্দুল্লাহ বিন বুসর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ)-এর জন্য একটি ছাগল হাদিয়া পাঠানো হ'ল। সেদিন খাদ্য অল্প ছিল। ফলে তিনি তার পরিবারকে বললেন, এই ছাগলটি রান্না কর। আর এই যে আটা এ দিয়ে রুটি তৈরী কর এবং তার উপর ছারিদ ছড়িয়ে দাও। নবী করীম (ছাঃ)-এর একটি (বড়) গামলা ছিল যাকে 'গাররা' বলা হ'ত। চারজন লোক সেটাকে বহন করত। যখন সকাল হ'ল এবং তারা ছালাতুয যুহা আদায় করল তখন ঐ গামলাটি আনা হ'ল, লোকেরা তার চার পাশে জমা হ'ল। যখন লোক সংখ্যা বেশী হ'ল, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাঁটু গেড়ে বসলেন। এতে এক বেদুঈন বলল, এ কোন ধরনের বসা? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে উদার ও বিনয়ী বান্দা হিসাবে পাঠিয়েছেন, অবাধ্য ও স্বেচ্ছাচারী হিসাবে পাঠাননি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা এই খাদ্যের পার্শ্ব থেকে খাও, মধ্যভাগ থেকে খেয়ো না। কেননা মধ্যভাগে তোমাদের জন্য বরকত দান করা হয়। তারপর বললেন, তোমরা নাও এবং খাও। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! অবশ্যই তোমাদেরকে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের উপর বিজয় দান করা হবে, তখন খাদ্যের পরিমাণ বেড়ে যাবে, কিন্তু সে খাদ্যের উপরে (খাওয়ার সময়) আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা হবে না' (অর্থাৎ বিসমিল্লাহ বলা হবে না) *(শু'আবুল ঈমান হা/৫৪৬১; আবুদাঊদ হা/৩৭৭৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/২১২২; ছহীহাহ হা/৩৯৩)*।

অত্র হাদীছে রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। পারস্য ও রোম সাম্রাজ্য বিজয়ের মাধ্যমে খেলাফতে রাশেদাহ্র সময় যা কার্যকর হয়। এর মধ্যে একথাও রয়েছে যে, অঢেল সম্পদ লাভের পর মুসলমানদের মধ্যে অনেক বিলাসী লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা খাওয়ার সময় আল্লাহ্র নাম নিতে ভুলে যাবে। এর দ্বারা বিসমিল্লাহ বলার গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন (৩২/৩৯২) : জনৈক আলেম বলেন, আশূরার ছিয়াম নূহ (আঃ)-এর যুগ থেকে চলে আসছে। তিনি অত্যাচারী কওম থেকে মুক্তি লাভের শুকরিয়া স্বরূপ তা পালন করতেন। একথার সত্যতা জানতে চাই।

-আব্দুর রহমান, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : একথা সঠিক নয়। উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আহমাদ হা/৮৭০২, সিলসিলা যঈফাহ হা/১৪৯৯-এর আলোচনা দ্রঃ)*। আশূরার ছিয়াম ফেরাঊনের কবল থেকে নাজাতে মূসা (আঃ)-এর শুকরিয়া হিসাবে মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদী শরী'আতে পালিত হয় *(বুখারী হা/৪৭৩৭; মুসলিম হা/১১৩০)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩৯৩) : ইহরাম বাঁধার নিয়ম বিস্তারিত জানতে চাই।

-আবু যায়েদ, বাসাইল, টাঙ্গাইল।

উত্তর : (১) ইহরামের পূর্বে ওযূ বা গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা উত্তম *(তিরমিযী হা/৮৩০, মিশকাত হা/২৫৪৭)*। তবে শর্ত নয়। মহিলাগণ নাপাক অবস্থাতেও ইহরাম বাঁধতে পারবেন *(মুসলিম হা/১২১৮, মিশকাত হা/২৫৫৫)* (২) পুরুষদের জন্য সাদা সেলাই বিহীন লুঙ্গী ও চাদর পরিধান করা *(আহমাদ হা/৪৮৯৯)*। মহিলাদের জন্য যেকোন ধরনের শালীন পোষাক পরিধান করা। তবে নেকাব ও হাতমোজা ব্যবহার থেকে বিরত থাকা *(আবুদাঊদ হা/১৮২৭)* (৩) দেহে সুগন্ধি ব্যবহার করা *(মুসলিম হা/১১৯০)*। তবে পোষাকে নয় *(বুখারী হা/১৭৮৯)*। যে কোন ফরয ছালাতের পরে কিংবা 'তাহিইয়াতুল ওযূ' দু'রাক'আত নফল ছালাতের পরে ইহরাম বাঁধা চলে। তবে ইহরাম বাঁধার সাথে ছালাতের কোন সম্পর্ক নেই *(বিস্তারিত দ্রঃ 'হজ্জ ও ওমরাহ' বই)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩৯৪) : কোন মহিলা স্বামী থাকা অবস্থায় অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে কি? বিশেষতঃ বার বার বলা সত্ত্বেও স্বামী যদি তালাক না দেয় সেক্ষেত্রে করণীয় কি?

-ইমরান চৌধুরী, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।

উত্তর : পারবে না। কারণ স্বামীর সাথে উক্ত মহিলার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়নি। এক্ষণে স্বামী তালাক দিতে না চাইলে মোহরানা ফেরৎ দিয়ে 'ফিসখে নিকাহ' করবে এবং এক ঋতুকাল ইদ্দত শেষে অন্যের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে *(নাসাঈ হা/৩৪৯৭ 'খোলা কারিনীর ইদ্দতকাল' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩৯৫) : সন্তান জন্মের সময় মহিলার স্বামী ধাত্রীর সাথে সহযোগিতা করতে পারবেন কি?

-ডা. সালমান খন্দকার, মৌলভীবাজার, সিলেট।

উত্তর : ধাত্রীর বর্তমানে স্বামী আনুসঙ্গিক কাজে সাহায্য করতে পারেন। তবে প্রসবের ব্যাপারে নয়। তাই এসময় তার জন্য সেখানে থাকা বৈধ হবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন পরপুরুষ যদি কোন মহিলার সঙ্গে নির্জনে মিলিত হয়, তাহ'লে সেখানে তৃতীয়জন উপস্থিত হয় শয়তান' *(তিরমিযী হা/২১৬৫; মিশকাত হা/৩১১৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৯০৮)*। তবে নিরুপায় অবস্থায় হৃদয়কে কলুষমুক্ত রেখে যে কোন সহযোগিতা করায় কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (৩৬/৩৯৬) : মুলতাযাম কি? এ স্থানে পঠিতব্য কোন দো'আ বা কোন আমল আছে কি?

-ছাদিকুল ইসলাম, মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তর : 'মুলতাযাম' অর্থ জড়িয়ে ধরার স্থান। আর এটি হ'ল কা'বার দরজা ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থান। এ স্থানের জন্য নির্দিষ্ট কোন দো'আ বা আমল রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত হয়নি। তবে ইবনু আব্বাস (রাঃ) সহ একাধিক ছাহাবী এখানে নির্দিষ্ট ভঙ্গিতে দো'আ করেছেন। এ স্থানে আমল করার পদ্ধতি হ'ল; বান্দা তার বুক, মুখ, দু'হাতের কুনই ও কব্জি কা'বার সাথে মিলিয়ে রেখে ইচ্ছামত দো'আ করবে *(ইবনু মাজাহ হা/২৯৬২; ছহীহাহ হা/২১৩৮)*। তবে দো'আ এতো দীর্ঘ করা যাবে না যাতে অন্যদের সুযোগ নষ্ট না হয়। অর্থাৎ স্থান সংকীর্ণ করা যাবে না *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৬/১৪২-১৪৩; উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৭/৪০২-৪০৩)*।

প্রশ্ন (৩৭/৩৯৭) : ঝগড়ার মধ্যে স্বামী তার স্ত্রীকে তার সাথে

Contents

সংসার করতে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। পরবর্তীতে স্ত্রীর ভুল সিদ্ধান্তের কারণে মহল্লার বখাটে ছেলেরা হস্তক্ষেপ করে বিবাহের কাবিন নামা নিয়ে যায় এবং কাযী অফিসের মাধ্যমে তালাক নামা লিখে এনে উভয়ের অসম্মতিতে ভয়-ভীতি দেখিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নেয়। এভাবে তারা আড়াই বছর যাবৎ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। এক্ষণে উক্ত তালাক বৈধ হয়েছে কি? পুনরায় সংসার করতে চাইলে করণীয় কি?

-মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

উত্তর : প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী উক্ত তালাক বৈধ হয়নি। কারণ জোর করে বা ভয়-ভীতি দেখিয়ে তালাক হয় না *(ইবনু মাজাহ হা/২০৪৩; মিশকাত হা/৬২৮৪; ইরওয়া হা/১০২৭, সনদ ছহীহ)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'জোর করে বা অসম্মত ব্যক্তির তালাক বৈধ নয়' *(বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/১৪৮৮১; ইরওয়া হা/২০৪৬; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২০/৪২-৪৩)*। দ্বিতীয়তঃ এটি তালাক ধরে নিলেও এখানে একটি মাত্র তালাক হয়েছে। যেক্ষেত্রে স্ত্রীকে রাজ'আতের মাধ্যমে ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার রয়েছে *(মুসলিম হা/১৪৭২; আবুদাউদ হা/২২০০)*। তবে রাজ'আত করার নির্ধারিত সময়-সীমা অর্থাৎ ইদ্দতকাল অতিক্রান্ত হওয়ায় নতুন বিবাহের মাধ্যমে উক্ত স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে *(বাক্বারাহ ২/২৩২; বুখারী হা/৪৫২৯)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩৯৮) : জনৈক আলেম বলেন, জানাযার ছালাতে লোকসংখ্যা বেশী হওয়া মৃত ব্যক্তির জন্য অধিক মঙ্গলজনক। একথা কি সঠিক?

-মাহফূযুর রহমান, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তর : জানাযার ছালাতে লোকসংখ্যা বেশী হওয়া ভাল। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন মৃত ব্যক্তির উপর যদি একশ' জন মুসলমান জানাযা পড়ে, আর প্রত্যেকেই যদি তার জন্য সুফারিশ করে (ক্ষমা প্রার্থনা করে), তাহ'লে তাদের সুফারিশ কবুল করা হয়' *(মুসলিম হা/৯৪৭; মিশকাত হা/১৬৬১ 'জানাযেয' অধ্যায় ৫ অনুচ্ছেদ)*। অন্য হাদীছে এসেছে, শিরকের সাথে জড়িত নয় এমন ৪০ জন মুমিন ব্যক্তি যদি কোন মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহ'লে তাকে আল্লাহ ক্ষমা করেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৬০)*। উক্ত হাদীছ থেকে বুঝা যায়, জানাযায় লোকসংখ্যা অধিক হ'লে মৃতের পক্ষে সুফারিশটা যোরদার হয় *(তালখীছু আহকামিল জানায়েয, পৃঃ ৪৯)*। তবে জানাযায় লোক বেশী করার জন্য মাইকিং করা, শোক সংবাদ প্রচার করা, বাজারে ও মসজিদে মসজিদে ঘোষণা দেওয়া নাজায়েয। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শোক সংবাদ প্রচার করতে নিষেধ করেছেন *(তিরমিযী হা/৯৯৫, ইবনু মাজাহ হা/১৪৭৬)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩৯৯) : বাহাঈ কারা? এদের মতবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।

-মুহতাসিন ফুয়াদ, মালিবাগ, ঢাকা।

উত্তর : বাহাঈ একটি ধর্মত্যাগী কাফের সম্প্রদায়। ১২৬০ হি. মোতাবেক ১৮৪৪ সালে বারো ইমামে বিশ্বাসী শী'আদের থেকেই এ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। আলী মুহাম্মাদ রেযা শীরাযী নামক এক ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। যার উপাধি ছিল 'আলবাব'। সে নিজেকে প্রথমে বাবুল মাহদী, এরপর মাহদী, তারপর রাসূল এবং পরবর্তীতে সকল রাসূলের শ্রেষ্ঠ রাসূল হিসাবে দাবী করে। আর তার উপাধির সাথে সম্পৃক্ত করে 'বাবিয়া' নামে সম্প্রদায়টি গড়ে উঠে। তার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী হিসেবে মিরযা হুসাইন আলী 'বাহাউল্লাহ' বা 'বাহাউদ্দীন' উপাধি নিয়ে তার স্থলাভিষিক্ত হন। অতঃপর তার অনুসারীর বাহাঈ নামে পরিচিত হয়। এদের রচিত গ্রন্থ হচ্ছে 'আল-বায়ান' এবং 'আল-আকদাস'। তাদের দাবী এ গ্রন্থদ্বয় দ্বারা কুরআনকে রহিত করে দিয়েছে এবং তাদের ধর্মের আগমনের মাধ্যমে ইসলাম রহিত হয়ে গেছে। বাহাউদ্দীন ১৮৯২ সালে মারা যায়।

এক্ষণে তাদের আক্বীদাসমূহ হ'ল- (১) 'আলবাব'ই তার নির্দেশ দ্বারা প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করেছে। সে-ই সব কিছুর শুরু এবং তার থেকেই সব কিছু প্রকাশিত হয়েছে। তার শরীর সকল সৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করেছে। (২) তাদের ধর্মের সৎ ব্যক্তিদের আত্মা সম্মানিত কিছুতে রূপান্তরিত হবে এবং অসৎ ব্যক্তিদের আত্মা শুকর, কুকুর ইত্যাদি নিকৃষ্ট পশুতে রূপান্তরিত হবে। (৩) তারা ১৯ সংখ্যাটিকে পবিত্র মনে করে। তাদের বছর হয় ১৯ মাসে এবং মাস হয় ১৯ দিনে। (৪) তাদের মতে, সকল নবীর মু'জিযা মিথ্যা এবং ফেরেশতা ও জিন জাতির কোন অস্তিত্ব নেই। (৫) জান্নাত-জাহান্নাম বলে কিছু নেই। (৬) তাদের মতে, কুরআনে ক্বিয়ামত বলতে 'বাহা'র প্রকাশিত হওয়া এবং মুহাম্মাদী শরী'আতের সমাপ্তি বুঝানো হয়েছে। (৭) ইসরাঈলের উকা শহরে অবস্থিত 'কাছরুল বাহযাহ' তাদের ক্বিবলা। (৮) তারা নারীদের জন্য পর্দা করাকে হারাম এবং মুত'আ বিবাহকে হালাল গণ্য করে। তাদের নিকট নারী-পুরুষ ভেদাভেদহীন। কেউ কারো জন্য হারাম নয়। সবাই সবার বিচরণস্থল। (৯) তাদের ছালাত তিন ওয়াক্তে নয় রাক'আত। জামা'আতে ছালাত আদায় করা নিষিদ্ধ। (১০) তাদের ছিয়াম হচ্ছে ২রা মার্চ থেকে ২১ মার্চ পর্যন্ত মোট ১৯ দিন। (১১) উকা শহরে 'বাহা'র কবরে যাওয়াই তাদের হজ্জ। ইরান, ইরাক, সিরিয়া, ফিলিস্তীন, লেবানন, ভারত, পাকিস্তান সহ ইউরোপ-আফ্রিকা বিভিন্ন দেশে এ সম্প্রদায়ের বসবাস। শিকাগোতে এদের সর্ববৃহৎ উপাসনালয় রয়েছে। এদের প্রধান কেন্দ্র ইসরাঈলে অবস্থিত। এদের আনুমানিক ৬০ লক্ষ অনুসারী রয়েছে *(বিস্তারিত দ্রঃ ড. তলা'আত যাহরান, আল-বাহাইয়াহ; ইহসান ইলাহী যহীর, আল-বাহাইয়াহ; নাকদ ওয়া তাহলীল)*।

প্রশ্ন (৪০/৪০০) : বর্তমানে দেখা যাচ্ছে পিতার কবরে পুত্রকে বা স্ত্রীর কবরে স্বামীকে কবরস্থ করা হচ্ছে। এরূপ করা শরী'আতসম্মত কি?

-আব্দুল্লাহিল কাফী, ছোটবনগ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : সাধারণ অবস্থায় এভাবে কবর দেওয়ার বিধান ইসলামী শরী'আতে নেই। অতঃপর যদি এর মাধ্যমে কোন কল্যাণ কামনা করা হয়, তবে সেটা স্রেফ কুসংস্কার বৈ কিছুই নয়। এছাড়া এর মাধ্যমে কবরকে অসম্মান করা হয়, যা নিষিদ্ধ। উপরন্তু এর দ্বারা পূর্বের কবরস্থ ব্যক্তির হাড়-হাড্ডি ভাঙ্গার সম্ভাবনা থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, লাশের হাড্ডি ভাঙ্গা জীবিত মানুষে হাড্ডি ভাঙ্গার ন্যায় *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৭১৪ 'মৃতের দাফন' অনুচ্ছেদ)*।

[সম্পাদকীয় বাকী অংশ]

(৫) এরপর তারা ইমাম মাহদীর আগমন ও ঈসা (আঃ) কর্তৃক **দাজ্জাল নিধন সম্পর্কিত হাদীছ** এনেছেন এবং বলতে চেয়েছেন যে, কেবল জিহাদ ও ক্বিতালের মাধ্যমেই ইসলামের অগ্রযাত্রা সম্ভব। তাওহীদী দাওয়াতের মাধ্যমে নয়' *(ঐ, ৯৫ পৃ.)*। অতঃপর **আরেকটি হাদীছ** এনেছেন, **(৬)** 'নিশ্চয়ই এই দ্বীন সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং মুসলমানদের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত এর জন্য লড়াই করবে' *(মুসলিম হা/১৯২২)*। তারা এর অনুবাদ করেছেন, 'মুসলমানদের একদল কিয়ামত পর্যন্ত এ দ্বীনের জন্য যুদ্ধে রত থাকবে' *(ঐ, ৯৯ পৃ.)*। প্রশ্ন হ'ল, ঈসা (আঃ) কর্তৃক দাজ্জাল নিধনের আগ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় মুসলমানরা কার বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত থাকবে? তারা কি তাহ'লে সকল কবীরা গোনাহগার মুসলমানকে হত্যা করবে? মাথাব্যথা হ'লে কি মাথা কেটে ফেলতে হবে? নাকি মাথাব্যথার ঔষধ দিতে হবে? অথচ উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা এসেছে একই অনুচ্ছেদের অন্য হাদীছে। যেখানে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'চিরদিন আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল হক-এর উপরে বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এমতাবস্থায় ক্বিয়ামত এসে যাবে, অথচ তারা ঐভাবে থাকবে' *(মুসলিম হা/১৯২০)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'যারা তাদের শত্রুতা করবে, তারা তাদের উপরে বিজয়ী থাকবে' *(মুসলিম হা/১০৩৭)*। যার ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী বলেন, তারা হ'ল শরী'আত অভিজ্ঞ আলেমগণ। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, তারা যদি আহলুল হাদীছ না হয়, তাহ'লে আমি জানি না তারা কারা? *(শরহ নববী)*। এখানে লড়াই অর্থ আদর্শিক লড়াই ও ক্ষেত্র বিশেষে সশস্ত্র লড়াই দুইই হ'তে পারে। কেবলমাত্র সশস্ত্র যুদ্ধ নয়। রাসূল (ছাঃ) তাই বলেন, 'খারেজীদের থেকেই দাজ্জাল বের হবে' *(ইবনু মাজাহ হা/১৭৪)*।

(৭) নিসা ৬৫ : 'তোমার পালনকর্তার শপথ! তারা কখনো মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদীয় বিষয়ে তোমাকে ফায়ছালা দানকারী হিসাবে মেনে নিবে...' *(নিসা ৪/৬৫)*। খারেজী আক্বীদার মুফাসসিরগণ অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন 'তাগূতের অনুসারী ঐসব লোকেরা 'ঈমানের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে যাবে। মুখে তারা যতই দাবী করুক না কেন' *(সাইয়িদ কুতুব, তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন ২/৮৯৫)*। অথচ এখানে 'তারা মুমিন হ'তে পারবে না'-এর প্রকৃত অর্থ হ'ল, 'তারা পূর্ণ মুমিন হ'তে পারবে না'। কারণ উক্ত আয়াত নাযিল হয়েছিল দু'জন মুহাজির ও আনছার ছাহাবীর পরস্পরের জমিতে পানি সেচ নিয়ে ঝগড়া মিটানোর উদ্দেশ্যে *(বুখারী হা/২৩৫৯)*। দু'জনই ছিলেন বদরী ছাহাবী এবং দু'জনই ছিলেন স্ব স্ব জীবদ্দশায় ক্ষমাপ্রাপ্ত ও জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত। অতএব তাদের কাউকে মুনাফিক বা কাফির বলার উপায় নেই। কিন্তু খারেজী ও শী'আপন্থী মুফাসসিরগণ তাদের 'কাফের' বলায় প্রশান্তি বোধ করে থাকেন। তারা আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ নিয়েছেন ও সকল কবীরা গোনাহগার মুসলমানকে 'কাফের' সাব্যস্ত করেছেন। ফলে তাদের ধারণায় কোন মুসলিম সরকার 'মুরতাদ' হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার রাষ্ট্রে কিছু কুফরী কাজের প্রকাশ ঘটালো' *(যুগে যুগে শয়তানের হামলা ১৪৫ পৃ.)*। অথচ তারা আরবীয় বাকরীতি এবং হাদীছের প্রতি লক্ষ্য করেননি। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র কসম! ঐ ব্যক্তি মুমিন নয় (৩ বার), যার প্রতিবেশী তার অনিষ্টকারিতা হ'তে নিরাপদ নয়' *(বু:মু: মিশকাত হা/৪৯৬২)*। এখানে 'মুমিন নয়' অর্থ পূর্ণ মুমিন নয়। তারা বলেছেন, মক্কার মুশরিকরা আল্লাহকে বিশ্বাস করার পরেও মূর্তিপূজার অপরাধে তাদের জান-মালকে হালাল করা হয়েছিল। তদ্রুপ বাংলার শাসকবর্গ ঈমান আনয়নের পর মূর্তি ও দেবতা পূজায় লিপ্ত হওয়ার জন্য মুশরিকে পরিণত হয়ে 'মুরতাদ' হয়েছে। তাদের জান ও মাল মুসলিমের জন্য হালাল' *(ঐ, ১৫১ পৃ.)*। অথচ মক্কার মুশরিকরা ইসলাম কবুল করেনি।

(৮) শূরা ১৩ : আল্লাহ বলেন, '...তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর ও তার মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। তুমি মুশরিকদের যে বিষয়ের দিকে আহ্বান কর, তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়...' *(শূরা ৪২/১৩)*। অত্র আয়াতে বর্ণিত 'আক্বীমুদ্দীন' অর্থ 'তোমরা তাওহীদ কায়েম কর'। নূহ (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলকে আল্লাহ একই নির্দেশ দিয়েছিলেন। সকল মুফাসসির এই অর্থই করেছেন। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আমরা প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল পাঠিয়েছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করো এবং ত্বাগূতকে বর্জন করো' *(নাহল ১৬/৩৬)*। এর দ্বারা সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র দাসত্ব তথা 'তাওহীদে ইবাদত' বুঝানো হয়েছে। কিন্তু খারেজীপন্থী লেখকগণ 'তোমরা দ্বীন কায়েম কর'-এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন 'তোমরা হুকূমত কায়েম করো' *(আবুল আ'লা মওদূদী, খুত্ববাত ৩২০ পৃ.)*। এর পক্ষে তারা একটি হাদীছেরও অপব্যাখ্যা করেছেন, যেখানে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই বনু ইস্রাঈলকে পরিচালনা করতেন নবীগণ। যখন একজন নবী মারা যেতেন, তখন তার স্থলে আরেকজন নবী আসতেন' *(বুখারী হা/৩৪৫৫)*। এখানে এর অর্থ তারা করেছেন 'নবীগণ বনু ইস্রাঈলদের মধ্যে রাজনীতি করতেন'। আর এটাই হ'ল 'সব ফরযের বড় ফরয'। আসল ফরযটি কায়েম না থাকায় নামায-রোযা সমাজে ফরযের মর্যাদায় নেই, 'মুবাহ' অবস্থায় আছে- যার ইচ্ছা নামায-রোযা করে' *(অধ্যাপক গোলাম আযম, রসূলগণকে আল্লাহ তাআলা কী দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন? সূরা হাদীদ ২৫ আয়াতের ব্যাখ্যা)*। অর্থাৎ নবীগণ সবাই ক্ষমতা দখলের রাজনীতি করেছেন। বস্তুতঃ এটি নবীগণের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ছাড়া কিছুই নয়।

(৯) মায়েদাহ ৩ : 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম...। আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' *(মায়েদাহ ৫/৩)*। বিদায় হজ্জের দিন সন্ধ্যায় অত্র আয়াত নাযিল হয়। অতএব ইসলাম যেহেতু সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয়ভাবে পূর্ণতা পেয়েছে, সেহেতু আমাদেরকে সর্বদা সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে রাষ্ট্র কায়েম করতে হবে'। অথচ রাসূল (ছাঃ)-এর পূর্ণ জীবনই মুসলমানের জন্য অনুসরণীয়, কেবলমাত্র শেষ আমলটুকু নয়। যেমন আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসকে কামনা করে ও অধিকহারে আল্লাহকে স্মরণ করে' *(আহযাব ৩৩/২১)*। বস্তুতঃ রাসূল (ছাঃ) মাক্কী ও মাদানী উভয় জীবনে আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকার-এর নীতিতে মানুষকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দিয়েছেন। শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসাবে আমাদেরও সেটাই কর্তব্য *(আলে ইমরান ৩/১১০)*।

(১০) আত্মঘাতী হামলা : রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে মুসলমান ...তার দ্বীন রক্ষার্থে নিহত হয়, সে শহীদ..' *(তিরমিযী হা/১৪২১)*। এজন্য তারা আত্মঘাতী হামলা জায়েয মনে করেন। অথচ আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না' *(নিসা ৪/২৯)*। আত্মহত্যা করা মহাপাপ। জিহাদের ময়দানে আহত হয়ে তীব্র যন্ত্রণায় কাতর জনৈক সৈনিক আত্মহত্যা করলে রাসূল (ছাঃ) তাকে 'জাহান্নামী' বলে আখ্যায়িত করেন। কেননা তার শেষ আমলটি ছিল জাহান্নামীদের আমল। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ অবশ্যই ফাসেক-ফাজেরদের মাধ্যমে এই দ্বীনকে সাহায্য করে থাকেন' *(বুখারী হা/৩০৬২, ৪২০২)*।

পরিশেষে বলব, বিদেশী আধিপত্যবাদীদের চক্রান্তে ও তাদের অস্ত্র ব্যবসার স্বার্থে বাংলাদেশ সহ বিশ্বব্যাপী জঙ্গীবাদের উত্থান ঘটেছে এবং তাদেরই এজেন্টদের মাধ্যমে এটি সর্বত্র লালিত হচ্ছে। অতএব সত্যিকারের দেশপ্রেমিক ও আল্লাহভীরু সৎসাহসী প্রশাসনের পক্ষেই কেবল এই অপতৎপরতা হ'তে দেশকে রক্ষা করা সম্ভব। সেই সাথে আবশ্যক আলেম-ওলামাদের মাধ্যমে ব্যাপক গণজাগরণ সৃষ্টি করে তরুণ বংশধরগণকে আল্লাহ্র পথে ফিরিয়ে আনা। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।